সচিত্র

মহাত্মা

কবীরের জীবনী

ও

বাণী

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনু যাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যদ্ধি গচ্ছতি॥

মনু।

৺কাশীধাম নিবাসী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১।০ আনা।

সচিত্র

মহাত্মা

কবীরের জীবনী

ও

বাণী

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনু যাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যদ্ধি গচ্ছতি॥

মনু।

৺কাশীধাম নিবাসী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১।৹ আনা।

উৎসর্গ পত্র

"য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ" ॥

ভক্তিভাজন

শ্রীযুত নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল

শ্রীকর কমলেষু—

আপনি ভোগী হইয়াও যোগীর ন্যায় "মুকুন্দপদারবিন্দ" সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন। সংসারী হইয়াও আপনি উদাসী ও সাধকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আপনি আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া—এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিবার জন্য আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ উৎসাহ আমি আর কাহারও নিকট প্রাপ্ত হই নাই। আপনার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া—আমি আজ মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী জন সমাজে প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। আপনি আমার কবীরকে পূর্ব্ব হইতেই আদর করিয়া আসিতেছেন। আপনার আদরের বস্তু আপনাকেই সমর্পণ করিলাম।

৺কাশীধাম ৬৭নং অগস্তকুণ্ডা
১৩২৯ সাল ১৫ই পৌষ

আপনার গুণগ্রাহী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উপক্রমণিকা

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" ॥

ভক্তির অবতার শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য।

বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। দ্রাবিড় দেশে (মান্দ্রাজ প্রদেশে) সেইরূপ শ্রীরামানুজাচার্য্যকে, শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা ও ভক্তি করেন। রামানুজাচার্য্য ৯৩৮ শকাব্দে (১০১৭ খৃষ্টাব্দে) মান্দ্রাজের পশ্চিমোত্তর অংশে পেরুম্বুর নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোক্ষদায়িকাক্ষেত্র কাঞ্চীপুরে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রথমে সেইস্থানে আত্মমত প্রচার করেন এবং শ্রীরঙ্গে থাকিয়া শ্রীরঙ্গনাথের উপাসনা করেন। ঐস্থানে থাকিয়া তিনি অনেকগুলি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া পরে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাদেশে উপস্থিত হইয়া নানামতস্থ পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নানাস্থানের শিব মন্দির অধিকার করতঃ বিষ্ণুর উপাসনা স্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ণাটি ভাষায় লিখিত "দিব্য চরিত্র" নামক গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ঐ পুস্তকে তাঁহাকে অনন্ত-অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ঘোর কলিকালে রামানুজাচার্য্যকে ভক্তির

অবতার বলা যাইতে পারে। রামানুজাচার্য্য হইতেই শিষ্য পরম্পরা-ক্রমে বর্ত্তমান ভারতে ভক্তিবাদ প্রচার হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কৃত বাঙ্গালা ভক্ত মাল গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে :—

"শ্রীমান রামানুজ স্বামী শেষ অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার॥
তাঁহার তাঁহার শিষ্য পরম্পরা হইতে।
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিলা পৃথিবীতে॥
নিস্তার হইল লোক তাঁহার প্রভাবে।
অদ্যাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সভে॥
শ্রীসম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীরামানুজস্বামী।
শ্রুতির সদ্ভাষ্য যেঁহ প্রকাশে আপনি
শ্রুতির কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল।
রামানুজ স্বামী—বাতে মেঘ উড়াইল॥
তবে শুদ্ধ ভক্তি রবি উদয় করিয়া।
জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া"॥

গুরু রামানন্দ

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য পরম্পরার যেরূপ বৃত্তান্ত কথিত আছে তদনুসারে তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যপ্রণালী মধ্যে রামানন্দ চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ। গুরু রামানন্দ দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালাবার উপকূলস্থিত মেলকোর্ট (Melkote) তাঁহার জন্মস্থান। রামানুজাচার্য্য এক সময়ে এইস্থানে থাকিয়া তাঁহার ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। রামানন্দ তথায় রামানুজের সম্প্রদায়ভুক্ত রাঘবানন্দের নিকট ভক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হন। রামানন্দই কালে রামানুজাচার্য্যের ভক্তিবাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি তামিল ভাষাভাষীছিলেন। স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও তিনি বারাণসীধামে আসিয়া ভালরূপ হিন্দিভাষা শিক্ষা করেন। রামানুজ সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার যে কার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল গুরু রামানন্দ তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায় স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাকে "রামানন্দী বা রামাৎ" বলে। উত্তর ভারতে রামানন্দীদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের আচার্য্যগণ হিন্দুদিগের যাবতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি

সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধাচার্য্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমত পালি ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ সকলই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কবি ও আচার্য্যগণ সকলেই তাঁহাদের প্রচারিত কাব্য ও ধর্ম্মতত্ত্ব সকল দেব ভাষা সংস্কৃতে লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল দুরুহ কাব্য ও ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেই কাব্যও ধর্ম্মতত্ত্ব গুলি সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুগণই সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাধারণ লোকগণ ঐ সকল গ্রন্থ দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হন নাই। গুরু রামানন্দই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব দেশীয় চলিত হিন্দি ভাষায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে প্রচলিত ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ কেহই দেন নাই। গুরু রামানন্দই ইহার প্রথম পথ প্রদর্শক। রামানন্দ ভারতবাসী সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দুদিগকে এক ভক্তি সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সাধনা ও বৈরাগ্য বলে তিনি আংশিক রূপে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। যদিও বর্ত্তমান কালে গুরু রামানন্দের গ্রন্থাদি অতি দুর্লভ তবুও তিনি "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে ভক্তিবীজ বপন করিয়া গিয়াছেন সেই বীজ কালে মহা মহীরুহতে পরিণত হইয়াছে।

মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন :—

"কবীরা ভক্তি দ্রাবিড় উপজি লায়ে রামানন্দ।
প্রগট করি কবীর নে সাত দ্বীপ নব খণ্ড" ॥

"কবীর! ভক্তির উৎপত্তি দ্রাবিড় দেশে হইয়াছিল অর্থাৎ শ্রীরামানুজ ভক্তির জন্ম দিয়াছিলেন, সেই ভক্তি উত্তর ভারতে রামানন্দ আনয়ন করিয়াছিলেন। কবীর সেই ভক্তি সপ্ত দ্বীপও নব খণ্ডে প্রচার করিতেছেন"। কবীরের বাণী দ্বারা একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। কৃষ্ণদাস কৃত বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থেও এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে যথা :—

"শ্রীল রামানুজ স্বামী বড় কৃপা কৈলা।
শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগৎ তারিলা ॥
প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য্য নাম।
তাঁর শিষ্য শ্রীরাঘবানন্দ গুণধাম ॥
তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান গুরু রামানন্দ।
ভুবন পাবন যেহ ভক্ত পরানন্দ ॥
অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অবধি।
তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধি ॥
শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয়।
সুখাসুর পদ্মাবতী মহিমা বিজয় ॥
শ্রীনর হরি শ্রীমান পীপা ভাবানন্দ।
রইদাস আর ধন্না আদি শিষ্যবৃন্দ ॥

বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্ব মঙ্গল স্বরূপ।
জীব ত্রাণ কারণ দ্বিতীয় রামরূপ ॥
অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক।
• নির্বৃত্তি পাইলা পাসরিলা দুঃখ শোক" ॥

গুরু রামানন্দের অসংখ্য শিষ্যগণ মধ্যে এই কয়েকজন প্রধান ছিলেন। পিপা (রাজপুত রাজা) ধন্না (জাঠ) রইদাস (চামার) সেন (নাপিত) কবীর (জোলা)। ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন। গুরু রামানন্দের শিষ্যগণ মধ্যে অনেকেই নীচ জাতি ছিলেন। নীচ জাতি হইলেও তাঁহারা মহাভাগবত ছিলেন।

"বিষ্ণু ভক্তি বিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরি ভক্তি পরায়ণাঃ" ॥

বিষ্ণু ভক্তি বিহীন জন চণ্ডাল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়, এবং হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ হয়।

"শ্বপচ মিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রম বৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণ বা হ্যোঽপি পুনাতি ভুবন ত্রয়ম" ॥

অবৈষ্ণব বিপ্রকে লোকে চণ্ডাল তুল্য ও দর্শন করিবে না; কিন্তু নীচ বর্ণজ বৈষ্ণবও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। গুরু রামানন্দের নীচ জাতীয় শিষ্যগণ সত্য সত্যই ভারতবর্ষকে পবিত্র করিয়াছিলেন। অস্পৃশ্য পদদলিত নীচ জাতিকে গুরু রামানন্দই উচ্চে উঠাইয়াছিলেন। কে বলে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ও ছুৎমার্গী? সদ্গুরু

রামানন্দের কৃপায় কত লোহা কাঞ্চন হইয়াছিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আজ অস্পৃশ্যতা দূর করিবার ধূম উঠিয়াছে, এই অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষে রামানন্দই প্রথম করিয়াছিলেন। আজ যিনি যাহা করুন না কেন গুরু রামানন্দই ভারতে জাতীয় ভাব ও একতার মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, গুরু রামানন্দই প্রকৃত পতিতপাবন ছিলেন। তাঁহার নীচ জাতীয় শিষ্যগণ নীচ জাতির মধ্যে নানা স্থানে ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল শিষ্যগণের ভক্তিবিষয়ক বাণী ও সঙ্গীত শ্রবণ করিলে ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়। পঞ্চম শিখ গুরু অর্জ্জুন তাঁহার আদি গুরু গ্রন্থ সাহেবের মধ্যে গুরু রামানন্দের, ও তাঁহার শিষ্যগণের অনেক বাণী ও সঙ্গীত সঙ্কলিত করিয়া মানব জাতির পরমোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গুরু রামানন্দ ও কবীর

কবীর রামানন্দের নিকট ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যই হইয়াছিলেন। রামানন্দ সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কবীর লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। বেদ, পুরাণ কোরাণ-ষড় দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতির ধার ধারেন নাই। তিনি ষড় দর্শন রচয়িতা ছয়জন আচার্য্যকে "ষড় ধীবর" অর্থাৎ ছয়জন ধীবর অর্থাৎ

জালিয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন এই ছয় জন জালিয়া ছয়টি জাল প্রস্তুত করিয়া জীবরূপ মৎস্যগণকে ভ্রমরূপ জালে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার বাণী ও সঙ্গীতে সর্ব্ব শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। কবীর বলিতেন :—

"মসী কাগদ ত ছুঁবো নহি কলম গহো নাহি হাথ।
চারিযুগ মাহাত্ম জেহি, করিকৈ জানায়ে নাথ" ॥

আমি মসী (কালি) ও কাগজ কখনও ছুই নাই। হস্তে কখনও কলম গ্রহণ করি নাই। হে নাথ! (প্রভু) তোমার চারি যুগের মাহাত্ম্য তুমি কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়াছ। আমি লেখা পড়া করিয়া তোমার তত্ত্ব অবগত হই নাই।

"যেহি মারগ গয়ে পণ্ডিতা ওয়াহি গয়ে বাহিরে।
উচ্চী ঘাটী রামকী তাঁহা চড়ি রহা কবীর" ॥

পণ্ডিতগণ যে মার্গে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্র চর্চ্চা বাদ বিতণ্ডা করিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমি ঐ মাগ ত্যাগ করিয়া তাহার বাহিরে গমন করিয়াছি, রাম চন্দ্ররূপ পর্ব্বতের উচ্চ ঘাটীতে কবীর চড়িয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কবীর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেন, তাঁহার ধর্ম্ম তত্ত্বগুলি সকলই মৌলিক। তিনি কাহাকেও অনুকরণ করেন নাই। মানব মাত্রেই ভ্রান্ত জীব বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই জন্য এক ভগবানের নিকটেই তিনি জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম লাভের জন্য সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার

উপদেশগুলি তিনি তাঁহার গুরু রামানন্দের ন্যায় প্রচলিত হিন্দি ভাষায়ই প্রচার করিতেন। কবীরের পূর্ব্বে হিন্দি ভাষার প্রাণ ছিল না। কবীরই হিন্দি ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কবীর জগতের যে বস্তু যখন দর্শন করিতেন মহাভাবে বিভোর হইয়া সেই বস্তুর দ্বারাই জীবকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। জড়ের সহিত চৈতন্যের, চৈতন্যের সহিত জড়ের, সাকারের সহিত নিরাকারের, নিরাকারের সহিত সাকারের, সর্ব্বভাবের সমন্বয় করিয়াছেন। এমন ভাব নাই যাহা তাঁহার মুখদিয়া বাহির হয় নাই। কবীরের বাণী তৎকালে জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। প্রচলিত হিন্দি ভাষায় উপদেশ গুলি কবীরের মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হইত। এই জন্যই কবীরের উপদেশ সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কবীর অকুতোভয়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ও মোল্লাকে তুল্যরূপে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি এক অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপিত করিলেন। দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে এক সাম্য ক্ষেত্রে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে "দোনো দীনকা পীর" অর্থাৎ "হিন্দুকা গুরু মুসলমানকা পীর" বলিয়া প্রকাশ করিতেন। বহু হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না। যিনি দৈব বলে বলীয়ান হন তিনি কাহাকেও ভয় করেন না "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি"।

কবীরের মিত্র

ভক্ত রইদাস চামার

গুরু রামানন্দের শিষ্য রইদাস ৺কাশীধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রইদাস কবীরের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রইদাস জাতিতে চামার ছিলেন। রইদাসের সহিত কবীরের বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রইদাস ও কবীর একসঙ্গে কাশীনগরীর রাজপথে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। দুষ্ট ও অধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহাদিগকে উপহাস করিত। রইদাসের চরিত্র ভক্তমাল গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। তিনি সুমধুর সঙ্গীত করিতেন। রইদাসের বহু সঙ্গীত ও বাণী শিখদিগের আদি গুরু গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। অমৃতসরের ও কাশীধামস্থ শিখগণ রইদাসের সঙ্গীত নিত্য ভক্তির সহিত গুরু দ্বারে গান করিয়া থাকেন। রইদাস এক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার নাম রয়দাসী। রইদাসের স্বজাতীয় চর্ম্মকার ব্যতিত অন্য কেহ তাহার অনুবর্ত্তী হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতের চর্ম্মকারগণ প্রায় সকলেই রইদাসকে তাহাদের গুরু বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। রইদাসের সঙ্গীতগুলি শুদ্ধা ভক্তি ও উচ্চ ভাব পূর্ণ। শিখ গ্রন্থ হইতে রইদাসের একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা গেল—ইহা দ্বারা পাঠকগণ—সহজেই বুঝিতে পারিবেন—রইদাস কিরূপ ভক্ত ছিলেন।

"তুম চন্দন হাম ইরণ্ড বাপুরে সঙ্গ তুমহারা বাসা।
নীচ রুখতে উচ্চ ভয়ে হ্যায় গন্ধ সুগন্ধ নিবাসা ॥
মাধউ সত সঙ্গত শরণ তুমারী ॥
জাতি উছা, পাতি উছা, উছা জনম হামারা।
রাজা রামকী সেবন কীনী কহ রইদাস চামারা" ॥

হে মাধব! আমি তোমার সাধুদিগের (সত সঙ্গের) আশ্রয় লইয়াছি। আমি অধম দুর্গন্ধ এরণ্ড (ভেরণ্ড) বৃক্ষের তুল্য যেহেতু আমি মৃত পশুর চর্ম্মের ব্যবসা করিয়া কালাতিপাত করিতেছি কিন্তু প্রভু তুমিত চন্দন বৃক্ষ। আমি শুনিয়াছি চন্দন বৃক্ষের সুগন্ধে নীচ দুর্গন্ধ—বিশিষ্ট বৃক্ষ সকলও উচ্চ সুগন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সেই বিশ্বাসে প্রভু তোমার শরণ লইয়াছি। আমার জাতি পাতি জন্ম সকলই "উছা" অর্থাৎ নিকৃষ্ট, আমি রাজা রামের সেবা করিতেছি, আমি নিকৃষ্ট চামার বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তোমার কৃপায় উচ্চে উঠিয়াছি। আমার দুর্গন্ধ দূর হইয়াছে।

কবীর ও মীরাবাই।

কবীর ও রাজস্থানের ভক্তি শিরোমণি মীরাবাই উভয়ে প্রায় এক সম কালবর্ত্তী। রাজস্থানে যখন মীরাবাই, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রেম সঙ্গীত গান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, কবীরও ঠিক সেই সময়ে হিন্দুস্থানে তাঁহার বৈরাগ্য ও উদাসের সঙ্গীত গান করিয়া জীবদিগকে বৈরাগী ও উদাসী করিতেছিলেন। মীরাবাই কবীরের ভক্তির কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মীরাবাই তাঁহার সঙ্গীতে গুরু রামানন্দের শিষ্য কবীর, ধন্না, ওসেনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা :-

"শুনি লীজৈ বিনতী মেরী, শরণ গহী প্রভু তেরী জী।
তুমতো পতিত অনেক উধারৈ, ভব সাগর সো তারা জী।

* * * *

ধন্না ভক্তাকো খেত জমায়া, কবীরাকা বৈল চরায়া জী॥
সদনা আউর সেনা নাইকো তুম লীনা আপনাই জী॥
কর্ম্মাকী খিচড়ী খাই তুমনে গণিকা পার লাগাই জী।
মীরা প্রভু তুমারা রঙ্গ রাতী, জানত হ্যায় সব কোই জী"॥

মীরাবাই বলিতেছেন "হে প্রভু! তুমি আমার বিনতী বিনয় বা প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি তোমার শরণ লইয়াছি। তুমিত অনেক

পতিতকে উদ্ধার করিয়াছ, তাহাদিগকে ভব সাগর হইতে তারন করিয়াছ। তুমি "ধন্না" ভক্তের শস্য ক্ষেত্রে কৃষি কার্য্য করিয়াছিলে। কবীরের গৃহে বলদের উপর বোঝাই করিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছ। সদনা কসাই ও সেন নাপিতকে তুমি আপনার জন বা সেবক করিয়াছিলে। কর্ম্মাভক্তের খেচুড়ী ভোজন করিয়াছ। গণিকা অর্থাৎ পিঙ্গলা বেশ্যাকে ভব সাগর পার করিয়াছ। হে প্রভু! মীরা তোমার রঙ্গে রত হইয়াছে, তুমি মীরাকে ভবসাগর পার কর। তুমিত সকলের অন্তরের কথা জান"। কবীর ও মীরা-বাইর ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গীতে মীরাবাইর উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

"হরিসে লাগি রহরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
তেরী বিগড়ী বাত্ বনী যাই॥
রাঁকা তরে বাঁকা তরে, তরে সদন কসাই।
শুগা পঢ়ায়কে গণিকা তরী, তরী হ্যায় মীরাবাই"॥

গুরু নানক ও কবীর।

কবীরের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পরে পাঞ্জাবের লাহোর জেলার অন্তর্গত তালবণ্ডী গ্রামে গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। নানক হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র উত্তম রূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, আরবী ও পারস্য ভাষা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় গুরু নানক বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শিখগণ গুরু নানকের জীবন চরিতে এই রূপ লিখিয়াছেন যে নানক তৎকালিক সভ্য জগতের নানা দেশে পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। নানা দেশের বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী সাধু, সন্ন্যাসীদিগের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক বিচার হইয়াছিল। কবীর পন্থীরা বলেন—নানক স্বদেশে ফিরিয়া ৺কাশীধামে কবীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কবীর তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের কুসংস্কার, ভণ্ডামি প্রভৃতি লইয়া ভারতবাসীর সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। কবীরের সহিত "কথা ও কীর্ত্তন" করিয়া গুরু নানক ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইলেন। যদিও নানক কবীরের নিকট দীক্ষিত হন নাই তবুও তিনি দীর্ঘ কাল কাশীধামে থাকিয়া—ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে কবীরের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবে গিয়া তাঁহার মাতৃভাষা পাঞ্জাবী বা গুরুমুখী ভাষায় উপদেশ দিতে ও গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। কবীর ভক্তি মূলক একেশ্বর বাদ প্রচার করেন। গুরু নানকও ঠিক তাহাই

করিয়াছিলেন। কবীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন গুরু নানক তাহাতে বীজ বপন করিলেন। কবীর ক্ষেত্র প্রস্তুত না করিলে গুরু নানক সহজে তাঁহার শিখ ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন না। কবীরের অনেক বাণী ও সঙ্গীত গুরু নানক তাঁহার গ্রন্থভুক্ত করিয়া ছিলেন। অনেক সময়ে কোনটি কবীরের বাণী কোনটি গুরু নানকের বাণী তাহা ঠিক করা যায় না। শিখ গ্রন্থ কবীরের বাণীতে পূর্ণ। ভারত বাসীগণ চিরকালই উচ্চবর্ণের আদর করিয়া আসিতেছেন। গুরু নানক জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এই জন্যই বহু হিন্দুগণ নিঃসঙ্কোচে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার শিখ ধর্ম্ম জগৎব্যাপী হইল। কবীর জাতিতে মুসলমান না হইলেও মুসলমান জোলা দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সমাজ-চ্যুতি ভয়ে কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভ্রাতাগণকে এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার জীবিত অবস্থায় সেই আশা সম্পুর্ণরূপে ফলবতী না হইলেও গুরু নানক কবীরের মতাবলম্বী হইয়া কবীরের সেই ইচ্ছা বহু পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন। দলে দলে হিন্দু মুসলমান আসিয়া গুরু নানকের শিষ্য হইলেন। গুরু নানকের শিষ্য লক্ষ লক্ষ হইলেও কিন্তু কবীরের শিষ্য কাশীরাজ চৈৎসিংহের গননায় এক সময়ে মাত্র পয়ত্রিশ হাজার হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানগণ কবীরের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু নানকের প্রতি এই প্রকার

অত্যাচার হয় নাই। কবীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতের ধর্ম্ম মহা-মণ্ডলে একজন মহান অসহযোগী হইয়াছিলেন। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের সহিত অসহযোগ করিয়াছিলেন এমন কি বাদশা সেকেন্দর লোদীর সমন পাইয়াও তাঁহার দরবারে উপস্থিত হন নাই পরে তাঁহাকে বাদশার সিপাহীগণ গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া গিয়াছিল।

কবীর বলিতেন :—

"ঘাটমে পাণী সবকোই ভরতাহায়, ঔঘাট্‌মে ভরেনা কোই।
ঔঘাট্‌ ঘাট্‌ কবীরকা, ভরে সো নির্ম্মল হোয়" ॥

ঘাটে পাণী বা জল সকলেই ভরিয়া থাকে, আঘাটায় জল কেহই ভরিতে যায় না। কবীর বলেন যে আঘাটাই আমার ঘাট, অর্থাৎ 'আমি আঘাটায়ই জল ভরিয়া থাকি। আঘাটায় জল ভরিলে সেই জলই নির্ম্মল হয়। গুরু নানকের প্রচারিত শিখ ধর্ম্ম কবীরের প্রচারিত ধর্ম্মের ছায়া ও শাখা বলা যাইতে পারে। এক রাধা কৃষ্ণের কাহিনীর কথা বাদ দিলে ভারতের সাধারণ বৈষ্ণব দিগের সহিত শিখ ও কবীরপন্থী দিগের ধর্ম্মে ও আচারে বহুস্থলে মিল আছে।

(কবীর ও পাঠান রাজত্ব।)

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দৃশদ্বতী নদীর তীরে হিন্দুকুল চূড়ামণি পৃথ্বীরাজ সাহাবদ্দীন ঘোরীর সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করার পর হইতেই উত্তর ভারতে পাঠান রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। প্রায় আড়াই শত বৎসর পাঠানরাজগণের শাসনে উত্তর ভারতের সমাজ, রীতি, ধর্ম্ম এবং ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পাঠান অধিকারের পর মুসলমান রাজপুরুষগণ, মুসলমান শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অনেক স্থলে বিজিত হিন্দুদিগের উপর হয় "জিজিয়া" কর স্থাপন না হয় তাহাদিগকে বল প্রয়োগে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। হিন্দুগণ স্বধর্ম্মকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন সেই জন্যই অনেক স্থলে তাঁহারা "জিজিয়া" কর প্রদান করিয়াই তাঁহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ, রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, রাজসরকারে উচ্চপদ গ্রহণ করিতে পারিবে এই আশায়, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। মুসলমান পীর ও মোল্লাগণ মুসলমান ধর্ম্মের উদার মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, অনেক হিন্দুগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে যে সকল প্রদেশ মুসলমান অধিকারে আসিয়াছিল, সেই সকল স্থানে তুর্কী ও আফগানগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

মুসলমানগণ হিন্দুদিগের প্রতিবাসী হওয়ায় উভয় সমাজই পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে আপনাদেব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সামাজিক বিধিগুলি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার নিয়মিত করিয়া তাঁহারা এই সময়ে অনেকগুলি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে হিন্দুনরপতি না থাকায় এই সকল কঠোর বিধি ব্যবহারের জন্যই এখনও হিন্দুধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হয় নাই। পরাধীনতায় হিন্দুদিগের মনের বল ও কার্য্যকারিতা শক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে ক্ষয় হইলেও তাঁহারা একেবারে পর পদানত হন নাই। পাঠান আমলে অনেক ধর্ম্ম সংস্কারক ও প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে হিন্দুস্থানে গুরু রামানন্দ ও কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে ভক্তনাম দেব এবং বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশে লোকের মন বৈরাগ্য পথের দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই সময়ে যদি গুরু রামানন্দ, কবীর ও গুরু নানক এবং চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অধিকাংশ হিন্দুগণই মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিত এবং হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লোপ হইয়া যাইত! কয়েকজন আচারবান সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্ম বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেন না। যে সকল হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল কবীরের উপদেশ শুনিয়া তাহারা মুসলমান ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কবীরের মতাবলম্বী হইল। কবীরের প্রচারিত ধর্ম্মের স্রোত ক্রমে পাঞ্জাব,

গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশে প্রধাবিত হইতে লাগিল। উত্তর ভারতের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ ভিন্ন অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কবীরের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতের অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় কবীর পন্থীদিগের শাখা ও প্রশাখা স্বরূপ বলা যাইতে পারে। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরেস্তা লিখিয়াছেন পাঠান-রাজ সেকেন্দার লোডীর সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। কবীর ও তাঁহার শিষ্যগণ এই ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেল কৃত আইন আকবরীতেও কবীরের কথা লিখিত হইয়াছে। পাঠান রাজত্বের সময় হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকবীর, গুরু নানক, এবং শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া পাষণ্ডদিগকে দলন ও সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী সার্থক হইয়াছিল।

মহাত্মা দাদু ও মহাত্মা কবীর।

মহাত্মা দাদু আহামাদাবাদের একজন ধুনুরির পুত্র ছিলেন। তিনি বাল্যকালে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আজমিরের অন্তঃপাতী শম্ভর নগরে বাস করিতেন। তথা হইতে জয়পুরের অন্তর্গত নরৈন নামক স্থানে গিয়া বসতি করেন। জনশ্রুতি আছে তথায় অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল "হে দাদু! তুমি পরামার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হও"। এই দৈব বাণী শ্রবণ করিয়া দাদু বহরণ পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সাধন বলে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। আর তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। দাদু পন্থীরা বলেন তিনি পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া গিয়াছিলেন। দাদু আকবর বাদসাহের রাজত্বের শেষভাগে ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। দাবিস্তানে এইরূপ লিখিত আছে যে দাদু আকবরের সময়ে দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইয়া ছিলেন। দাদু কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক কবীর পন্থীর শিষ্য হইযাছিলেন। তিনি এক সম্প্রদায় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম দাদু পন্থী। কবীর পন্থীদিগের গুরু প্রণালী মধ্যে তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা ১ কবীর ২ কামাল ৩ যমাল ৪ বিমল ৫ বুদ্ধন ৬ দাদু। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি হিন্দি ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং ঐ সকল গ্রন্থে কবীরের অনেক বাণী

উদ্ধৃত হইয়াছে। দাদুর বাণী ঠিক কবীরের ন্যায় হৃদয় গ্রাহী। দাদুর দুই একটি বাণী পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন দাদু কিরূপ ভক্ত ছিলেন।

"দাদু সহজৈ হোইগা জো কুছ রচিয়া রাম।
কাহেকো কল্‌পে মরৈ দুখী হইব কাম" ॥

হে দাদু! রাম যাহা করিবেন, তাহা সহজেই হইবে, অতএব তুমি কেন শোকে প্রাণ ত্যাগ কর। ইহা অতি দুষ্য কর্ম্ম।

"সাঁই কিয়া সো হোয় রহ্যা, ইয়ে কুছ করৈ সো হোই।
করতা করৈ সো হোত হ্যায়. কাহে কল্‌পে কোই" ॥

পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা তবে লোক কেন বৃথা শোক করিয়া মরে?

"দাদু কহে জে তৈ কিয়া; সো হোয় রহা, জেতু করৈ সো হোই।
করণ করাবণ একতু দুজা নাহী কোই" ॥

দাদু বলেন, হে ভগবান! তুমি যাহা করিতেছ তাহাই হইতেছে তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমি কারয়িতা, দ্বিতীয় আর কেহ নাই।

"সোই হামারা সাঁইয়া জে সব্‌কা পূর্ণহার।
দাদু জীবন মরণকা জাকে হাত্‌ বিচার" ॥

যিনি সকল বস্তুকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। আমার জীবন-মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত হে দাদু! তাঁহাকেই চিন্তা কর।

করণ হার কর্ত্তা পুরুষ হামকো য়্যায়সী চিত্।
সব কাহুকী করতা হ্যায়, সোই দাদুকা মীত্॥

আমার এই প্রকার মনে হয় যে; কারণ স্বরূপ কর্ত্তা পুরুষই সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন। তিনিই দাদুর মিত্র।

দাদু পন্থীদিগকে কবীর পন্থীদিগের এক শাখা বলা যাইতে পারে। কবীর পন্থীদিগের সহিত দাদুপন্থীদিগের বিশেষ সদ্ভাব আছে। দাদু পন্থীরা কবীর পন্থীদিগের মঠে আসিয়া উপাসনাদি করিয়া থাকেন। আজমীর ও মারওয়ার দেশে বহুসংখ্যক দাদুপন্থী বাস করেন। দাদুপন্থীরা তিন শাখায় বিভক্ত। বিরক্ত. নাগা ও বিস্তর ধারী। নাগারা অস্ত্রধারী। বেতন পাইলে যুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করে। জয়পুরের মহারাজার এক সময়ে দশ সহস্রের অধিক নাগা সৈন্য ছিল। মহাত্মা দাদু গুজরাটী ভাষাভাষী ছিলেন। তিনি হিন্দি ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দিভাষার বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

গোস্বামী তুলসী দাস ও কবীর।

উত্তর ভারতে কবীরের যে কি প্রভাব আছে তাহা যাহারা উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেন নাই তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। কবীরের কথিত শাখী (উপদেশ) ও শব্দ (সঙ্গীত প্রভৃতি) হিন্দি সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। ভারতের যে কোন প্রদেশের ভাষার সহিত অল্প ও অধিক পরিমাণে হিন্দি ভাষার মিল আছে সেই সকল প্রদেশের কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই কবীরের বাণী ভক্তির সহিত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। কবীরের সময়ে কবীরের রচিত উপদেশ ও সঙ্গীতাদি উত্তর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এইরূপ রচনা কবীরের সময়ে অথবা কবীরের পরে এক গোস্বামী তুলসী দাস ভিন্ন আর কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। তুলসী দাস তাঁহার রচনায় অনেক স্থানে কবীরের অনুকরণ করিয়াছেন। অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকগণ ভ্রম বশতঃ কবীরের শাখীগুলি তুলসীদাসের রচিত দোহা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। হিন্দি সাহিত্যে যাহারা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কবীর শৈশবকালে মুসলমান সমাজে বাস করিয়াছিলেন এইজন্য তাঁহার বাণীর মধ্যে তিনি অনেক আরবী ও পারস্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার রচনার মধ্যে একটিও আরবী

অথবা পারস্য শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কবীরের প্রচারিত ধর্ম্ম ও বাণী উচ্চ আধ্যাত্মিকতা পুর্ণ হইলেও তুলসীদাস উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করায় এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিপাদিত উপদেশ ও আচারাদি পালন করায় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ তুলসীদাসের আসন কবীরের অনেক উচ্চে উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এক মহাপুরুষের সহিত অন্য মহাপুরুষের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। "সকল শিয়ালেরই এক ডাক" তুলসীদাস সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি, সাধক ও ভক্ত ছিলেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে কবীর একজন যুগাবতার। কবীর পন্থীরা কবীরকে যুগাবতারই বলিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন :—

"জল থল পৃথ্বী গগন মে, বাহর ভিতর এক।
পুরণ ব্রহ্ম কবীর হ্যায়, অবগত পুরুষ অলেখ ॥
সেবক হোকর উতরে ইস পৃথ্বীকে মাহী।
জীব উধারণ জগৎ গুরু বারবার বলি জাহি" ॥

জল, স্থল, পৃথিবী, আকাশে, অন্তরে ও বাহিরে যিনি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন—সেই অব্যক্ত অলখ পুরুষই কবীর। তিনিই পূর্ণব্রহ্ম। তিনি দাস্যভাব গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি জগৎ গুরু। জীব উদ্ধারের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। বার বার তাঁহার চরণে বলি যাই। কবীর তাঁহার নিজের বাণীতেও বলিয়াছেন :—

"হিন্দু তুরক্‌কে বীচমে শব্দ কঁহু নির্ব্বাণ।

বন্ধন কাটু জগতকা"—আমি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নির্ব্বাণ শব্দ (মুক্তির শব্দ, অথবা রামনামরূপ শব্দ) প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি। এই নির্ব্বাণ শব্দের বলে আমি জগতের বন্ধন কাটিয়া দিব। মহাপুরুষগণ এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। ইহুদি সূত্রধারের পুত্র যিশু খ্রীষ্টও ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন "Come unto me all ye that labour and are heavy laden and I will give you rest." দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারেন না। কবীরের জীবিত অবস্থায় কেহই তাঁহাকে ভালরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন নাই। বর্ত্তমানে ভারতবাসীগণ কবীরকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কবীর যদি কোনও স্বাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার স্থান কত উচ্চে হইত, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও মহাত্মা কবীর ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে "বাঙ্গলার কবীর" বলা যাইতে পারে। কবীর নিত্য সিদ্ধ, জ্ঞানী, ভক্ত ও মুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ন্যায় কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী বৈরাগী ছিলেন। মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী পাঠ করিলে দেখা যায় যেন মহাত্মা কবীরে ও রামকৃষ্ণ দেবে ভগবানের বিভূতি তুল্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। উভয় সদ্‌গুরুই একই ভাবে প্রকৃতির মধ্য দিয়া জীবকে ভগবৎ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। কবীর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ দেবও সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করেন। কবীর লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, বেদ পুরাণ, কোরাণ ষড় দর্শন কিছুই অভ্যাস করেন নাই অথচ তাঁহার বাণীতে সর্ব্ব শাস্ত্রের গূঢ় ভাব প্রকাশ পায়। রামকৃষ্ণ দেবও ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই তবুও তাঁহার বাণীতে সকল শাস্ত্রের মুলতত্ত্ব পাওয়া যায়। কবীর বলিতেন :—

"ধরতী ত কাগদ করু঳, কলম করু঳ বন রাঁয়।
সাত্ সমুদ্র মসী করু঳, হরিগুণ লিখান যায়" ॥

যদি ধরতীকে (পৃথিবীকে) কাগজ করা যায়, পৃথিবীর সকল "বনরায়" বৃক্ষ সকলকে কলম বানান যায় এবং সপ্ত সমুদ্রের জল

দ্বারা মসী বা কালি প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলেও ভগবানের গুণ লিখিয়া শেষ করা যায় না :—

তিনি আরও বলিতেন—

"লিখা লিখিকী নহি হ্যায়, দেখা দিখিকী বাত্"।
"পঢ়া পঢ়িকী নহি হ্যায় দেখা দিখিকী বাত্" ॥

অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করা—লেখা লিখি বা পড়া পড়ির কার্য্য নহে, দেখা দেখির কথা। "জিস্ পঢ়তে সাহেব মিলে সো পঢ়না কছু আউর," অর্থাৎ যে পড়া দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় সে সাধারণ পড়া নহে—সে অন্য প্রকার পড়া। "বিদ্যা হিকা ব্রহ্মগতি প্রদা যা।" যাহা দ্বারা ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই বিদ্যা বলে। রামকৃষ্ণ কথামৃতে আজ বঙ্গদেশ মুগ্ধ, কবীরের বাণীতেও যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার মুগ্ধ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান বলে পৃথিবীর যে কোনও দেশের লোক এক দেশ হইতে অন্য দেশে অনায়াসে গমনাগমন ও ভাব বিনিময় করিতেছেন। মহাত্মা কবীরের সময়ে যদি এইরূপ সুবিধা হইত অথবা আজ যদি কবীর জন্ম গ্রহণ করিতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় কোনও শক্তিশালী শিষ্য কবীরের হইত তাহা হইলে কবীরের ধর্ম্ম নিশ্চয়ই জগত ব্যাপী হইয়া যাইত।

স্বামী বিবেকানন্দ, কবীর ও সংস্কৃত ভাষা।

চলিত ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলে যেমন অনায়াসে সাধারণ লোকের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে সংস্কৃতের ন্যায় দুরুহ ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলে তাহা সহজে সাধারণ লোকের বোধ গম্য হয় না। এই জন্যই সংস্কৃত ভাষাকে কবীর মৃতভাষা বলিতেন। ৺কাশী-ধামের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। সাধারণ লোকগণ তাহা বুঝিতে পারিত না, কবীর তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন ঃ—

"কবীর সংস্কৃত হি পণ্ডিত কহৈ বহুত করৈ অভিমান।
ভাষা জানি তরক করৈ, তে নর মূঢ় অজ্ঞান" ॥

পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিয়া বড়ই অভিমান করিয়া থাকেন, যাহারা একটা ভাষা জানিয়া তর্ক করে, সেই সকল মনুষ্য মূঢ় ও অজ্ঞান।

"কবীরা সংস্কৃত সংসারমে, পণ্ডিত করৈ বাখান।
ভাষা ভক্তি দৃঢ়াবহী, ন্যারা পদ নির্ব্বাণ" ॥

হে কবীর! এই সংসারে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার বড়ই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন কিন্তু চলিত ভাষায় ঈশ্বর তত্ত্ব যদি তাঁহারা প্রচার

করিতেন তাহা হইলে সাধারণ লোকের ভক্তি দৃঢ় হইত। সংস্কৃত ভাষার দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব প্রচার করিয়া নির্ব্বান পদ প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

"কবীরা সংস্কৃত কূপ জল, ভাষা বহতা নীর"।

"বহতা পাণী নির্ম্মলা, বন্ধা সো গন্ধা হোয়"।

হে কবীর! সংস্কৃত ভাষা কূপ জলের ন্যায় বদ্ধ। চলিত ভাষা নদীর জলের তুল্য বহমান। স্রোতের জল নির্ম্মল হয়, বদ্ধ জল দুর্গন্ধ হয়। কবীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাষা সম্বন্ধে যে চিন্তা করিয়া গিয়াছিলেন, আজ বিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক সেইরূপ ভাবেই চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :—"যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত কিমাকার উপস্থিত কর! যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লিখবার ভাষা নয়? .... ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যেকে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না, আমাদের ভাষা, সংস্কৃত গদাই লস্করি চাল—ঐ এক চাল,— নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হ'চ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ, * * * * * * ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। সংস্কৃতের দিগে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর সংস্কৃত ভাষ্য দেখ; পাতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—

আচার্য্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ,—এখুনি বুঝ্‌তে পার্‌বে যে যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়; মরে গেলে মরা ভাষা কয়, যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তা শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপরে! সে কি ধূম—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পরে দুম করে—রাজা আসীৎ!!! আ হা হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল।" কবীরের পর হইতেই ভারতের পরবর্ত্তী সাধু মহাত্মাগণ কবীরের পদানুসরণ করিয়া চলিত ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তক সকল সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুস্থানের তুলসী দাস, গুজরাটের দাদু, পাঞ্জাবের শিখ গুরুগণ, মহারাষ্ট্রের তুকারাম ও রামদাস স্বামী এবং বঙ্গদেশের শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বৈষ্ণব কবি ও সাংকগণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

মহাত্মা গান্ধী ও কবীর।

আজ মহাত্মা গান্ধীকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহাকে বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টের আসনে আসীন করান হইতেছে। সেই মহাত্মা গান্ধী কবীরের ভাবে বিভোর, কবীরের প্রেমে মুগ্ধ। কবীরের বহু সঙ্গীতে ও বাণীতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপন ও "ছুাৎমার্গ-পরিহার" বিষয়ে অনেক উপদেশ রহিয়াছে। কবীর অহিংসা নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও কবীরের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে—মহাত্মা কবীরের বাণী পাঠ ও সঙ্গীত গান করিতেন এখন করাগারে থাকিয়াও তিনি কবীরের সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন।

কবীর ও জন্মান্তর বাদ

কবীর পূর্ব্ব জন্মও পরজন্ম বিশ্বাস করিতেন। মানব কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করে। বিষয়াসক্ত মলিন চিত্ত মানব পাপ কর্ম্ম করিয়া নিকৃষ্ট যোণী ভ্রমণ করিয়া থাকে। সাধন বলে চিত্ত শুদ্ধি, জ্ঞান ও পরাভক্তির উদয় হইলে মানব ভগবানকে লাভ করিতে পারে। মানব ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে ভগবানের

স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। অন্য কোনও ক্রিয়া কর্ম্মের আবশ্যক করে না। জীব কর্ম্মানুসারে চৌরাশী লক্ষ যোণী ভ্রমণ করে এই কথা কবীর পুনঃ পুনঃ তাঁহার বাণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। কবীরের সহিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের এই বিষয়ে কোনও মত ভেদ নাই। কবীর বলিতেন :—

"শুকর কুকুর যোণী ভ্রম তবহু লাজ ন আই।
রাম নাম ছাড়ি অমৃত কাহে বিষ খাই।"

হে জীব! তুমি কর্ম্মবশে শুকর ও কুকুর যোণী ভ্রমণ করিতেছ তবুও তোমার লজ্জা হয় না। রাম নাম অমৃত ত্যাগ করিয়া কেন বিষ ভক্ষণ করিতেছ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়ঃ পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে" ॥

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র কীটানুকীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণী কর্ম্মবশে পুনঃপুনঃ সংসারে ফিরিয়া আইসে, কিন্তু হে অর্জ্জুন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। কবীর একটি বাণী দ্বারা এই পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের কথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"ঝুলে সোগণ গন্ধর্ব্ব, মুনি নর, ঝুলে সুরগণ ইন্দ্র।
ঝুলত সো নারদ সারদা হো ঝুলত ব্যাস ফণীন্দ্র ॥
ঝুলত বীরিঞ্চি মহেশ মুনি হো, ঝুলত সুরজ ইন্দু।
আউর আপ নির্গুণ সগুন ভয়কৈ ঝুলিয়া গোবিন্দু" ॥

গন্ধর্ব্ব, মুনি, নর, সুরগণ, ইন্দ্র, নারদ, সারদা, ব্যাস, ফণীন্দ্র অর্থাৎ শেষ নাগ, মহেশ, বীরিঞ্চি, সূর্য্য, চন্দ্র ইহারা সকলেই ঝুলিতেছেন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া করিতেছেন। এমন কি নির্গুণ স্বয়ং গোবিন্দ সগুণ হইয়া অর্থাৎ দেহ ধারণ করতঃ ঝুলিতেছেন।

"তেহি ঝুলবে কী ভয় নহীঁ যো সন্ত হোহিঁ সুজান।
কহ কবীর সত সুকৃত মিলো তৌ ফির ন ঝুলত আন" ॥

কোন সুজন সাধু যদি ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সাধন করেন তাহা হইলে তাঁহার আর ঝুলনের ভয় থাকে না। সুকৃতি বলে যে মানব সত্য রাম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি আর ঝুলেন না অর্থাৎ জন্ম মরণের ভয় করেন না।

"জ্যহি নাহি ইচ্ছা ঝুলবে, অস বুদ্ধি কেহিকে পাস্।
ঝুলত ঝুলত বহু কল্পবীতে, মন ন ছাড়ে আশ ॥
ডরপত রহো ইয়াহি ঝুলিবেকৌ রাখু যাদব রায়।
কহ কবীর শুনু গোপাল বিনতী, শরণ হোঁ তুব পায়" ॥

এই ঝুলনের ইচ্ছা করেন না এমন বুদ্ধি কাহার আছে? অর্থাৎ জন্ম মরণরূপ ঝুলন রোধ করিবার বুদ্ধি কোনও মানবের নাই। ঝুলিতে ঝুলিতে বহু কল্প গত হইল। মনের আশার নিবৃত্তি হইল না। আমি এই ঝুলনের ভয় করিতেছি। হে যাদবরায়! আমাকে রক্ষা কর। কবীর বলেন হে গোপাল! আমার মিনতি

বা প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম। আমাকে জন্ম মরণের হস্ত হইতে রক্ষা কর। বঙ্গের সাধক রাম প্রসাদ ঠিক এই ভাবেই জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

"মা আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
আশী লক্ষ যোনী ভ্রমি মা পশু পক্ষী আদি কত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হ'লাম হত" ॥

—*—

কবীরের কান্তাভাবে সাধন।

এক ভগবান পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রের মত। সাংখ্য দর্শনেরও এইরূপ মত। বৈষ্ণব সাধকগণ কান্তা ভাবেই ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব গোপীভাবে বিভোর হইতেন। এইরূপ কথিত আছে যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এক সময়ে কান্তাভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। পরমহংস দেব ঐ সময়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গীত গাহিতেন :—

"শ্যামের নাগাল পেলেম না গো সই।
আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥"
শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশে হারা হ'য়ে রই,"

প্রাচীন ইহুদি ভক্ত রাজা সলমন কান্তা ভাবে সাধন করিয়াছেন ॥

তিনি বলিতেন "I am my beloved's and beloved is mine." গুরু নানক সাধন মার্গে আরোহণ করিয়া কখন কখন নিজেকে ভগবানের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী কামিনী বলিয়া মনে করিতেন। নানক বলিতেন "নানক কামন্ কান্তে ভাবে" নানক কামিনী, সে সর্ব্বদা কান্তকে ভাবে। "ঠাকুর এক আউর সবাই নার।" ঠাকুর এক আর সকলে নারী অর্থাৎ ভগবানই এক মাত্র পুরুষ আর সকলেই স্ত্রী। "লাজ মরন্তী মর গই ঘুঁঘুট খোল চলী,"—যে নারী লজ্জায় মরে সেত মরিয়াই যায়। আর যে লজ্জা ত্যাগ করিয়া ঘোমটা খুলিয়া তাহার পতির অন্বেষণে বাহির হইয়া যায় সেইত মুক্ত হয়। প্রেমিক শেখ ফরিদ গুরু নানকের মতাবলম্বী হইয়া তিনিও কান্তা ভাবে ভজন করিয়াছিলেন। কবীর কান্তা ভাবে ভজন করিতেন। তিনি সংসারকে পিত্রালয় মনে করিতেন। ব্রহ্ম বা বিষ্ণুলোককে পতির গৃহ বলিতেন। কবীর মনে করিতেন যেন তিনি দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। স্বামী তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। তিনি যৌবন কাল পিত্রালয়ে কাটাইলেন, স্বামীর গৃহে যাইতে পারিলেন না। পিত্রালয়ে থাকিয়া মহা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। পিত্রালয় এমন মন্দ হইয়াছে যে তাঁহার পাছে অনেক "চোর ও বাটপাড়" লাগিয়াছে। তাঁহাকে ভ্রষ্টা করিবার চেষ্টা করিতেছে; তিনি আর পিত্রালয়ে থাকিতে পারিতেছেন না। পতিগৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছেন :—

"মোহি লাগি পিয়াকী আস।
নৈ হর সে জিয়রা ফাটু।
নৈ হর নগরী য়্যায়সা বিগড়ী, লাগে চোর বাটপার।
অবকি গবনা বহুরী ন আবন, ইয়াহী ভেঁট একবার"॥

আমার প্রিয় বা স্বামীর আশা লাগিয়াছে। পিত্রালয়ে বাস করিয়া আমার জীবন ফাটিয়া যাইতেছে। পিত্রালয় এরূপ মন্দ হইয়াছে যে আমার পাছে চোর ও বাটপাড় লাগিয়াছে। এইবার পতিগৃহে চলিয়া যাইব। পুনঃরায় আর পিত্রালয়ে আসিব না। তোমাদের সহিত এই একবারই দেখা হইল আর দেখা হইবে না। কবীর নিজেকে এবং ভগবদ্ভক্ত সাধকগণকে পতিব্রতা বলিতেন। সংসারাসক্ত নর নারীগণকে কখনও ব্যাভিচারিণী কখনও বেশ্যা বলিতেন। "পতিব্রতা কা অঙ্গ" এবং "ব্যাভিচারিণী কা অঙ্গে" এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পতিব্রতা কাহাকে বলে তাহা বলিতেছেন :—

"পতিব্রতাকো সুখ-ঘনা, যাকে পতি হ্যায় এক্।
মন মৈলী ব্যাভিচারিণী তাকে খসম হ্যায় অনেক"॥

পতিব্রতার সুখ অনন্ত। তাহার পতিই এক মাত্র আশ্রয়। ব্যাভিচারিণীর মন ময়লা, তাহার খসম বা স্বামী অনেক।

"পতিব্রতা পতিকো ভজে, আউর ন অন্য সুহায়।
সিংহ বাচ্চা যো লঙ্ঘনা, তৌভি ঘাস ন খায়"॥

পতিব্রতা পতিকে ভজনা করে, তাহার মনে আর কেহ শোভা পায় না। সিংহের বাচ্চা যদি লঙ্ঘন অর্থাৎ অনাহারে থাকে তবুও সে ঘাস খায় না।

"হরি ন রটা তো ক্যা হুয়া, জো অন্তর হ্যায় হেত্।
পতিব্রতা পতিকো ভজে, মুখহি নাম ন লেত্" ॥

যদি অন্তরে ভগবদ্ভক্তি থাকে, তাহা হইলে মুখে হরি হরি রটনা না করিলে কি হয়? পতিব্রতা পতিকে ভজনা করে কিন্তু মুখে পতির নাম লয় না।

"নৈনা অন্তর আওতু নৈন ঝাপি তোহি লেঁউ।
ন ম্যায় দেখোঁ আউরকো না তোহি দেখন দেউঁ" ॥

হে প্রিয়! তুমি আমার নয়নের নিকট আইস, তোমাকে নয়নে ঝাপিয়া লইব অর্থাৎ তোমাকে নয়নে লুকাইয়া রাখিব। এই নয়ন দ্বারা আমি আর কাহাকেও দর্শন করিব না, তোমাকেও আর কাহাকেও দেখিতে দিব না।

ম্যায় সেবক সমরথ্‌কা, কবহু ন হোয় অকাজ।
পতিব্রতা নঙ্গী রহৈ, ওয়াহী পতিকী লাজ" ॥

আমি সমর্থবান (সর্ব্বশক্তিমান) পরমেশ্বরের সেবক বা স্ত্রী, আমার এই সেবা বা সাধনা অকাজের অর্থাৎ বিফল হইবেন না। আমি পতিব্রতা, আমি উলঙ্গ থাকিলে পতিরই লজ্জার কারণ হইবে।

"ম্যায় সেবক সমরথকা, কোই পুরবলে ভাগ।
সুতী জাগী সুন্দরী, সাঁই দিয়া সোহাগ" ॥

আমি পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্যানুসারে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সেবক বা স্ত্রী হইয়াছি। আমি শয়ন করিয়াছিলাম। আমার পতি আমাকে জাগাইয়াছেন এবং সোহাগ দিয়াছেন। আমি সুন্দরী হইয়াছি। ভগবদ্ভক্তিহীন নরনারীকে কবীর ব্যাভিচারিণী বলিতেন। খৃষ্টভক্ত সাধু সেণ্টপল (St. Paul) এক সময়ে খৃষ্টান নর নারীগণকে ঈশ্বর বিমুখ দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"Ye adulterers and adultresses ! Know ye not that the friendship of the world is enmity with God ? Who so ever therefore will be friend of the world is the enemy of God."—কবীর সেণ্টপলের ন্যায় স্পষ্টবাদী ছিলেন—তিনি জীবদিগকে বলিতেন :—

"নারী কহাবৈ পীবকী, রহে আউর সঙ্গ সোয়।
জার মিত্ মনমে বসৈ, খসম খুসী ক্যা হোয় ॥"

হে জীব, তুমি তোমার প্রিয় পতির নারী বা পত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক কিন্তু পর পুরুষের সঙ্গে শয়ন করিয়া আছ। জার মিত্ অর্থাৎ উপপতি বন্ধু বা মিত্র সর্ব্বদাই তোমার মনে বাস করিতেছে। তোমার খসম অর্থাৎ স্বামী বা ভগবান কেমন করিয়া তোমার প্রতি খুসী হইবেন।

"সেজ বিছাবৈ সুন্দরী, অন্তর পরদা হোয়।
তন সোঁপৈ মন দৈ নহীঁ সদা দোহাগিনী হোয়॥"

সুন্দরী অর্থাৎ স্ত্রী শয্যা প্রস্তুত করিয়া পতির সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে বটে কিন্তু তাহার অন্তরে কপটতার পরদা থাকে। সে পতিকে দেহ সমর্পণ করে বটে কিন্তু মন সমর্পণ করে না। এইরূপ স্ত্রীগণই দোহাগিনী অর্থাৎ স্বামীর অপ্রিয়া বা দুঃখিনী হয়।

"হাঁসি হাঁসি কান্ত ন পাইয়া জিন পাইয়া তিন রোয়।
হাঁসি খেল জো পিয়া পাইয়ে তো কোন্ দোহাগিনী হোয়॥"

হাঁসিয়া হাঁসিয়া কান্ত বা স্বামী অর্থাৎ ভগবানকে পাইবে না। যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন। তিনি কাঁদিয়াছেন। যদি হাঁসি খেলা করিয়া সেই প্রিয়কে পাওয়া যাইত তাহা হইলে কেহ আর দোহাগিনী হইত না।

"কবীর পন্থ নিহারতা, আন পরী হ্যায় সাঝ।
জন জনকো মন রাখতা, বেশ্যা রহ গই বাঝ॥"

হে কবীর! বহু উপপতির পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল অর্থাৎ তোমার চরম কাল বা মৃত্যু সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। জন জনের মন রাখিতে গিয়া বেশ্যা বন্ধ্যা হইয়া গেল। ভাব অর্থ এই যে বহু পুরুষের সঙ্গ করিয়া বেশ্যার যেমন গর্ভ হয় না বন্ধ্যা হইয়া যায়। সেইরূপ মানবগণ নানা দেব

দেবীর উপাসনা করিতে থাকে কাহারও প্রতি প্রকৃত ভক্তি বা প্রেম হয় না। পরম পুরুষ একমাত্র পতি ভগবানের সহিত প্রেম না করিয়া মানব বেশ্যার ন্যায় বন্ধ্যা হইয়া গেল। কবীরের এই উদাহরণ অতি গূঢ় "দেখহ ভাবুক জন ভাবি মনে মনে।"

কবীরের বাণীর শক্তি

বাণীই ব্রহ্ম। শব্দই ব্রহ্ম। সেণ্ট জন (St. John) খৃষ্টান-দিগকে বলিয়াছেন যে "In the beg inning was the Word and the Word was with God and the Word was God." বেদের বাণী, উপনিষদের বাণী, গীতার বাণীতে শক্তি আছে, তেজ আছে। মহা পুরুষের বাণীর শক্তি আছে। পাঁচ শত অথবা এক হাজার বৎসরের মধ্যে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন কিনা সন্দেহ। একজন মহা পুরুষের দর্শন লাভ করাও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না কিন্তু মহাপুরুষগণের বাণী পাঠ করার সুবিধা অনেকেরই হইতে পারে। মহাপুরুষগণের অন্তর্দ্ধানের পর, তাঁহাদের বাণীতে ক্রিয়া করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গিয়াছেন, বুদ্ধ গিয়াছেন, ডেভিড গিয়াছেন, যীশু, সেণ্টপল, মহম্মদ গিয়াছেন তাঁহাদের বাণীতে ক্রিয়া করিতেছে। রামকৃষ্ণ গিয়াছেন---তাঁহার

কথামৃতে কার্য্য করিতেছে। যিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন তাঁহার বাণীতে শক্তি আছে। সাধারণ মানবের বাণীতে শক্তি নাই। শিখ গুরু অমরদাস বলিয়াছেন "বিন সদগুরু' হোর কাচ্চী হ্যায় বাণী" অর্থাৎ সদ-গুরুর মুখ-নিঃসৃত বাণী ভিন্ন অন্য সকলের বাণী কাঁচা। সদ গুরু বা মহাপুরুষের বাণীই পাকা বাণী। যাহারা কবীরের বাণী বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন যে কবীরের বাণীর কি শক্তি।

এক হাজার বৎসরের মধ্যে যে সকল মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের বাণীর সহিত তুলনা করিলে কবীরের বাণী সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া বোধ হয়। কবীরের বাণী শ্রবণ করিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং কবীর কথা বলিতেছেন। কবীরের বাণী কত পাষণ্ড দলন করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কবীর এক একটি চুট্‌কি কথায় কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সকল সরল করিয়া দিয়াছেন। সহজ কথায় ঈশ্বর তত্ত্ব, ভক্তি তত্ত্ব, যাবতীয় তত্ত্ব কবীরের ন্যায় কেহই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এমন খোলা কথা, এমন স্পষ্ট কথা, নির্ভয়ে কেহই প্রচার করিতে সাহস পান নাই। কবীর যেরূপ ভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের ও সমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথার উপর আক্রমণ ও তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন যদি ভগবান তাঁহাকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে মুসলমানেরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে হত্যা করিত। তিনি যীশুর ন্যায় ক্রুশে আবদ্ধ হইতেন। শিখগুরু তেগ বাহাদুরের ন্যায় তাঁহার

শিরচ্ছেদ হইত। কবীরের একটি শাখী বা একটি সঙ্গীত জানেন না এমন হিন্দি ভাষাভাষী লোক জগতে নাই। কবীরের বাণী চাণক্য শ্লোকের ন্যায় নীতি পূর্ণ, বৈরাগ্যের কন্থা, ভবসাগর পারের নৌকা, ভক্তের কণ্ঠহার, ভবরোগের মহৌষধ, অন্ধের যষ্টি, সংসার সর্পের মহামন্ত্র। ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি "ত্যাগাচ্ছান্তি-রনন্তরম্।" কবীরের বাণীতে ভোগের কথা নাই—ত্যাগের কথাই আছে। মানবগণ কেবল অন্ন ভোজন করিয়াই জীবন ধারণ করেন না—ভগবৎ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করেন। "Man shall not live by bread alone, but by every word of God."

কবীর ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

বঙ্গের ভক্ত হরিদাস পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন। পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ পাইয়া তিনি মহাভাগবত ও বৈষ্ণব চূড়ামণি হইয়াছিলেন। একজন বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছিলেন :—

"পরশ মণির সনে কি দিব তুলনা ?
পরস ছোঁয়াইলে হয় নাকি সোণা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে, নাচিয়া গাইয়া রে,
রতন হইল কত জনা।"

পরশমনি গুরু রামানন্দের স্পর্শে কবীর সোণা হইয়া গিয়াছিলেন।

এরূপ আখ্যান আছে যে কবীর প্রথমে জ্ঞানী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা বলেন তিনি মুসলমান ছিলেন, কিন্তু সে কথা সত্য নহে। হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ বিশ্বাসও পারদর্শিতা ছিল এবং মুসলমাল শাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ অল্পজ্ঞতা ছিল তাহা বিবেচনা করিলে, কবীরকে কেহ মুসলমান বলিতে পারেন না। তিনি রাম, হরি, গোবিন্দ, মুকুন্দ, নারায়ণ, যাদবরায়, সারঙ্গপাণি প্রভৃতি নামে ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন। তিনি হিন্দুদিগের দেব দেবীগণকে মানিতেন বটে কিন্তু সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার অধিক শ্রদ্ধা ছিল। বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি গুরু রামানন্দের নিকট তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দী ও অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ও ব্যবহারিক সম্বন্ধ ছিল। এই সকল কারণে কবীরকে ও কবীর পন্থীদিগকে সকলেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। কবীরের বাণীতে মহাভারতের, রামায়ণের ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান সমূহের আভাস আছে। তিনি ঐ সকল উপাখ্যান বিশ্বাস করিতেন। কবীর গাহিয়াছেন :—

"রাম সুমির, রাম সুমির, রাম সুমির ভাই।
রাম নাম সুমিরণ বিনা বূড়ত ভব মাহিঁ॥
অজামিল, গজগণিকা, পতিত কর্ম্ম কীনে,
তে উতর পার গয়ে, রাম নাম লীন্হে।"

হে ভাই! রাম নাম স্মরণ কর, রাম নাম স্মরণ কর। রাম

২৸৵০

নাম স্মরণ না করিয়া ভবসাগরে ডুবিয়া মরিলে। অজামিল, গজেন্দ্র ও গণিকা (পিঙ্গলা নামক বেশ্যা) পতিত কার্য্য করিয়াও রাম নাম লইয়া ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছিল। কবীরের শিষ্যগণ বৈষ্ণব-দিগের ন্যায় তিলক ধারণ করিতেন। তাঁহারা নাসিকা পৃষ্ঠে চন্দনের অথবা গোপী চন্দনের একটি রেখা অঙ্কিত করিতেন। কণ্ঠেতে তুলসীরমালা ধারণ ও হস্তে তুলসীমালা জপ করিতেন। বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিলেও কবীর বলিতেন যে এই সকল বাহ্যাড়ম্বরে কোনও ফল নাই। চিত্ত শুদ্ধিই একান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। ইহাই কবীরের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি ছিল। "অন্তে যা মতি সা গতি"। কবীর জপ, পূজা ও জাতি ভেদাদির অনেক নিন্দা করিয়াছেন। সংসারের দুঃখময় স্বরূপ সবিশেষ বর্ণন করিয়া কবীর জীবকে ভগবৎ প্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। কবীর পন্থীদিগের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব তাঁহার "Religion of the Hindus" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "Though the Kabir Panthis have withdrawn, in such a very essential point as worship, from the Hindu communion, they still preserve abundant vestiges of their primitive source; and their notions are in substance the same as those of the Puranic sects, especially of the Vaishnava division. They admit of but one God, the creator of the world, and in opposition to the Vedanta notions of the absence of every quality and form, they

assert that He has a body formed of the five elements of matter and that He has mind endowed with three gunos or qualities of being ; of course, of ineffable purity and irresistible power : He is free from the defects of human nature ; in all other respects, He does not differ from man and the pure man, the sadh of the Kabir sect, is His living resemblance and after death is His associate and equal : He is eternal, without end and beginning * * * God and man are not only the same but that they are both in the same manner every thing that lives and moves and has its being."

উপাসনা বিষয়ে অন্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত কবীর পন্থীদিগের কিছুমাত্র সংস্রব নাই বটে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম হইতে যে তাঁহাদের ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবীরপন্থীদিগের এবং পৌরাণিক বৈষ্ণবদিগের, মত ফলিতার্থতঃ প্রায় এক প্রকার। তাঁহারা বিশ্ব-স্রষ্টা এক মাত্র পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে সাকার ও সগুণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর ও ত্রিগুণাশ্রিত অন্তঃকরণ আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনির্ব্বচনীয় পরিশুদ্ধ স্বরূপ এবং মনুষ্যগত সকল দোষ বর্জ্জিত। তিনি ইচ্ছা অনুসারে সকল প্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কবীরপন্থীরা বলেন, তৎসম্প্রদায়ী

সাধ, অর্থাৎ সাধু ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ এবং পরলোকে তাঁহার সমান ও সহবাসী হইয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। তিনি আদ্যন্ত শূন্য নিত্য-স্বরূপ।

কবীর ও অহিংস নীতি।

কবীর জীবে দয়া ও ভগবানে ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি প্রাণী হিংসা করিতেন না। মাংস আহারের বিরোধী ছিলেন। বলিদান, কোরবাণী প্রভৃতি মানিতেন না। কবীরপন্থীরা বলেন ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, অতএব সে জীবনের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নহে। অতএব দয়া এক প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্তপাত করা ঘোরতর কুকর্ম্ম। সত্যানুষ্ঠান আর একটি প্রধান ধর্ম্মনীতি, কারণ মূলীভূত মিথ্যা হইতে ঈশ্বর-স্বরূপের অজ্ঞান ও সাংসারিক যত দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করা সুবিহিত বটে, কারণ গার্হস্থ্য আশ্রমে আশা, ভয়, কামনাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও শান্তিলাভের বাধা জন্মে এবং মানব ও ঈশ্বর বিষয়ক আবহমান চিন্তা-প্রবাহের প্রতি বন্ধক ঘটে। উইলসন (Wilson) সাহেবও তাঁহার পুস্তকে এই কথা লিখিয়াছেন :—

'Life is the gift of God and must not, therefore, be violated by His creatures : Humanity is conse

quently a cardinal virtue and the shedding of blood whether of man or animal, a heinous Crime. Truth is the other great principle of their code. * * * Retire ment from the world is desirable." জীব হিংসা ও মাংস ভোজন সম্বন্ধে কবীর অনেক বাণী বলিয়াছেন নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল :—

"দুরবলকো ন সতাইয়ে, যাকে সাঁই সহায়।
মুয়া খালকী শ্বাসসো, সার ভষম হো যায়" ॥

দুর্ব্বল প্রাণীকে কষ্ট দিও না। ভগবান তাহার সহায় আছেন। মৃত পশুর খাল বা চামড়ার নিশ্বাসে (কর্ম্মকারের চামড়ার হাফরের নিশ্বাসে) লৌহের ন্যায় সার বস্তুও ভস্ম হইয়া যায়।

"ভাবৈ যাও বদরী, ভাবৈ যাবহু গয়া।
কহৈ কবীর, শুন ভাই সাধু সব তে বড়ী দয়া"।

পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তোমার ইচ্ছা হয় বদরিকাশ্রমে যাইতে পার, গয়াও যাইতে পার। কবীর বলেন হে ভাইসাধু, শ্রবন কর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা দয়াই বড়।

"দয়া কোন্‌পর কীজিয়ে, কাপর নির্দ্দয় হোয়।
সাঁইকে সব জীব হ্যায়, কীড়ি কুঞ্জর দোয় ॥"

কাহার উপর দয়া করিব ? কাহার উপরই বা নির্দ্দয় হইব ? ক্ষুদ্র কীট হইতে বৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত সকলইত ভগবানের জীব।

"জীবত জীব মুর্দ্দা করে, কার্মভি ভয়া কসাই।
মুয়া খায়ে চামার ভয়ে অধম করমকী দাই" ॥

জীবিত জীবকে মুর্দ্দা করে অর্থাৎ মারিয়া লাশ করে, ইহা কসাইর কার্য্য। মৃত প্রাণীর মাংস যাহারা ভক্ষণ করে তাহারা চামার। ইহারা সকলেই অধম কর্ম্মের ধাত্রী।

"মাংস আহারী মানই, প্রত্যক্ষ রাক্ষস জানি।
তাকী সঙ্গতি মৎ করৌ, হোই ভক্তিমে হানি" ॥

মাংস আহারীকে আমি প্রত্যক্ষ রাক্ষস বলিয়া জানি। উহাদের সঙ্গ করিও না—তাহা হইলে ভক্তির হানি হইবে।

"মাংস মাংস সব এক হ্যায়, মুরগী হিরনী গায়।
আঁখি দেখি নর খাতা হ্যায়, তে নর নরকহি যায়" ॥

মুরগী, হরিণ, গো-মাংস সকলই এক প্রকার কোন প্রকার বিভিন্নতা নাই। চক্ষুতে দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি এই মাংস ভক্ষণ করে সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। মুসলমানদিগকে কোরবাণী সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

মুল্লা তুঝৈ করিমকা, কব আয়া ফরমান।
ঘট ফোর ঘর ঘর কিয়া, সাহবকা নীসান।

হে মোল্লা! করিমের (ভগবানের) ফরমান (আদেশ) তোমার নিকট কবে আসিয়াছে? প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবানের "নীসান"

জ্যোতি বা চেতনা কিংবা চিহ্ন রহিয়াছে। কাহার আদেশে সেই চেতন জীবকে বধ করিতেছে।

"পীর সবনকো একসী, মুরখ জানৈ নাহি।
আপনা গলা কাটায়কৈ, ভিসত বসৈ ক্যোঁ নহিঁ"॥

সকল প্রাণীরই পীর (বেদনা বা যাতনা) এক প্রকার। মুর্খেরা তাহা জানে না। ইহারা আপনার গলা কাটিয়া অর্থাৎ কোরবাণী বা হালাল করিয়া কেন "ভেস্তে" (স্বর্গে) যাইয়া বাস করে না?

"মুরগী মোল্লা সো কহৈ, জবহ করত হায় মোঁহি।
সাহব লেখা মাংগসী, শঙ্কট পরি হায় তোহি"॥

মুরগী মোল্লাকে বলিতেছে "হে মোল্লা! তুমি আমাকে জবাই করিতেছ। ভগবান যখন তোমার হিসাব তলব করিবেন তখন তুমি শঙ্কটে পড়িবে।

"জোর করি জবহ করৈ, মুখসোঁ কহৈ হলাল।
সাহব লেখা মাংগসী তব হোসী কোন হলাল॥"

তুমি জোর করিয়া জবাই করিতেছ, মুখে বলিতেছ এই হালাল করিলাম। ভগবান যখন তোমার হিসাব তলব করিবেন তখন তোমার এই কার্য্য কি প্রকারে হালাল হইবে?

"গলা গুসাকো কাটিয়ে, মিয়াঁ কহরকো মার।
জো পাঁচু বিসমিল করৈ; তব পাবৈ দীদার॥"

যদি কাটিতে হয় তবে ক্রোধের গলা কাট। হে মিঞা ; কামকে দমন কর। কাম; ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ এই পাঁচটি রিপুকে "বিসমিল" (ঈশ্বরের নাম করিয়া কোরবাণী কর) তাহা হইলে "দীদার" অর্থাৎ ভগবানকে পাইবে।

"হিন্দুকে দয়া নহী, মিহর তুরককে নাহী।
কহে কবীর দোনো গয়া, লাখ্ চৌরাশী মাহি॥"

হিন্দুদিগের দয়া নাই, "তুরক্" মুসলমানদিগেরও "মিহর" অর্থাৎ দয়া নাই। কবীর বলেন উভয়েই চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিবে।

কবীর পন্থীদিগের স্বভাব।

কবীর পন্থীরা নিরীহ, সত্যপ্রিয়, ও নিরুপদ্রব। ইঁহাদের উদাসীনেরা অন্যান্য উদাসীনদিগের ন্যায় দুরন্ত স্বভাব নহে এবং কখনও ভিক্ষা করিয়া পর্য্যটন করেন না। বঙ্গদেশের নীচশ্রেণীর বৈষ্ণবগণ—সেবাদাসী সঙ্গে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া গৃহী-দিগকে বিরক্ত করিয়া থাকে। কবীরপন্থী সাধুগণ অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ করিবেন তবুও তাঁহারা কাহার নিকট ভিক্ষা করিবেন না। কবীর তাঁহার শিষ্যদিগকে ভিক্ষা মাঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছেন :—

"মাঙ্গন মরণ সমান হ্যায়, মৎ কোই মাঙ্গ ভিখ্।
মাঙ্গনা সে মরণা ভালা ইয়া সদ গুরু কী শীখ্" ॥

ভিক্ষা করা মৃত্যুর তুল্য। তোমরা কেহই ভিক্ষা করিওনা। ভিক্ষা করা অপেক্ষা মরণ ভাল ইহাই সদগুরুর শিক্ষা। বঙ্গদেশ ভিন্ন, ভারতবর্ষের পশ্চিম উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে কবীরপন্থীদিগের বিষয়ী ও ধর্ম্ম ব্রতী বহুলোক বাস করেন। ঐতিহাসিক উইলসন (Wilson) সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

There is no doubt that the Kabir panthis, both clerical and lay, are very numerous in all the Provinces of upper and Central India except, perhaps, in Bengal ; the quaker—like spirit of the sect, their abhorrence of all violence, their regard for truth, and the unobtrusiveness of their opinions, render them very in offensive members of the State—their mendicants also never solicit alms and in this capacity even they are less obnoxious than the many religious vagrants whom the rank soil of Hindu superstition and the enervating operation of an Indian climate, So plentifuly engender."

———

কবীর শব্দের অর্থ।

"কবীর" আরবী শব্দ, অর্থ মহান, বৃহৎ বা ঈশ্বর। কবীরের রচিত বীজক গ্রন্থের টীকাকার পরলোকগত রেবাধিপতি, মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ কবীর শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যথা:— কায়াকা বীর—কবীর অর্থাৎ কায়ার মধ্যে যে বীর অর্থাৎ আত্মা সেই কবীর। জীব মাত্রকেই কবীর বলা হইতেছে। কবীর তাঁহার বাণীতে, কবীর শব্দে কখনও নিজেকে কখনও বা জীবকে সম্বোধন করিয়াছেন। কবীর তাঁহার প্রত্যেক বাণীতে ও প্রত্যেক সঙ্গীতে "কহত কবীরা" "কহই কবীর" "দাস কবীরা" এই বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। কবীরের পরে গুরু নানক, দাদু, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণও তাঁহাদের বাণীর শেষে কবীরের ন্যায় তাঁহাদের নিজ নামের ভণিতা দিয়াছেন।

কবীরের এবং কবীর পন্থীদিগের গ্রন্থ।

কবীর নানা ছন্দে বিবিধ প্রকার হিন্দি ভাষায় অসংখ্য বাণী অনর্গল মুখ দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রুত গোপাল ও ভগোদাস সর্ব্বদা কবীরের সঙ্গে থাকিতেন। কবীর যখন যে বাণী বলিতেন ভগোদাস ও শ্রুত গোপাল সেই সকল বাণী

লিখিয়া রাখিতেন। শ্রুত গোপাল সুখ নিধান রচনা করেন এবং ভগোদাস বীজক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুখ নিধান ও বীজক গ্রন্থই কবীর পন্থীদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ। বীজকের মধ্যে বহু ছন্দে নানা প্রকার বাণী আছে যথা :—

১। রমৈণী। বিচার বিষয়ক অথবা মত প্রতিপাদক বিষয়ক অনেক বাণী। রমৈণীর অর্থ অত্যন্ত দুরূহ।

২। শব্দাবলী। নানাবিধ ভাবের সঙ্গীত ও ভজন দ্বারা উপদেশ।

৩। বসন্ত। ইহাতে বসন্ত রাগের অনেক ধর্ম্ম সঙ্গীত আছে।

৪। চৌতীসী। চৌত্রীশ নাগরী অক্ষরের ব্যাখ্যা।

৫। চাচর। মায়া ও বৈরাগ্য বিষয়ক বাণী। ইহা ভিন্ন বীজক গ্রন্থে আরও অনেক বাণী আছে।

৬। গোরখ্ নাথকী গোষ্ঠী। এই গ্রন্থে যোগী গোরক্ষ নাথের সহিত কবীরের বিচার বিষয়ক বাণী আছে।

৭। রামানন্দকী গোষ্ঠী। ইহা গুরু রামানন্দের সহিত কবীরের বিচার বিষয়ক গ্রন্থ।

৮। হিন্দোল। ইহাতে জন্ম, মরণরূপ ঝুলন সম্বন্ধে বাণী আছে।

৯। শাখী। ইহা পঞ্চসহস্র শ্লোক পূর্ণ। ইহার এক একটী শ্লোক এক একটী শাখী। শাখী অর্থ উপদেশ। কবীর নানা প্রকার বিষয় দ্বারা নানাভাবে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন।

১০। রেখতা। ইহা গীতপূর্ণ।

ইহা ভিন্ন কবীরের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। কবীরের শিষ্যগণও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবীর সাগর নামক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে। ইহা একাদশ খণ্ডে বিভক্ত। উহাতে কবীরের প্রচারিত জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, যোগ, পরলোক, আত্মবোধ সম্বন্ধে অনেক বিচার ও বাণী আছে। তদ্ভিন্ন, জীব ধর্ম্ম, মানুষ বিচার, মহম্মদবোধ, কাফের বোধ, সুলতানবোধ প্রভৃতি বিষয় উহাতে আছে। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ আছে। হিন্দি ভাষায় কবীরপন্থীদিগেরও প্রায় ততগুলি গ্রন্থ আছে। কবীরের মতে সম্যক্ পারদর্শী হইতে হইলে ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু কবীর পন্থীদিগের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁহারাও ঐ সকল গ্রন্থ সম্যক অধ্যয়ন করেন না। তাঁহারা কেবল কতিপয় শাখী শব্দ ও রেখতা এবং বীজকের অধিকাংশ শিক্ষা করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে, সেই সকল গ্রন্থেরই প্রমাণ দিয়া থাকেন। কবীরের কোনও কোনও বাণী এরূপ উৎকট শব্দে লিখিত যে তাহার অর্থ বোধ করা অতিশয় দুষ্কর। কবীর ভাবাবেশে কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানিতেন অন্য কেহ তাহার অর্থ করিতে পারে না।

মহাত্মা কবীরের
আবির্ভাব ও তিরোভাব।

কবীর পন্থীদিগের একখানি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে কবীর সম্বৎ ১২০৫ হইতে ১৫০৫ সম্বৎ পর্য্যন্ত তিন শত বৎসর কাল মর্ত্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন যথা :—

"সম্বৎ বারহসয়ে আউর পাঁচ মো জ্ঞানী কিয়ো বিচার।
কাশী মাঁহি প্রগট ভয়ো শব্দ কহো টকসার॥
সম্বৎ পন্দরহ সয়ে আউর পাঁচ মো মগর কিয়ো গবন।
অগহন্ সুদি একাদশী মিলে পবনসোঁ পবন"॥

১২০৫ সম্বতে জ্ঞানী কবীর বিচার করিয়া দেখিলেন এবং কাশীতে আবির্ভূত হইয়া টকসার শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ১৫০৫ সম্বতে মগরে গমন করিলে পর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল একাদশীতে পবনের সহিত পবন মিলিল। তিন শত বৎসর দেহ ধারণ করা কলিকালের মানবের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তাঁহারা বলেন কবীর ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আমরা তিন শত বৎসর দেহ ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি না। ৺কাশী-ধামের ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ২৮০ বৎসর পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

লহর তালাব।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ হইতে বারাণসী ধামে অনেকগুলি কুণ্ডা ও বাপী বর্ত্তমান আছে যথা অগস্তকুণ্ডা, সূর্য্যকুণ্ডা, লক্ষীকুণ্ডা ললার্ককুণ্ডা, জ্ঞানবাপী প্রভৃতি। ঐ সকল কুণ্ডায় আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞ ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। কাল প্রভাবে ঐ সকল কুণ্ডার অনেক গুলিই ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে। যে সকল স্থানে ঐ সকল কুণ্ডা বর্ত্তমান ছিল বর্ত্তমান কালে ঐ স্থানে বহুজন পূর্ণ নগর স্থাপিত হইলেও ঐ সকল স্থান প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেনারস ছাউনি রেল ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে লহর তালাব নামে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। অনেকে অনুমান করেন ঐ সরোবর পৌরাণিক যুগের খনিত কোন সরোবর হইবে। বৌদ্ধ যুগে মহারাজ অশোক পাটলিপুত্র, বুদ্ধ গয়া, ৺কাশীধামের অনেক স্থলে অনেকগুলি সরোবর খনন করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস লহর তালাবও মহারাজ অশোকের খনিত সরোবরের মধ্যে অন্যতম হইবে। লহর অর্থ ঢেউ তালাব অর্থ সরোবর। বর্ত্তমান কালে বারাণসী নগরী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পাঠান আমলে লহর তালাব যে স্থানে অবস্থিত ঐ স্থান লোকালয় শূন্য ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

সরোবরের তীর নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা গুল্মাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত

হওয়ায় স্থানটী কুঞ্জ কাননের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইত। সরোবরের মধ্যে নানা বর্ণের কমল কহ্লার কুমুদ প্রভৃতি সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিত। ঐ স্থান কানন সৌন্দর্য্যে এক সময়ে অতিশয় মনোমুগ্ধকর ছিল। এইরূপ স্থানেই যোগী ঋষিগণ সাধনা করিয়া থাকেন। মহাত্মা কবীর এইরূপ মনোরম স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে লহর তালাবের সে কানন সৌন্দর্য্য নাই। সরোবরের তীরে বর্ত্তমানেও স্থানে স্থানে বৃক্ষ লতাদি আছে। বৃক্ষ লতাদির মধ্যে বহুকাল হইতে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুটীর আছে। ঐ কুটীরের মধ্যে দুইজন উদাসী ভক্ত কবীরপন্থী সাধু বাস করেন। মন্দির মধ্যে বর্ত্তমানে মহাত্মা কবীরের ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রুত গোপাল ও ভগোদাসের চিত্র স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্থানটী কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত লোক লোচনের অগোচর ও উপেক্ষিত ভাবেই ছিল। একজন ধনী ভক্ত মহাত্মা কবীরের আবির্ভাবের স্থানটী চিরস্মরণীয় ও কবীর পন্থী সাধুদিগের বাসের জন্য একটী নাতি বৃহৎ আবাস স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই লহর তালাব কবীর ভক্তদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কবীর পন্থীগণ এই সরোবর দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা কবীরের জীবনী

(১)

কবীরের জন্ম ও শৈশব কাল।

মহাত্মা কবীরের জাতি, কুল, জন্মের নানাবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তমালায় লিখিত আছে, এক বালবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ কন্যার পিতা রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চগঙ্গাঘাটে বাস করিতেন। শিষ্য একদিন ঐ বিধবা কন্যাসহ গুরু দর্শনে আসিয়াছিলেন। বিধবা কন্যা গুরুকে প্রণাম করিলে, রামানন্দ তাহার বৈধব্য দশা বিবেচনা না করিয়া সহসা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎসে তুমি পুত্রবতী হও।" শিষ্য তখন ভীত হইয়া বলিলেন গুরুদেব, আপনি এ কি প্রকার আশীর্ব্বাদ করিলেন—আমার কন্যা বিধবা—এ কিরূপে পুত্রবতী হইবে? রামানন্দ লজ্জিত হইলেন। শিষ্যকে বলিলেন "আমি যাহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবে না। তোমার এই কন্যা কুৎসিত ভাবে গর্ভধারণ করিবেন না। ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে তোমার কন্যা গর্ভবতী হইবেন। এক মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীব উদ্ধার করিবেন। সমাজে ইহার কোনও

কলঙ্ক হইবে না।" জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ দেব, চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা ভক্ত চুড়ামণি কবি বৃন্দাবন দাসের জন্ম যেরূপ অদ্ভুত ভাবে হইয়াছিল কবীরের জন্ম ও সেইরূপ অদ্ভুতভাবে হইয়াছিল। রামানন্দের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ সফল হইল। কালক্রমে রামানন্দের ব্রাহ্মণ শিষ্যের বিধবা কন্যা গর্ভবতী হইলেন। সমাজে কলঙ্কের ভয়ে বিধবা কন্যা গুপ্তভাবে প্রসূতা হইয়া সদ্যোজাত শিশুকে বারাণসীর উত্তর পশ্চিমে তিন মাইল দূরে লহরতালাব নামক এক নির্জ্জন সরোবরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। শিশু কবীর লহর তালাবে পদ্মপত্রের উপর ভাসিতে লাগিলেন। একজন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ ঐ শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া সন্তানবৎ পালন করিতে লাগিল। ভক্তমালে এইরূপ আখ্যান আছে। কিন্তু কবীর পন্থীরা এই আখ্যানের শেষ অংশ ছাড়া অন্য ভাগ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, "গগন মণ্ডল সে উতরে, সতগুরু পুরুষ কবীর।" অর্থাৎ গগন মণ্ডল হইতে সৎগুরু পুরুষ কবীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কবীর পন্থীরা আরও বলেন "কমল কমোদিনী অনন্ত খিলে, তাহাঁ করুণাময় করতার মিলে। কলী কলী অনন্ত অলি গুঞ্জিত গুঞ্জিত থকিত ভয়ে। মোর মরাল চকোর সব আন তালাবকো ঘেরলয়ে॥" অর্থাৎ যে সরোবরে করুণাময় কর্ত্তা কবীরকে পাওয়া গিয়াছিল সেই সরোবরে অসংখ্য কমল, কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অসংখ্য মধুকর কলধ্বনি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।



"লহর তালাব
মহাত্মা কবীরের আবির্ভাব।"

ময়ূর মরাল চকোর প্রভৃতি আসিয়া ঐ সরোবরকে ঘিরিয়াছিল। কবীরের জন্ম তিথি সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ বলেন যে "চৌদহসৌ পচপন (১৩৫৫) সাল গিরা চন্দ্রবার ইক ঠাট ঠয়ে। জেঠ সুদী বরসায়তকো পুরণ মাসি তিথিপ্রগট ভয়ে॥ ঘন গরজে দামিনী দমকে বুন্দোবরষে ঝরলাগ গয়ে। লৈহর তালাবমে কমল খিলে তাঁহা কবীর ভান প্রকাশ ভয়ে॥" অর্থাৎ চৌদ্দশত পঞ্চান্ন সংবতে জ্যৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষে সোমবার পূর্ণিমা তিথি ত কবীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন বর্ষা হইতেছিল, মেঘ গর্জ্জন করিতেছিল বিদ্যুৎ খেলিতেছিল বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছিল—প্রবল বায়ু (ঝড়) আরম্ভ হইয়াছিল। এমন সময়ে লহর তালাবে প্রফুল্ল কমলের মধ্যে—কবীর ভানু প্রকাশ হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশু কবীর লহর তালাবে পদ্ম পত্রের উপর ভাসিতেছিলেন একথা সত্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। ঐ সময়ে নিমা নাম্নী একটি জোলা জাতীয়া স্ত্রীলোক তাহার স্বামী নিরুর সঙ্গে ঐ স্থান দিয়া বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইতেছিল। নিমা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ সরোবরে জল পান করিতে গিয়াছিল। সদ্যোজাত শিশুকে কমল পত্রে ভাসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল—মনে করিল কোন কলঙ্কিনী বিধবা এই শিশুকে এইস্থানে ফেলিয়া গিয়াছে। শিশু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমাকে কাশীতে লইয়া চল।"—জোলা দম্পতি অচির প্রসূত-বালক মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেবতা মানবদেহ

ধারণ করিয়া আসিয়াছেন এই মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গমন করিয়াও সম্মুখে সেই বালককে দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও চমৎকৃত হইল তখন ঐ বালকই জোলা দম্পতির ভয় নিবারণ করিয়া বলিল "তোমরা আমাকে প্রতিপালন কর কিছুমাত্র ভয় করিও না।" বালকের এই অভয় বাণী শুনিয়া জোলা দম্পতি শিশু কবীরকে লইয়া—কাশীতে নিজ গৃহে আসিল। উহারা নিঃসন্তান ছিল। পুত্র নির্ব্বিশেষে শিশু কবীরকে পালন করিতে লাগিল। নিরু ও নিমা যে স্থানে বাস করিত তাহার চারিদিকে অনেক জোলার বসতি ছিল। উহাদের গৃহে নবজাত শিশু দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তাহারা কানাকানি করিতে লাগিল।

অবশেষে নারীগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নিমার ঘরে আসিয়া "সুন্দর সুরত মোহন মুরত কমলনৈন" বালক কবীরকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। নারীগণ নিমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"নিমা তুমি নিঃসন্তান এই নব জাত শিশুকে কোথায় পাইলে"। নিমা আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বলিল। ক্রমে ঐ নব জাত শিশুর কথা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

মুসলমান শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে যে সন্তানের নাম করণ করিতে হয়। নিরুজোলা কবীরের নামকরণ করিবার জন্য একজন কাজীকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল। কাজী কবীরের নাম করণ করিবার জন্য কোরাণ খুলিলেন। কোরাণ খুলিবামাত্র—"কবীর" এই শব্দটী প্রথমেই তাঁহার চক্ষে পড়িল। "কবীর" আরবী শব্দ,

অর্থ মহান। কাজী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পুনরায় কোরাণ খুলি-লেন—ঐ এক "কবীর" শব্দই তাহার চক্ষে পড়িল। ঐ সময় আরও কয়েকজন কাজী ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথক পৃথক ভাবে কাজীগণ কোরাণ খুলিলে ঐ এক "কবীর" নামই তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কাজীগণ বলিলেন "ইয়া নাম খুদাকা হ্যায়। ইয়া লড়কা গরীব জুলাহে কা হ্যায়। য্যায়সা বড়া বুজুর্গ নাম ইশ্ কা নহী রকথা জায়গা॥" অর্থাৎ—কবীর খোদার (ঈশ্বরের) নাম। এই বালক গরীব জোলার ঘরে জন্মিয়াছে এত বড় মহান নাম ইহার রাখা যায় না। কাজীগণ নিরুকে বলিলেন "নিরু তুমি এই বালকের এক্ষণই প্রাণবধ কর, আমরা সরা (ব্যবস্থা) দিতেছি তোমার কোন গোনা (পাপ) হইবে না। এই বালক জীবিত থাকিলে—মুসলমান ধর্ম্ম নষ্ট করিবে।" কাজীগণের উপদেশ শুনিয়া—নিরু কবীরকে গৃহমধ্যে নিয়া প্রাণ বধ করিবার উদ্যোগ করিল। তখন শিশু কবীর শঙ্কর শিষ্য হস্তামলকের ন্যায় এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত গান করিলেন—

"অব হাম অবিগতসো চলে আয়ে।
ইয়ামায়াতো জগ ভরমায়া মেরা ভেদ নাহি পায়ে॥
ন মেরে জন্ম ন গর্ভ বসেরা বালক ভয়ে দিখলায়ে
কাশীপুরী জঙ্গলমে ডেরা তহ জোলহানে পায়ে॥
ন মেরে গগণ ধরনি পুনি নাহী দীসৈ জ্ঞান অপারা।
আত্মরূপ প্রগটি নিজ জগমে সোতো নাম হামারা॥

ন মেরে অস্থি রক্ত নহি চাঁমা হাম হ্যায় শব্দ প্রকাশী।
দেহ অপার পার পুরুষোত্তম কহি কবীর অবিনাশী" ॥

অর্থাৎ, আমি অব্যক্ত পরমাত্মা হইতে চলিয়া আসিয়াছি (উৎপন্ন হইয়াছি)। জগৎ মায়া মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। আমার ভেদ তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই। আমার জন্ম হয় নাই; আমি গর্ভে বাস করি নাই; বালকরূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে দর্শন দিয়াছি। কাশীপুরের জঙ্গলে আমি ছিলাম। ঐ স্থানে জোলাগণ আমাকে পাইয়াছে। তোমরা আমাকে গগন ধরণী-তলে কোথাও দেখিতে পাইবেনা অপার অনন্ত আত্মজ্ঞান হইলে আমাকে দেখিতে পাইবে। আমি জগতে আত্মরূপ প্রকাশ করিলাম। ইহাই আমার নাম। প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আমার শরীরে অস্থি নাই, রক্ত নাই, চর্ম্ম নাই। আমি শব্দ প্রকাশক (ব্রহ্মশব্দ প্রকাশক অথবা রাম নাম শব্দ)। আমি অপার অনন্ত দেহ ধারণ করিয়াছি। আমি পুরুষোত্তম—আমাকে অবিনাশী কবীর বলিয়া জানিও।

নবজাত শিশুর অভূতপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাজীগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা হার মানিয়া শিশুর নাম "কবীরই" রাখিলেন। তখন বারাণসীবাসীগণ ঘরে ঘরে বলাবলি করিতে লাগিলেন "দেখো ইয়া লড়কা জো নীরু লায়া হ্যায় শব্দ বোলতা হ্যায়।" নব প্রসূত সন্তান মহাজ্ঞানীর ন্যায় তত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলিতেছে এই কথা বিদ্যুৎবেগে বারাণসী নগরে প্রচারিত হইল। সহস্র সহস্র নর

নারী নিরু জোলার গৃহে বালককে দেখিতে আসিয়াছিলেন। এইরূপে নিরুজোলার গৃহে লোকের হাট বসিল। নিরুজোলার গৃহে কবীর নবোদিত শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে কবীরের বয়স পাঁচ বৎসর হইল। কবীর সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলা করিতে যাইতেন। বালকদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে কবীর কখন "রাম" "রাম" কখনও বা "হরি" "হরি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। চারিদিকে মুসলমানের বাস। মুসলমানগণ বালক কবীরের "রাম" "রাম" "হরি" "হরি" ধ্বনি শুনিয়া বিরক্ত হইত। একদিন কবীর মুসলমান বালকদিগের সহিত খেলা করিতেছেন। হঠাৎ "রাম" "রাম" "হরি" "হরি" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। একজন মুসলমান কবীরের হরিধ্বনি শুনিয়া বলিল "এ কবীর তুবড়া তুবড়া কাফির হোগা।"এইকথা শুনিয়া কবীর বলিলেন "জো কিসীকো নাহক মারতা হ্যায় আউর ঝুঠা বেশ বনাকর দুনিয়াকো ঠগাতা হ্যায় আউর নশা পীতা হ্যায় ইয়া খাতাহ্যায় ইয়া পরায়া মাল মারতা হ্যায় ইয়া আপনা ঘাত্ করতা হ্যায় সো কাফর হ্যায়।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাহাকেও অনর্থক প্রহার করে এবং মিথ্যা বেশ বানাইয়া পৃথিবীর লোকদিগকে বঞ্চনা করে অথবা মাদক দ্রব্য পান এবং ভক্ষণ করে অথবা পরদ্রব্য হরণ করে কিম্বা আত্মহত্যা করে সেই ব্যক্তিই কাফের। আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি যে তুমি আমাকে "কাফের" বলিলে? "গলা কাট বিসমিল করৈ, তে কাফের বে বুঝ। আউরনকো কাফর কহৈ,

আপনা কুফর ন সুঝ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাণীর গলা কাটিয়া (বিসমিল্লা) ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তিই অবোধ ও অধর্ম্মী এমন ব্যক্তি অপরকে কাফের বলে কিন্তু নিজের ক্রূরতা চিন্তা.করে না।

আর এক দিবস কবীর ললাটে তিলক ও গলদেশে উপবিত ধারণ করিয়া বালকদিগের সহিত খেলা করিতেছিলেন। কবীর কখন "বিষ্ণু" "বিষ্ণু" কখন 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' "মুকুন্দ মুকুন্দ" নাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুকুন্দ নামক একজন ব্রাহ্মণ কবীরের বৈষ্ণব বেশ দেখিয়া কবীরকে গালি দিতে লাগিলেন "রে ম্লেচ্ছ যবন, তুই বৈষ্ণবরূপ ধারণ করিয়াছিস, তুই জাতিতে জোলা। ইহা তোর ধর্ম্ম নহে, ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।" বালক কবীর ক্রুদ্ধ হইলেন না তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "মেরী জিহ্বা বিষ্ণু, নৈনী নারায়ণ হিরদে বসৈ গোবিন্দা। যমদ্বারে জব পুঁছি সববরে তব ক্যা করিস মুকুন্দা॥" অর্থাৎ আমার জিহ্বায় বিষ্ণু নয়নে নারায়ণ, হৃদয়ে গোবিন্দ বাস করিতেছেন। হে মুকুন্দ তুমি যখন যমদ্বারে গমন করিবে যমরাজ যখন তোমায় হিসাব তলব করিবেন তখন তুমি কি করিবে?

"তুম ব্রাহ্মণ ম্যায় কাশীকা জুলহা বুঝো মেরা জ্ঞানা। তুম নিত খোজত ভূপতি রাজে হরি সঙ্গ মেরে ধ্যানা॥" অর্থাৎ তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কাশীর জোলা তুমি আমার জ্ঞান পরীক্ষা কর। তুমি

অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নিত্য রাজদ্বারে গমন কর (ভূপতির অনুসন্ধান কর) কিন্তু আমি সর্ব্বদা হরির ধ্যান করি। "কবীরা তেরে জাত্ কো সবকোই হাসন হার। বলিহারী ওয়া জাতকো জো সিমরে স্বজন হার।" হে কবীর তুমি জাতিতে জোলা বলিয়া সকলেই হাস্য করে, বলিহারি তোমার জাতকে, যে জাতি সৃষ্টিকর্ত্তার নাম স্মরণ করে।

(২)

বস্ত্র বয়ন শিক্ষা ও সাধন আরম্ভ।

কবীর নিমাকে মাতা এবং নিরুকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পিতা নিরু বয়োবৃদ্ধির সহিত পুত্র কবীরকে জাতি ব্যবসা বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কবীরের বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণছিল যে অল্প দিনের মধ্যে তিনি বস্ত্র বয়ন কার্য্য সুচারুরূপে শিক্ষা করিলেন। এরূপ সুচারু বস্ত্র বয়ন কাশীর জোলা দিগের মধ্যে কেহই করিতে পারিতেন না। ধনী হিন্দু ও মুসলমানদিগের সন্তানগণ বিদ্যা শিক্ষার জন্য শৈশব কালেই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। গরীব নিরু পালক পুত্র কবীরকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই। লিখন পঠন কবীর কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। অশিক্ষিত নীচ লোকদিগের সঙ্গে তাঁহার বাল্যকাল গত হইল। দুষ্ট অধার্ম্মিক লোকদিগের সঙ্গে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কি হয় "বরণ ভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিক বৎ" কবীরের আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইয়া পড়িল—ভিতরের সুপ্ত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিলেন।

কবীরের বৈষ্ণবভাব ও গৃহকার্য্যে উদাসীনতা দেখিয়া পিতা নিরু ও মাতা নিমা কবীরকে তাড়না ও ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন॥ যথা ভক্ত মালে—

"মাতার ভর্ৎসনে সাধু জীবিকা কারণ।
তাঁত বুনে হয় মাত্র দিন নির্ব্বাহণ॥
নাল যে চালায় দুই হাতে তালে তালেঃ—
জয় রাম শ্রীরাঘোরাম সীতারাম ব'লে॥"

কবীর যখন তাত চালাইতে চালাইতে সুমধুর সঙ্গীত করিতেন তখন পাষাণ গলিয়া যাইত। ভক্ত হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিত। সঙ্গীত শুনিবার জন্য অসংখ্য নর নারী কবীরের গৃহে উপস্থিত হইতেন। কবীরের সৌম্য মূর্ত্তি, প্রেম বীক্ষণ মধুর সঙ্গীত শুনিয়া ভক্ত হিন্দু ও মুসলমানগণ কবীরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

এই সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক Evelyn Under hill লিখিয়াছেনঃ—

"Side by side with his interior life of adoration, its artistic expression in music and words-for he was a skilled musician as well as a poet he lived the sane and diligent life of the oriental craftsman. All the legends agree on this point that Kabir was a weaver, a simple and unlettered man, who earned his living at the loom. Like Paul the tent

maker, Boehme the cobbler, Bunyan the tinker, Tersteegen the ribbon maker, he knew how to combine vision and industry; the work of his hands helped rather than hindered the impassioned meditation of his heart."

কবীর প্রত্যহ একখানি করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেন। ঐ বস্ত্র বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহা দ্বারা পিতা মাতা এবং তাঁহার নিজের ভোজন ব্যাপার অতিকষ্টে নির্ব্বাহ হইত। কোন দীন দরিদ্র কবীরের গৃহে আগমন করিলে কবীর যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে ভোজন করাইতেন। নিজের কষ্ট হইলেও পর দুঃখ মোচন করিতেন। নিজে অনাহারে থাকিয়াও দীন দুঃখীকে অন্নদান করিতেন। এক দিন একখানি বস্ত্র বয়ন করিয়া তাহা বিক্রয়ের জন্য কবীর বাজারের এক পার্শ্বে দাড়াইয়া আছেন। গৃহে অন্ন নাই। বস্ত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইবেন তদ্দ্বারা ভোজন দ্রব্য ক্রয় করিয়া পিতা মাতা ও নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন। এমন সময় একজন দরিদ্র বৈষ্ণব আসিয়া কবীরের নিকট বস্ত্রখানি ভিক্ষা চাহিল। কবীর অম্লান বদনে বস্ত্রখানি ঐ দরিদ্র বৈষ্ণবকে দান করিলেন। রিক্ত হস্তে কবীর গৃহে ফিরিলেন। গৃহে অন্ন নাই পিতা মাতা প্রহার করিবেন এই ভয়ে কবীর এক শূন্য গৃহে বসিয়া রামগুণ গান করিতেছেন। এদিকে দয়াময় রাম-চন্দ্র কবীরের বেশ ধারণ করিয়া বলদে বলদে নানা প্রকার খাদ্য

সামগ্রী বোঝাই করিয়া কবীরের গৃহ পূর্ণ করিলেন। কবীর ডাকাতি করিয়া দ্রব্যাদি আনিয়াছে বিবেচনা করিয়া মাতা নিমা কবীর বেশধারী রামচন্দ্রকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। ক্ষণকাল পরে কবীর গৃহে ফিরিলেন। গৃহে খাদ্য সামগ্রী দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ এত খাদ্য সামগ্রী কোথায় পাইলে।" নিমা উত্তর করিলেন "কবীর তুই আমার সহিত ছলনা করিতেছিস? এই মাত্র তুই দ্রব্যাদি গৃহে রাখিয়া গিয়াছিস এক্ষণ কিছুই জানিস না বলিয়া ভান্ করি-তেছিস!" কবীর তখন ভূমে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মাতাকে বলিলেন 'মাতঃ তুমি ভাগ্যবতী, রামচন্দ্র তোমাকে দর্শন দিয়াছেন, আমি নরাধম রামচন্দ্র আমাকে দর্শন দিলেন না।" কবীর খাদ্য সামগ্রী সমুদয় দীন, দরিদ্র, সাধু বৈষ্ণবগণকে বিতরণ করিয়া দিলেন। কবীরের গৃহে মহা মহোৎসব হইল। ভক্তের বোঝা ভগবান চিরদিনই বহন করেন। কবীরের অন্নহীন গৃহে খাদ্য দ্রব্য প্রেরণ তাহার নিদর্শন। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন॥—

"Take no thought, what ye shall eat or what shall ye drink or wherewithal shall ye be clothed. But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you.

শৌনক ঋষি কহিয়াছিলেন—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।

যোঽসৌ বিশ্বম্ভর দেবোঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে।"

ভগবৎভক্ত বৈষ্ণবগণ ভোজনাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করেন না। যিনি বিশ্বম্ভর, বিশ্ব ভরণ করেন তিনি কি ভক্তকে উপেক্ষা করিতে পারেন ? তাঁহার ভক্ত কখনও অনাহারে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না।

বস্ত্র বয়নের সঙ্গে সঙ্গে কবীরের সাধন ভজন চলিতে লাগিল। কবীরের কণ্ঠ অতি মধুর ছিল। মধুর কণ্ঠে ভাবের সহিত তাল লয় সংযোগে কবীর যখন সঙ্গীত করিতেন, তখন শ্রোতৃবর্গের মন উদাস হইয়া যাইত। তীব্র বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইত॥ কোমল হৃদয় ভক্তগণ সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন। গৃহ কার্য্য করিয়া অবসর পাইলেই কবীর নির্জ্জন স্থানে যাইয়া রাম নাম কীর্ত্তন করিতেন। নিশীথ সময়ে এবং অতি প্রত্যূষে গঙ্গাতীরে বসিয়া মধুর কণ্ঠে গৌরী রাগিনীতে রাম নাম গান করিতেন। বারাণসী নগরীর গঙ্গাতট বাসী সাধু সন্ন্যাসীগণ কবীরের বৈরাগ্য পূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। কবীর সঙ্গীত করিয়া ভগবানের নিকট এইরূপে আত্ম নিবেদন করিতেন।

"প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।

তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥

দো রোটী এক লেংঠি তেরে পাস মো পাওয়া।

ভক্তি ভাও দে আরোগ নাম তেরে গাওয়া॥

তু দেওয়ানি মেহেরবান, নাম তেরে বেরিয়া।
দাস কবীরাশরণে আয়া চরণ লাগে তেরেয়া ॥"

কবীরের বয়োবৃদ্ধির সহিত, ভক্তিভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কবীর কাশী নগরীর নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেবল জ্ঞান চর্চ্চা এবং শুষ্ক তর্ক ও বাদ বিতণ্ডা করিয়া কাল কাটাইতেছেন। একবিন্দু ভক্তি কাহারও হৃদয়ে দেখিতে না পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। দাম্ভিক ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারে ক্ষোভিত হইলেন। মুসলমান সমাজে অনুসন্ধান করিলেন, কাজী, মোল্লা মৌলবী এবং মৌলানাগণ কেবল সরা, সরিয়ৎ ও ফরজ লইয়া দিন রাত্রি তর্ক করিতেছেন একজন ও প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ ভক্ত মনুষ্য পাইলেন না। কবীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন ঃ—"য়্যাসা কোই না মিলা, জাসো রহিয়ে লাগ" এমন ব্যক্তি কেহই মিলিল না যাহার সহিত লাগিয়া থাকিতে পারি অর্থাৎ সঙ্গ করিতে পারি। "য়্যাসা কোঁই না মিলা, ঘর দে আপন জলায়।" এমন ব্যক্তি কেহই মিলিলনা যে তাঁহার দেহরূপ গৃহ ব্রহ্মাগ্নিতে জ্বালাইয়া দিয়াছেন।

"য়্যাসা কোই না মিলা, রাম ভজন কা মিত।
তন মন সোঁপে মৃগ জেঁয়া শুনৈ বধিক কা গীত॥"

রাম ভজন কারী মিত্র এমন কেহ মিলিল না যিনি মৃগের ন্যায় ব্যাধের গীত শ্রবণ করিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করেন।

"সারা সুরা বহু মিলে, ঘায়ল মিলেনা কোই"

সুস্থকায় হৃষ্ট পুষ্ট লোক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ঘায়ল (আহত) অর্থাৎ রাম নামে আহত ব্যক্তি কেহই মিলিল না।

"নাদী বাদী বহু মিলে, করত কলেজে ছেদ॥

কোই শকস্‌তরৈয়া না মিলে জাসো পুছু ভেদ"॥ নাদকারী (ব্যোম ব্যোম শব্দকারী) বাদী (বাদ বিতণ্ডা কারী) তার্কিক লোক অনেক পাওয়া যায়। তাহারা কলেজা অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ছেদন করে।

কোন ও শকস (ব্যক্তি) এমন মিলিলনা যিনি স্বয়ং ভব সাগর পার হইতে পারেন ও অপরকে পার করিতে পারেন, অথবা যাঁহার নিকট ঈশ্বর তত্ত্বের ভেদ জিজ্ঞাসা করিতে পারি॥

কবীর তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অবস্থা দেখিয়া লোকের উপর বিশ্বাস হীন হইলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে ভগবৎভক্ত ব্যক্তি অতি বিরল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। তিনি নিত্য সিদ্ধ, জীব কোটী অথবা ঈশ্বর কোটির মধ্যে হইলেও সৎগুরুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সৎগুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহার "তীব্র সম্বেগ" হইল। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন "বস্তু কহুঁ ঢুঁড়ে কহীঁ, কিহি বিধি আবে হাত্। কহে কবীর তব পাইয়ে, ভেদী লীজিয়ে সাথ্।" সেই বস্তু (পরম বস্তু ভগবান) কোথায় রহিয়াছেন? কোথায় তাঁহার অনুসন্ধান করিব?—কি প্রকারে সেই বস্তু আমার হাতে আসিবে? কবীর বলেন ভেদীসঙ্গে লইয়া চল তাহা হইলে বস্তু পাইবে। (ভেদী অর্থ

যে ব্যক্তি পাঁহাড় ইত্যাদি ভেদ করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য, মণি প্রভৃতির খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়। অথবা সৎগুরু) কবীর পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন বারানসীর পঞ্চ গঙ্গা ঘাটে ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞ, ভক্ত চূড়ামণি রামানন্দ স্বামী বাস করেন। তাঁহার ন্যায় ভক্ত উত্তর ভারতে কেহই নাই। তাঁহার ভক্তির স্রোতে উত্তর ভারতে অনেক ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নরনারীগণ ভাসিতেছেন। কবীর চিন্তা করিয়া দেখিলেন—স্বামী রামানন্দই প্রকৃত'ভেদী' অর্থাৎ সৎগুরু—। তাঁহার নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কবীর ইহাও শুনিয়াছিলেন যে রামানন্দ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও মন্ত্র শিষ্য করেন না। কবীর বুঝিয়াছিলেন যে তিনি জাতিতে জোলা, রামানন্দ কখনও তাঁহাকে মন্ত্র দান করিবেন না। কবীর মনে মনে চিন্তা করিলেন যে রামানন্দের নিকট আত্ম নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কবীর এইরূপ স্থির করিয়া পঞ্চ গঙ্গাঘাটে রামানন্দ স্বামীর নিকট গমন করিলেন।

কবীর পঞ্চ গঙ্গা ঘাটে গিয়া দেখিলেন এক আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, মস্তকে বৃহৎ জটাভার ধারন করিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মুখ মণ্ডল ব্রহ্ম জ্যোতিতে পূর্ণ। কিছুক্ষণ পরে রামানন্দ চক্ষু উন্মিলন করিয়া ভক্তিভাবে ভগবান রামচন্দ্রের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। কবীর দূরে বসিয়া রামানন্দের ভক্তিভাব দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, বুঝিলেন এই পুরুষই প্রকৃত সৎগুরু। কবীর দ্রুতবেগে

যাইয়া রামানন্দের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। কবীর বলিলেন "প্রভো য়্যায়সা কোই না মিলা হমকো দে উপদেশ। ভব সাগরমে বুড়তা, কর গহি কঢ়ে কেশ।" হে প্রভো ? আমি এমন কোন ব্যাক্তি পাইলাম না, যিনি উপদেশ দিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন। আমি বুঝিয়াছি আপনিই সৎগুরু। আমি ভব সাগরে মগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমার কেশাকর্ষণ করিয়া আমাকে ভব সাগর হইতে উদ্ধার করুন। আমাকে মন্ত্র দান করুন। রামানন্দ বালক কবীরের ভক্তিভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস তুমি কি জাতি ?" কবীর বলিলেন—"প্রভো আমি জাতিতে জোলা"। রামানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি সৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে মন্ত্র দান করি না। তুমি মুসলমান এস্থান হইতে দূরে গমন কর। আমার নিকট তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না"। কবীর রামানন্দকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু রামানন্দ কবীরকে মন্ত্র দিতে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। কবীর তখন তেজ ব্যঞ্জক বাক্যে রামানন্দকে বলিতে লাগিলেন যথা কবীর পন্থীদিগের গ্রন্থে ঃ—

"প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্হা। চারিবরণ মোহিঁ ন চীন্হা,
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু। গুরু পূজা কছু হমসোঁ লেহু।।"

"প্রথমে আমি জোলা ছিলাম। চারিবর্ণের মধ্যে কেহ আমাকে চিনিত না। গুরু রামানন্দ তুমি আমাকে উপদেশ দাও, দিয়া

২

আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ গুরুপূজা গ্রহণ কর। তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ আমি তোমার উপযুক্ত শিষ্য হইয়াছি কিনা।"

কবীর পুনরায় বলিলেন ঃ—

"জাতি পাঁতি কুল কাপড়া য়েহ সোভা দিন চারি। কহে কবীর সুনো হো রামানন্দ য়েঊ রহে ঝকমারি॥ জাতি হমারী বাণী কুল করতা উর মাহি। কুটুম্ব হমারে সন্ত হ্যায় কোই মুরখ সমঝত নাহি॥" জাতি, পাঁতি, কুল, কাপড় এ সমুদায়ের শোভা দুই চারি দিন মাত্র। কবীর কহেন, শুন রামানন্দ এ সকল কেবল ঝাকমারি। আমার বচনই আমার জাতি, এবং হৃদয়েশ্বরই আমার কুল এবং সাধুগণ আমার কুটুম্ব, কোন মূর্খই ইহা বুঝে না। কবীরের বাণীতে রামানন্দের হৃদয় গলিল না। কবীর ভগ্নমনোরথ হইয়া রামানন্দের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

(৩)

মন্ত্রপ্রাপ্তি।

কবীর বাটী ফিরিয়া আসিয়া ভগবানের সেবায় রত হইলেন। যথা ভক্তমালে ঃ—

"রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার।
অনন্ত চিন্তায় দিবা নিশি করে পার॥



"৺কাশী মণিকর্ণিকা ঘাট
মহাত্মা কবীরের মন্ত্রপ্রাপ্তি।"

শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাঁহাতে।
কৃপা বাক্য কহে প্রভু আকাশ বাণীতে॥
রামানন্দ স্থানে মন্ত্র দীক্ষা কর গিয়ে।
অচিরাতে পাবে মোরে তাঁহার আশ্রয়ে॥"

আকাশ বাণী শুনিয়া কবীর পুনরায় রামানন্দ স্বামীর নিকট যাইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন এইরূপ মনস্থ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন রামানন্দ স্বেচ্ছায় তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন না। তখন কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবেন এই সংকল্প করিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, এক প্রহর রাত্রি থাকিতে রামানন্দ স্বামী প্রত্যহ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। এক দিবস কবীর রাত্রি শেষে মণিকর্ণিকার ঘাটে সিড়ির উপর যাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। দৈব বশতঃ ঐ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় নিকটস্থ বস্তু ভালরূপ দেখা যাইতেছিল না। যথা সময়ে রামানন্দ স্নান করিতে আসিলেন। রামানন্দের পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা ছিল, হঠাৎ কাষ্ঠ পাদুকা সজোরে কবীরের মস্তকে লাগিল। রামানন্দ মনে করিলেন যেন তিনি কোন মৃতদেহ স্পর্শ করিয়াছেন। কবীরকে শব মনে করিয়া তিনি "রাম কহো, রাম কহো" বলিয়া উঠিলেন। কবীর সৎগুরু মুখ নিঃসৃত মহামন্ত্র "রাম নাম" শুনিয়া লম্ফ দিয়া "রাম" "রাম" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। উন্মত্তের ন্যায় উচ্চস্বরে 'রাম' 'রাম' করিতে করিতে অন্ধকারে কাশী নগরীর রাজপথ দিয়া দ্রুতবেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। চারিদিগের লোক সকল উচ্চ রাম নাম ধ্বনি শ্রবণ

করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহারা দেখিল কবীর উন্মাদের ন্যায় 'রাম' 'রাম' করিতে করিতে দৌড়াইতেছেন। সকলে বলিতে লাগিল "নিরুকে লড়কে কো ক্যা হুয়া হ্যায়। মুসলমান হোকে রাম রাম কহ্‌তা হ্যায়"॥ কবীর উন্মত্তের ন্যায় বাটীতে পৌছিলেন। মাতা নীমা কবীরের অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নীমা বলিলেন "বাপ কবীর তুমকো কিস নে বৌরায়া" ? অর্থাৎ তোমাকে কে পাগল করিল ? কবীর বলিলেন'হাম রামানন্দজীকে চেলে হ্যায়॥'

যথা বাঙ্গালা ভক্তমালে ঃ—

"তেঁহ কহে গুরু মোর রামানন্দ স্বামী।
দীক্ষা দিলা তেঁহ মোরে তাঁর দাস আমি॥"

কবীর গৃহে আসিয়া বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া অনন্ত মনে ভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন।

যথা ঃ—

"গৃহ কর্ম্ম জাতি পাঁতি সকল ছাড়িয়া।
তিলক তুলসী মালা ধারণ করিয়া॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবা নিশি করে।
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে॥
আপন ইমান ছাড়ি লইলি হিন্দু ধর্ম্ম।
কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম্ম॥"

চারিদিক হইতে হিন্দু ও মুসলমানগণ নিরু জোলার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কবীরের বৈষ্ণব বেশ দেখিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়েই

ক্রুদ্ধ হইলেন। মুসলমানগণ বলিলেন ইহাকে জোর করিয়া সুন্নত করিয়া দোও। ব্রাহ্মণগণও কবীরকে সুন্নত করিয়া দিতে বলিলেন। তৎপর হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্র যোগে কবীরকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া সুন্নত করিতে লাগিলেন। কবীর নিরুপায় হইয়া এই সঙ্গীতটী গান করিতে লাগিলেন ঃ—

"জোর জুলুম তুম করতহো ম্যায় ন বদোঁংগা ভাই।
জো খুদা তোহে তুরক করত হ্যায় তো আপ কটী ন আই॥
সুন্নত করায় তুরক জো হোবে আউরতকো ক্যা কহিয়ে।
অর্দ্ধ শরীরী নারী বখানেঁ। তাতে হিন্দু রহিয়ে॥
ঘাল জনেউ ব্রাহ্মণ হোবে তো আউরত কো ক্যা পহরায়া।
ওয়া জন্মকী শুদ্রী পর্শে তুম পাড়ে ক্যোং খায়া॥
হিন্দু মুসলমানকী এক রাহ হ্যায় সৎগুরু মোহি বতাই।
কহে কবীর সুনো হো সন্তো রাম ন কহো খুদাই॥"

তোমরা জোর জুলুম করিয়া আমার সুন্নত করিতেছ—হে ভ্রাতাগণ ইহাতে আমি সম্মত নহি। যে খোদা (ঈশ্বর) তোমাদিগকে মুসলমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা করিলেই ত স্বয়ং তোমাদিগকে সুন্নত করিয়া (তকচ্ছেদ করিয়া) পৃথিবীতে পাঠাইতে পারিতেন। সুন্নত করিলেই যদি মুসলমান বলা যায় তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগকে কেন সুন্নত কর না? স্ত্রীলোকদিগকে তোমরা কি বলিবে? স্ত্রীলোকদিগকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাক, যদি তাহাদিগকে সুন্নত না কর তাহা হইলে তাহারাত হিন্দু রহিল? শিখা সুত্র

রাখিলেই যদি ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগকে কি পরিধান করাইবা? উঁহারা জন্ম হইতে ত শুদ্রী রহিল তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন হে পাড়ে ব্রাহ্মণগণ,তোমরা কেন ভক্ষণ কর? হিন্দু ও মুসলমান-দিগের একই পথ, ইহা সৎগুরু আমাকে দেখাইয়াছেন। কবীর বলেন হে সাধুগণ, শ্রবণ কর রাম কিম্বা খোদা কেহই তোমাদিগকে সুন্নত করিবার কথা বলেন নাই।

"মাইকে গলেমে সুত নাহি পুত কহাবে পাঁড়ে।
ফতেমা বিবিকা সুন্নত নাহি কাজী বামন দোনো ভাঁড়ে॥"

মাতার গলে সুত্র নাই পুত্র বলেন আমি পাঁড়ে, ফতেমা বিবির সুন্নত হইল না তাহার পুত্র বলিবেন আমি মুসলমান। কাজী ও ব্রাহ্মণ উভয়েই ভাঁড় মাত্র। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের বাহ্যিক আচারের উপর কবীরের তীব্র সমালোচনা শুনিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ রামানন্দ স্বামীর নিকট যাইয়া অভিযোগ করিয়া বলিলেন "ক্যা আপনে এক মুসলমান জোলাহাকে লড়কে কো চেলা কিয়ে হ্যায়।" মাতা নীমাও রামানন্দকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

যথা ভক্তমালে ঃ—

"স্বামীকে কহয়ে তুমি আমার ছাওয়ালে।
শিষ্য যে করিয়া বাঁটা দিলে জাতি কুলে॥"

রামানন্দ বলিলেন, "তোমরা কেন অনর্থক অভিযোগ করিতেছ? আমি কোন্ মুসলমান জোলার পুত্রকে শিষ্য করিয়াছি?"

যথা ভক্তমালে ঃ—

"তাদের কহেন স্বামী করি মৃদু হাস্য।
কেটা সে নাহিক জানি নাহি করি শিষ্য ॥

তখন উপস্থিত লোকগণ কবীরকে ধরিয়া রামানন্দের নিকট লইয়া আসিলেন। রামানন্দ কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ক্যোংরে লড়কে হামনে তুঝকো কব চেলা কিয়া হ্যায়"? কবীর বলিলেন, "স্বামীজী আউর কোই মন্ত্র কাণমে দেতে হ্যায় আপনে তো রাম নাম সির ঠোক কর দিয়া হ্যায়।" হে স্বামীজী! অন্য গুরুগণ কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন। আপনি আমার মস্তকে আঘাত পূর্ব্বক আমাকে রাম নাম মন্ত্র দিয়াছিলেন।

যথা বাঙ্গালা ভক্তমালে ঃ—

"কবীর কহেন প্রভু অমুক দিবসে।
কৃপা যে করিলে মোরে চমক আবেশে ॥
কলি ভব নিস্তারের এক মহামন্ত্র।
দুর্ব্বাদল শ্যাম রূপের শুদ্ধ প্রেম যন্ত্র ॥"

রামানন্দের সকল কথা স্মরণ হইল। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রামানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন। যুগল বাহু উত্তোলন করিয়া কবীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

যথা বাঙ্গালা ভক্তমালে ঃ—

"স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত।
কবীরের প্রতি প্রীত জন্মিল একান্ত ॥"

"আনুসঙ্গ রাম নাম মোর মুখে শুনি।
দীক্ষা নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি॥
এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া॥
তুমিত যবন নহ বিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠ।
যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥
পুনঃ স্বামী তাঁরে কণ্ঠী তিলক যে দিল।
শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের পঙ্গতে লইল॥"

রামানন্দ প্রেমে বিভোর হইয়া কবীরকে বলিতে লাগিলেন "হে বালক! তুমি আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলে, আমি ম্লেচ্ছ বলিয়া তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, তুমি আমার গুরুর গুরু, আমি মহা ভাগ্যবান যে তোমার ন্যায় শিষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ন্যায় লক্ষ লক্ষ গুরু পাওয়া যায়। তোমার ন্যায় একজন শিষ্যও অতি দুর্লভ। "গুরু মিলে লাথ লাখ, শিখ্ না মিলে এক"॥ তোমার হৃদয়ে যে পরা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা দেবতাদিগের পক্ষেও প্রার্থনীয়। তোমার যে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়াছে শাস্ত্রে মহাজনগণ তাহার এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর।

"অমৃত স্বরূপা চ।" ঐ পরম প্রেম রূপা ভক্তি অমৃত স্বরূপা। 'যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি॥"যে প্রেম লাভ করিয়া জীব সিদ্ধ হয়েন, অমৃত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন। "যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্

বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি"। যে প্রেম প্রাপ্ত হইয়া জীব আর কিছুই বাঞ্ছা করেন না, আর শোক করেন না, আর দ্বেষ করেন না, অন্যত্র আসক্ত হয়েন না, বিষয়ান্তরের লাভার্থ প্রয়াসও করেন না। "যজ্ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি"॥ যে প্রেম অনুভব করিয়া জীব মত্ত হয়েন, নিশ্চেষ্ট হয়েন, আত্মারাম হয়েন। "তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ।" তোমার যে ভক্তির উদয় হইয়াছে মুমুক্ষুগণ সেই ভক্তিই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

"ভগবৎ কৃপা লেশাদ্বা।" শ্রীভগবানের কৃপা লেশ দ্বারা তোমার এই ভক্তি জন্মিয়াছে। "তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্"। ঐ ভক্তিই সাধন কর, ঐ ভক্তিই সাধন কর। 'প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে।' ঐ ভক্তি তোমার ন্যায় পাত্র বিশেষে স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকে। "শান্তি রূপাৎ পরমানন্দ রূপাচ্চ"। তোমার যে ভক্তি হইয়াছে তাহা স্বয়ং শান্তিরূপও পরমানন্দ স্বরূপ। "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি সুকর্ম্মী কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রী কুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি।" তোমার মত ভক্তগণ তীর্থ সকলকে পবিত্র, কর্ম্ম সকলকে বিশুদ্ধ, শাস্ত্র সকলকে সার্থক করিয়া থাকেন। "মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতা সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি"। তোমার ন্যায় ভক্তের ভক্তিতে পিতৃলোক ও ভূলোক সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন। 'স তরতি স তরতি লোকাংস্তারয়তি।' হে কবীর আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি এই ভক্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ভব সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাও,

এবং কলিমলগ্রস্থ বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবগণকে, ভব সাগর হইতে উত্তরণ করাইয়া দাও। কবীর রামানন্দের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামানন্দ তদবধি জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া শিষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কবীরের সমকালবর্ত্তী ও মিত্র রইদাস চামার রামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম।

(৪)

গুরু রামানন্দের মহিমা কীর্ত্তন ও সর্ব্বাজিত পণ্ডিতের পরাজয়।

মহাভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান আরুনি ও ব্যাধের সন্তান একলব্যের অচল গুরু ভক্তির কথা বর্ণিত আছে। আরুনি ও একলব্যের গুরু ভক্তির তুলনা নাই। মহাভারত যাহারা পাঠ করিয়াছেন, আরুনি ও একলব্যের উপাখ্যান তাহারা অবগত আছেন। বর্ত্তমান যুগে কবীরের গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল কেবল একমাত্র ঐরূপ গুরু ভক্তির পরিচয় শিখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কবীর রামানন্দের কৃপা লাভ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিলেন। গুরু রামানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহার মহিমা শত মুখে গান করিতে লাগিলেন। কবীর "গুরুদেব কা অঙ্গ" নামক বাণীতে গুরু রামানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা ঃ—

"ভলী ভই জো গুরু মিলে নাতর হোতী হান
দীপক জ্যোতি পতঙ্গ জ্যোং পড়তা আয় নিদান।"

বড় ভাল হইয়াছে, গুরু পাওয়া গিয়াছে। নতুবা হানি হইত অর্থাৎ জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতাম না। গুরুর কৃপায় যদি আমার আত্মজ্ঞান না হইত তাহা হইলে আমার মহা হানি হইত সেহানি কি প্রকার? যেমন দীপের জ্যোতিঃ দেখিয়া পতঙ্গ সকল উহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। আমিও গুরুর কৃপা না পাইলে পতঙ্গবৎ কামিনী কাঞ্চনরূপ দীপে পুড়িয়া মরিতাম।

"গুরু গোবিন্দ দোনো খড়ে, কিসকে লাগোঁ পায়।
বলিহারী গুরু আপনে, গোবিন্দ দিয়া বাতায়॥"

গুরু এবং গোবিন্দ (ভগবান) উভয়ে যদি আমার নিকট দণ্ডায়মান হন তাহা হইলে আমি কাহার চরণেপতিত হইব? কবীর বলেন বলিহারী আমার গুরু কে, আমি গুরুর চরণেই পতিত হইব কেন না তিনি গোবিন্দের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছেন।

"কবীর রামানন্দ কো সত গুরু ভয়ে সহায়।
জগমে জুগতি অনুপ হ্যায়,সো সব দই বতায়॥"

কবীর! সদগুরু রামানন্দ তোমার সহায় হইয়াছেন। অনুপম ভগবৎ রহস্য সকলই তিনি তোমাকে জানাইয়া দিয়াছেন।

"সদগুরুকে প্রতাপতে, মিটি গয়ে সব দুঃখ দ্বন্দ।
কহে কবীর দুবিধা মিটি, গুরু মিলিয়া রামানন্দ॥"

সদগুরুর এমনই প্রতাপ যে তিনি আমার সকল দুঃখ ও দ্বন্দ মিটাইয়া

দিয়াছেন। কবীর বলেন আমার দ্বিধা মিটিয়া গিয়াছে। আমি রামানন্দকে গুরু পাইয়াছি।

"সদগুরুকে উপদেশকা, শুনিয়া এক বিচার।
জো সদগুরু মিলতা নহি, জাতা যমকে দ্বার॥"

আমি সদ্‌গুরুর উপদেশ শুনিয়া, ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়াছি। যদি সদ গুরু প্রাপ্ত না হইতাম, তাহা হইলে যমদ্বারে গমন করিতাম।

"চারি খানিমে ভরমতা, কভহুঁ ন লগতা পার।
সো ফেরা সব মিটি গয়া, সদ্‌গুরুকে উপকার॥"

আমি চারি খানিতে (চারি খানি অর্থাৎ অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ) ভ্রমন করিতাম। পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হইত। কখনও ভবসাগর পার হইতে পারিতাম না। আমার যোনী ভ্রমন মিটিয়া গিয়াছে। সদগুরু আমায় এমনই উপকার করিয়াছেন!

"জ্ঞান প্রকাশী গুরু মিলা, সো জিন বিসরী জায়।
জব গোবিন্দ কৃপা করী, তব সদগুরু মিলিয়া আয়॥"

আমি জ্ঞান প্রকাশক গুরু পাইয়াছি, আমি যেন তাঁহাকে ভুলিয়া না যাই। যখন গোবিন্দ কৃপা করেন, তখনই সদগুরুর সহিত মিলন হয়॥

"পহলে দাতা শিষ্য ভয়া, তন মন অরপা সীস।
পিছে দাতা গুরু ভয়ে, নাম কিয়ে বখসীস॥"

আমি শিষ্য হইয়া প্রথমেই দাতা হইলাম, আমার গুরুকে,দেহ,মন, মস্তক অর্পণ করিয়াছিলাম। পশ্চাতে গুরু দাতা হইয়া আমাকে রাম নাম বখসীস (দান) করিয়াছেন।

"সদগুরু সাঁচা শুরমা, নখ শিখ মারা পুরি।
বাহর ঘাব ন দীসই, ভীতর চকনা চুরি ॥"

আমার সদগুরু সত্যই শক্তিশালী বীর, তিনি আমার নখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন। আমার শরীরের বাহিরে কোনও অস্ত্রাঘাত দৃষ্ট হয় না কিন্তু আমার ভীতর (অন্তকরণ) চুর চুর হইয়া গিয়াছে।

"সদগুরু সাঁচা শুরমা, করে শব্দকী চোট্।
মারে গোলা প্রেমকা, তোড়ে ভরমকী কোট্ ॥"

সদগুরু সত্যই শক্তিশালী বীর, তিনি আমার উপর শব্দের চোট্ (ব্রহ্ম শব্দ অথবা রাম নাম রূপ শব্দ) লাগাইয়া ছিলেন। তিনি প্রেমের গোলা মারিয়া আমার ভ্রমরূপ কোট (কেল্লা বা দুর্গ) ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

"সদগুরু বড়ে জাহাজ হ্যায়, জো কোই বৈঠে আয়।
"পারে উতারৈ আউরকো, আপকো পারমে লায় ॥"

আমার সদগুরু বড় জাহাজ, এই জাহাজের উপর যদি কেহ চড়িতে পারে, তাহা হইলে সে ভব সাগর পার হইতে পারিবে।

কবীর রামানন্দের সঙ্গ করিয়া আধ্যাত্মিক বলে বলিয়ান হইলেন। জ্ঞান ও ভক্তি বলে মহা শক্তি সঞ্চয় করিলেন। সাধক রাম প্রসাদ বলিয়াছিলেন, "আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।" কবীর ভক্তির জোরে রামচন্দ্রের জমিদারী খরিদ

করিয়াছিলেন। কবীর রামানন্দের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে এক সর্ব্বাজিত পণ্ডিত ভারতবর্ষের সকল পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া কাশীধামে আগমন করিয়াছিলেন। কাশীর পণ্ডিতগণ রামানন্দের নিকট সর্ব্বাজিত পণ্ডিতের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রামানন্দের বাস স্থানের নিকট সভা হইল। কাশীর পণ্ডিতগণ সর্ব্বাজিত পণ্ডিতকে নিয়া রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিচারে কাশীর পণ্ডিতগণ পরাজিত হইলেন। অবশেষে রামানন্দ বালক কবীরকে সর্ব্বাজিত পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করেন। কবীর সর্ব্বাজিত পণ্ডিতের সহিত বিচারে অগ্রসর হইলে সর্ব্বাজিত পণ্ডিত কবীরের জাতি জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীর জাতিতে জোলা এই কথা শুনিয়া সর্ব্বাজিত পণ্ডিত ঘৃণা প্রকাশ করিলে কবীর তখন এই সঙ্গীত গান করিলেন ঃ—

"য্যায়সা জোলহা কা মরম কোই ন জানা।
জিন জগ আন পসারল তানা।।১ ।।
জব তুম শুন লে বেদ পুরাণা।
তব হাম ইতনক পসারউ তানা।। ২ ।।
ধরণী আকাশ কী কারগাহ বানায়ী।
চন্দ সুরজ দুই নাল চালায়ী।। ৩ ।।
পাও জোর বাত এক কি না তহ জোলাহা মন মানা।
জোলাহা ঘর আপনা চিনা ঘটহী রাম পছানা।। ৪।।

কহত কবীর কারগাহ তোড়ী।
সুতৈ সুত মিলায়ে কোরী" ॥ ৫ ॥

কবীর বলিতেছেন যে ভগবান পরমাত্মা স্বয়ংই একজন মহান জোলা বা তন্তুবায়। এই জোলার মর্ম্ম কেহ জানিতে পারে নাই। এই জোলা বা পরমাত্মা হইতে সকল জগতে তানা বা তন্তু প্রসারিত বা বিস্তৃত হইয়াছে। হে পণ্ডিত! তুমি যদি বেদ ও পুরাণের বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর তাহা হইলে শুনিতে পাইবে যে পরমাত্মা জীবগণকে বলিতেছেন "হে জীব! আমি সৃষ্টির আদি কাল হইতেই তানা বা তন্তু বিস্তার করিয়া আসিতেছি। আমি ধরণী ও আকাশ দ্বারা আমার "কারগাহ" অর্থাৎ তাতখানা প্রস্তুত করিয়াছি। চন্দ্র ও সূর্য্য উভয় দ্বারা তাতের নাল চালাইতেছি—অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতির দ্বারা জগতের সময় নিরুপন করিতেছি। আমার চরণের জোর বা বল দ্বারা এই তাত যন্ত্র চালাইতেছি।" "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" এইরূপ জোলা বা পরমাত্মার সহিত আমার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে। আমিও জোলা অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ বটে আমার হৃদয় পদ্মে ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি। কবীর বলেন এইবার আমার"কারগাহ"(তাতখানা) ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আমার জীবাত্মার সূত্র পরমাত্মার সূত্রের সহিত মিলিত করিয়া দিব। আমি জীব, শিব হইয়া যাইব। আমার আর জন্ম মরণ হইবে না। অর্থাৎ আর তাত বয়ন করিব না।

কবীরের অনেক বাণীর দুই প্রকার অর্থ করা যায়। একটী গুরু

মুখ অর্থ অপরটি বহিঃমূর্খ অর্থ। এই বাণীরও অনেকে নানা প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক Macauliffeসাহেব তাহার Sikhism নামক গ্রন্থে উপরোক্ত বাণীর এইরূপ কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন।

"No one knoweth the secret of the Weaver,
God hath woven the warp of the whole world,
If thou listen to the Vedas and the Puranas
Thou shalt hear,
"I have stretched the warp so long ;
I have made the Earth and Firmament my workshop.
I have set the sun and the Moon in alternate motion.
Working my legs I did one work" —
with such a Weaver my heart is pleased,
The weaver hath looked into his ownheart and there recognised God.
Saith Kabir, "I have broken up my work shop, "
And the weaver hath blended his thread with the thread of God."

সর্ব্বাজিত পণ্ডিত কবীরের এই বাণী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এইরূপ তত্ত্ব জ্ঞান পূর্ণ বাণী তিনি কাহারও নিকট শ্রবণ করেন নাই

তাঁহার মনে হইল যেন তিনি কোন প্রাচীন আর্য্য ঋষির নিকট ব্রহ্ম বাণী ও গীতা জ্ঞান শ্রবণ করিতেছেন যথা ঃ—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যা মোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্ব মিদং প্রোতং সূত্রে মণি-গনাইব ॥"

সর্ব্বাজিত পণ্ডিত বিনা বিচারে কবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন।

(৮)

কামাল এবং কামালীর কথা ও কামিনী তত্ত্ব।

সর্ব্বাজিত পণ্ডিত কবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন এই কথা বারাণসী নগরীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। হিন্দুগণ অনেকেই কবীরকে মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। কবীর রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতেই মুসলমান ধর্ম্ম শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রই বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ আলোচনার ফলে তিনি একজন মহাজ্ঞানী পুরুষ হইয়া উঠিলেন। উপনিষদোক্ত ব্রহ্ম জ্ঞান, ষড় দর্শনের মূল রহস্য

সকলই আপনা হইতে তাহার কণ্ঠে উদয় হইল। মহাকবি কালি-দাসের কুমার সম্ভব কাব্যে লিখিত আছে যে পার্ব্বতী দেবী যখন গুরুর নিকট বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। তখন পূর্ব্ব জন্মের অভ্যস্ত বিদ্যা গুরুর উপদেশ সময়ে আপনা হইতেই পার্ব্বতী দেবীর স্মৃতিপথে উদয় হইত। গুরুর উপদেশ কেবল "নিমিত্ত মাত্র" হইয়াছিল।

"স্থিরোপদেশ মুপদেশ কালে
প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্ম বিদ্যা"।

মহাত্মা কবীরেরও গুরুর সামান্য উপদেশে "প্রাক্তন জন্ম বিদ্যা" আপনা হইতেই ফুটিয়া বাহির হইল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কবীরের মনে উদয় হইলেই তাহার মীমাংসার জন্য তিনি গুরু রামানন্দের নিকট গমন করিতেন। রামানন্দের সহিত কবীরের ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক তর্ক হইত কখন গুরু, কখন বা শিষ্য পরাস্ত হইতেন। বিচারে প্রায় রামানন্দই পরাজয় স্বীকার করিতেন। রামানন্দের সহিত কবীরের যেসকল বিচার হইত—তৎসম্বন্ধে কবীর পন্থীদিগের এক গ্রন্থ আছে। তাহার নাম "রামানন্দকী গোষ্ঠী"। "গোষ্ঠী" অর্থ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার। প্রতি বিচারে রামানন্দ পরাজিত হইতে লাগিলেন এরূপ অবস্থায় কবীর রামানন্দের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। রামানন্দ অনেকসময়ে জাতি বিচার ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতেন। কিন্তু কবীর জাতি বিচার ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কবীর ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। কবীরের মুখে গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব

সকল শুনিয়া অনেক হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার শিষ্য ও সঙ্গী হইলেন। কবীর দৈব শক্তি বলে সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন কি—পশু পক্ষীদিগের ভাষার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিতেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক দিবস রাত্রিকালে কবীর শিষ্যগণ সঙ্গে বারাণসীর গঙ্গাতীর দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি শৃগালের রব শুনিতে পাইলেন। কবীর শৃগালদিগের শব্দে বুঝিলেন যে তাহারা বলিতেছে "গঙ্গার জলে যে মৃত দেহটী ভাসিয়া যাইতেছে, উহা তীরে লাগিলে আমরা ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি।" কবীর শৃগালদিগের ভাষা বুঝিতে পারিয়া দৈবশক্তির বলে মৃত দেহটীকে গঙ্গাতীরে আনিয়া দিলেন। শব গঙ্গাতীরে নীত হইলে মৎস্যগণ বলিতে লাগিল "আমাদের মুখের আহার কাড়িয়া লইয়া কে আমাদের সর্ব্বনাশ করিল?" মৎস্যদিগের উক্তি শুনিয়া কবীর স্থির করিলেন যে শবটিকে শৃগাল এবং মৎস্য উভয়ের মধ্যে কাহাঁকেও দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাকে জীবিত করাই উচিত। কবীর দেখিলেন মৃত দেহটী তিন মাস বয়স্ক একটি সুন্দর বালকের শব। তিনি ঐ মৃত শিশুর কর্ণে রাম নাম দিয়া তাহাকে জীবিত করিলেন এবং তাহার নাম "কামাল" রাখিলেন। "কামাল" শব্দের অর্থ "সম্পূর্ণ"। কবীর পন্থীরা বলেন যে কবীর "কুদরত সে কামাল কিয়া" অর্থাৎ কবীর দৈব শক্তিবলে মৃত দেহকে জীবিত করিয়াছিলেন। কামালকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস পরে আর একটি মৃত কন্যাকে কবীর দৈবশক্তিবলে জীবিত করিয়া তাহার

নাম কামালী রাখিয়াছিলেন। কামাল এবং কামালীকে কবীর পুত্র ও কন্যাবৎ পালন করিতে লাগিলেন। কামাল ও কামালী কবীরের ঔরসজাত সন্তান নহে। পালক সন্তান মাত্র। অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ভ্রম বশতঃ কবীরকে বিবাহিত পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক Evelyn under hill ও ঐরূপ ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছেন ;—

"Hating mere bodily austerities, he was no ascetic,but a marriedman, the father of a family—a circumstance which Hindu legends of the monastic type vainly attempt to conceal or explain and it was from out of the heart of the common life that he sang his rapturous lyrics of divine love."

কবীরপন্থীরা কিন্তু বলেন কবীর কখনও দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি বাল-ব্রহ্মচারী ছিলেন। স্ত্রীসঙ্গ কখনও করেন নাই। কবীর জগদগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়—

"দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী"
"সম্মোহয়ত্যেব সুরেবকা স্ত্রী"
"কো বা মহান্ধো মদনাতুরো যো"
"কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ চ কান্তা"
"ত্যজ্যং সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্"

বলিয়া স্ত্রীসঙ্গ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ন্যায় পুনঃপুনঃ জীবকে কামিণী কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যথা ঃ—

"জহঁা কাম তহঁা রাম নহিঁ, রাম তহঁা নাহিঁ কাম।
দৌ কবহুঁ না রহৈ, কাম রাম এক ঠাম"।

যে স্থানে কাম সেস্থানে রাম (ভগবান) অবস্থান করেন না। ভগবান যেস্থানে অবস্থান করেন, কাম সেখানে থাকে না। রাম ও কাম উভয়ে এক স্থানে থাকিতে পারে না।

"নারী কহুঁ কি নাহরী, নখ সিখ সো খায়।
জল বুড়া তো উবরৈ ভগ বুড়া বহি যায়॥"

নারীর কথা কি বলিব ? নারী বাঘিনীর ন্যায়। নাহরী (বাঘিনী)। নখ, হইতে সিখ (মস্তক) পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ দ্বারা পুরুষকে ভক্ষণ করে। জলে কোনও জীব ডুবিয়া গেলে সে হয়ত উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু কোন পুরুষ নারী রূপ নদীতে ডুবিয়া গেলে সে উদ্ধার হইতে পারে না। সে ভাসিয়া যায়।

"এক কনক অরু কামিনী, দোউ অগ্নিকী ঝাল।
দেখেহীতেঁ পরজ্বলৈ, পরসি করৈ পৈমাল॥"

কাঞ্চন ও কামিনী উভয়েই অগ্নির ঝাল। দর্শন করিলেই কাম প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, স্পর্শন করিলে পয়মাল যাইতে হয়।

"ছোটী মোটী কামিনী, সবহী বিষকী বেল।
বৈরী মারৈ দাব দৈ, ইয়া মারৈ হাঁসি খেল॥"

"নারী পরাই আপনী, ভুগতে নরকৈ জায়।
আগি, আগি সব একসী, দেতে হাত জরি জায়।।"

কামিনী ছোটই হউক বড়ই হউক সকলেই বিষের লতা। শত্রুগণ আক্রমণ করিয়া, অস্ত্রের দ্বারা প্রাণ বধ করে কিন্তু কামিনীগণ হাসি খেলা করিয়া মানবের প্রাণ বধ করে।

আপন নারীই হউক অথবা পরস্ত্রীই হউক নারী সম্ভোগ করিলেই নরকে গমন করিতে হয়। নিজের ঘরের অগ্নি অথবা পরের ঘরের অগ্নি, সকল অগ্নিই এক সমান, হস্ত দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করিলেই হস্ত জ্বলিয়া যায়।

"কুপ পরায়া আপনা গিরৈ বুড়ি জো যায়।
য্যায়সা ভেদ বিচারিকে, কুমতিহিঁ গোতা খায়।।"

নিজের কূপ হউক অথবা অন্যের কূপ হউক, কূপে পতন হইলেই ডুবিয়া মরে। এই রহস্য অবগত হইয়াও, নির্ব্বোধ লোকেরা ঐ কূপেই ডুব দেয়।

"ছুরী পরাই আপনী, মারে দরদ জো হোয়।
বহু বিধি কহুঁ পুকারিকৈ, কর ছুয়ো মৎকোয়।।"

আপনার ছুরিই হউক, অথবা অন্যের ছুরি হউক, আঘাত করিলেই ক্ষত হয়। কবীর বলেন আমি বহুবার চিৎকার করিয়া বলিতেছি, ঐ ছুরি কর দ্বারা কেহই স্পর্শ করিও না।

"নারী জগ সাপিনী ভয়ী, বিষলে বৈঠি হাটী।
সব জগ ফাঁদে ফাঁদিয়া গয়ে কবীরা কাটী।।"

এই জগতে নারীগণ সাপিনীর ন্যায়,তাহারা বিষ লইয়া সংসার রূপ হাটের মধ্যে বসিয়া আছে। জগতের সকল লোককে এই সাপিনী পুচ্ছ রূপ ফাঁদের দ্বারা বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। কবীর বলেন কেবল আমিই এই ফাঁদ কাটিয়া ফেলিয়াছি।

কবীরের এই সকল বাণীও "কামকা অঙ্গ" নামক অন্য বাণী শ্রবণ করিলে তিনি কখনও দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যতদূর মহাত্মা কবীরের সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, মহাত্মা কবীর ভীষ্মদেব, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য, এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ন্যায় কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী বৈরাগী ও উদাসী ছিলেন।

(৬)

কবীরের প্রথম ধর্ম্ম প্রচার।

হিন্দু সন্ন্যাসী ও যোগীগণ সাধনের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিলে সাধারণতঃ বাকরোধ ও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু কবীর সাধন মার্গে আরোহণ করিয়া কখনও মৌনাবলম্বন করেন নাই। লোক সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য কৃত্রিম বেশ পরিধান করেন নাই। নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল স্বাধীন চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল, নির্ভয়ে সেই সকল স্বাধীন মত জন সমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন। কাশী নগরী প্রাচীন কাল

হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া পরিচিত। কবীরের সমকালে অনেক অধার্ম্মিক অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের মিথ্যা বেশও ভান করিয়া অশিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ব্যবসাদার গুরুপুরোহিতগণ শিষ্য ও যজমানগণকে মিথ্যা ক্রিয়া কাঁণ্ডে লিপ্ত করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেন। এই সকল গুরু পুরোহিতগণের হৃদয়ে ধর্ম্ম ও ভক্তির লেশ মাত্র ছিল না। কবীর তাঁহার তীব্র বাক্য বাণে ব্যবসাদার "ভণ্ড" গুরু পুরোহিত-গণের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। বহু যুগ হইতে বারাণসী ধামে অনেক ধর্ম্ম প্রচারকগণ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পর মত খণ্ডন ও নিজ মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু মহাত্মা কবীর ভণ্ড ব্যবসাদার গুরুপুরোহিতগণকে যেরূপ তীব্র কশাঘাত করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কেহই সেইরূপ তীব্র কশাঘাত করেন নাই। মহাত্মা ঈশা বলিতেন ঃ—

"Make not your Father's house a house of
merchandise."

Beware of false prophets, which come to you
in sheep's clothing, but inwardly they
are ravening wolves"

Can the blind lead the blind ? Shall they not
both fall into the ditch ?"

"ভজন গৃহকে বাণিজ্যের গৃহ করিও না" "মিথ্যা ধর্ম্ম প্রচারকগণ

হইতে সাবধান থাকিবা, তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকট আসিবে কিন্তু অন্তরে তাহারা গ্রাসকারী কেন্দুয়া ব্যাঘ্রের ন্যায়।"

অন্ধ ব্যাক্তি কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তাহা হইলে উভয়ে কি গর্ত্তে পতিত হইবেনা?"

মহাত্মা কবীরও বলিতেন "ব্রাহ্মণ ভয়াত ক্যা ভয়া, গলে লপটে সুত। ভক্তি ভাবকা মরম ন জানে য়্যায়সা জঙ্গলী ভুত॥"

ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে কি হইয়াছে? তোমাদের গলে কেবল সুত্র জড়াইয়াছ মাত্র। তোমাদের হৃদয়ে ভক্তি ভাব নাই—তোমরা এমনি জঙ্গলী ভুত।

"জাকা গুরু হ্যায় গিরহী, গিরহী চেলা হোয়।
কীচ কীচসে ধোবতে, দাগ ন ছুটে কোয়॥"

কামিনী কাঞ্চন সেবী গৃহস্থ যদি কামিনী কাঞ্চন সেবী গুরুর শিষ্য হন তাহা হইলে শিষ্য মুক্ত হইতে পারেন না কারণ কর্দ্দম দ্বারা কর্দ্দম ধৌত করিলে তাহার দাগ যায় না।

"গরুয়াতো সস্তা ভয়া, পৈসাকেরে পঁচাস।
রাম নাম ধন বেচিকে, করৈ শিষ্যকী আস॥"

গুরু বড়ই সস্তা হইয়াছে, পয়সায় পঁচিশজন গুরু পাওয়া যায়। উহারা রাম নাম ধন বিক্রয় করিয়া শিষ্যগণের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করে এবং শিষ্যের আশায় বাঁচিয়া থাকে।

"গুরুয়াতো ঘর ঘর ফিরে, দীক্ষা হামারী লেহু।
কৈ বুড়ো কৈ উছলৌ, টকা পর্দনী দেহু॥"

গুরু বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, লোকদিগকে বলেন "আমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ কর। ভবসাগরে বুড়িয়া যাও অথবা উদ্ধার হও তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই আমাকে টাকা প্রণামী দাও।।"

"জাকা গুরু হ্যায় আঁধা, চেলা কহা করায়।।"
অন্ধে অন্ধা ঠেলিয়া, দোউ কুপ পড়ায়।।"

গুরুই যখন নিজে অন্ধ তখন তাহার চেলা কি করিবে? অন্ধ ব্যক্তি অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিলে উভয়ই কূপে পতিত হইবে।

কবীর এক দিবস দেখিলেন কয়েকজন ব্রাহ্মণ দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া অনেকগুলি ছাগ ও মহিষ বলিদান করিতেছেন। রক্তের নদী বহিয়া যাইতেছে। কবীর ও তাঁহার সঙ্গীগণ এই বিভৎস কাণ্ড দেখিয়া সারেং যোগে সময়োচিত এই সঙ্গীতটি গান করিলেন ঃ—

"সন্তো পাড়ে নিপুণ কসাই।
বকরা মারি ভৈঁসা কো ধাবৈ দিলমে দরদ ন আই।। ১ ।।
করি স্নান তিলক করি বৈঠে বিধি সো দেবি পূজাই।
আতম রাম পলক মো বিনশে রুধিরকী নদী বহাই।। ২ ।।
অতি পুনীত উঁচে কুল কহিয়ে সভা মাহি অধিকাই।
ইনতে দীক্ষা সবকোই মাঙ্গে হাঁসি আবে মোহি ভাই।। ৩ ।।
পাপ কাটনকো কথা শুনাবে কর্ম্ম করাবে নীচা।
বুড়ত দোউ পরস্পর দেখা গহে হাত যম ষীঁচা।। ৪ ।।

গয়ে বধৈ তেহি তুরকা কহিয়ে, উনতে ওয়েক্যা ছোটে।
কহাহি কবীর শুনহো সন্তো কলিকে ব্রাহ্মণ খোটে ॥ ৫ ॥"

হে সাধুগণ ! তোমরা দেখ পাঁড়ে ব্রাহ্মণগণ নিপুণ কসাই। এই কসাই ব্রাহ্মণগণ ছাগও মহিষ বধ করেন। ইঁহাদের হৃদয়ে দয়া নাই। ১॥ এই ব্রাহ্মণগণ স্নান করতঃ তিলক কাটিয়া বসিয়া থাকেন দুর্গা দেবীর পূজার ছল করিয়া আত্মারাম অর্থাৎ জীবাত্মাকে একপলকের মধ্যে খড়্গাঘাতে বিনাশ করিয়া ফেলেন। রক্তের নদী বহিয়া যায় ॥ ২ ॥ এই ব্রাহ্মণগণ সভার মধ্যে যাইয়া আপনাদিগকে অতি পবিত্র উচ্চ কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এমন ব্রাহ্মণদিগের নিকট সকলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে যায়, ইহা দেখিলে ভাই আমার হাঁসি আইসে॥ ৩॥ ব্রাহ্মণগণ পাপ কাটিবার উপদেশ মুখে বলেন বটে কিন্তু ইঁহারা স্বয়ং অতি নীচ কর্ম্ম করেন এবং অপরকে নীচ কর্ম্ম করিবার উপদেশ প্রদান করেন। এই প্রকার নীচ কর্ম্মী গুরু ও শিষ্যগণ পরস্পর হাত ধরা ধরি করিয়া নরকে ডুবিয়া মরে। যমরাজ ইহাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যান ইহা আমি দেখিয়াছি ॥ ৪ ॥

গোবধ যাহারা করে তাহাদিগকে তুরক (মুসলমান) বলা যায়। ঐ সকল গোবধকারী মুসলমানগণ হইতে এই সকল ব্রাহ্মণগণ কখনই ছোট নহেন। কবীর বলেন হে সাধুগণ ! তোমরা শ্রবন কর কলিকালের ব্রাহ্মণগণ অতি নীচ কর্ম্মী ॥ ৫ ॥

(৭)

কবীরের পরীক্ষা।

কবীরের এইরূপ শ্লেষপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহারা যে কোনও প্রকারে হউক যবন জোলাকে জব্দ করিবেন এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বেণাপোলের জঙ্গলে হরিদাস সাধুকে অপদস্থ করিবার জন্য যেমন রামচন্দ্র খাঁন ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন কাশীর ব্রাহ্মণগণও কবীরকে অপমানিত করিবার জন্য একটি বেশ্যার সহিত সেইরূপ ষড়যন্ত্র করিলেন। যথা ভক্তমালে (কবি রবীন্দ্রনাথের লিখিত কবিতা) ঃ—

"ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে।
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, টাকা দিল তা'র হাতে॥
বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে।
সহসা কামিনী সবার সাম্‌নে কাঁদিয়া ধরিল তারে॥
কহিল, 'রে শঠ নিঠুর কপট, কহিনে কাহারও কাছে!
এমনি করে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে?
বিনা অপরাধে আমারে ত্যাজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্ন বসন বিহনে আমার বরণ হয়েছে কালো॥"

ব্রাহ্মণগণ ঐ সময় একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। কবীরকে বেশ্যা ধরিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন

এবং কবীরকে ধীক্কার ও ভণ্ড তাপস বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। কবীর বুঝিলেন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। কবীর ভীত ও লজ্জিত হইলেন না। অম্লান বদনে বেশ্যাকে বিনয় ও আদর পূর্ব্বক নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং তাহার কর্ণে রাম নামমন্ত্র দান করিলেন। বেশ্যা মহা ভক্তিমতী হইল। যথা ভক্তমালে (কবি রবীন্দ্রনাথের লিখিত কবিতা) ঃ—

"দুষ্টা নারীরে আনি গৃহ মাঝে বিনয় আদর করি,
কবীর কহিল—"দীনের ভবনে তোমারে পাঠাল হরি"
কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে,—
"লোভে পড়ে' আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।"
কহিল কবীর, "ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ,—
এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান অপবাদ।"
ঘুচাইল তা'র মনের বিকার করিল চেতনা দান,
সঁপি দিল তা'র মধুর কণ্ঠে হরি নাম গুণ গান॥"

বেশ্যা কবীরের গৃহে থাকিয়া মধুর কণ্ঠে রাম নাম গান করিতে লাগিল। এক দিবস ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অর্থাৎ হোলীর দিনে কবীর ভক্ত রাইদাস চামারকে ও উক্ত বেশ্যাকে নিয়া কাশীর রাজপথ দিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে যাইতেছিলেন। রাজপথের লোকগণ কবীরকে এবং ঐ বেশ্যাকে নানা প্রকার অশ্লীল গালাগালি করিতে লাগিল এবং কবীরের প্রতি কর্দ্দম ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কাশীর ব্রাহ্মণগণ কবীরের এই অবস্থা দেখিয়া হাসি ও

বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন। কবীর ধৈর্য্যের সহিত সকল অপমান সহ্য করিলেন যথা ভক্তমালে ঃ— (কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা) ঃ—

"পথ মাঝে ছিল ব্রাহ্মণ দল, কৌতুক ভরে হাসে,
শুনায়ে শুনায়ে বিদ্রুপ বাণী কহিল কঠিন ভাষে ।।
তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণ মূলে—
কহিল—"পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে ?
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান।"
কহিল কবীর—"জননী, তুমি যে, আমার প্রভুর দান।"

কাশী নগরীর অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানগণ কবীরের মহাশত্রু হইয়াছেন দেখিয়া মাতা নীমা এক দিবস রোদন করিতে করিতে কবীরকে বলিলেন "বাপ কবীর, তুমি অনর্থক হিন্দু মুসলমানদিগের সহিত শত্রুতা করিও না। রাম নাম ও হরি নাম পরিত্যাগ কর। তুমি জোলার সন্তান, মনোযোগের সহিত বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর।" কবীর মাতা নীমাকে বলিলেন ঃ—

"রাম নাম ছাঁড়ু নহি, সদগুরু শিখ দেই।
অবিনাশীকো পরশিকে, আত্মা অবর ভই।"

হে জননী ! আমি রাম নাম ছাড়িব না, সদগুরু আমাকে এই রাম নাম শিক্ষা দিয়াছেন। সদগুরুর কৃপায় আমি অবিনাশী পরমাত্মাকে স্পর্শ করিয়াছি অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। পরমাত্মাকে স্পর্শ করিয়া আমার আত্মা মেঘের ন্যায় হইয়াছে।

"কাশীকা ম্যায় বাসী বামন নাম মেরা প্রবীণা।
একবার হরি নাম বিসরা পকড় জোলাহা কীনা॥
মেরী মাই কোন বিনেগী তানা ?"

আমি পূর্ব্বজন্মে কাশীর ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি প্রতিষ্ঠাবান নামী প্রবীণ পণ্ডিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি একেবারে হরি নাম ভুলিয়া যাওয়ায় সেই পাপে ভগবান আমাকে জোলার ঘরে প্রেরণ করিয়াছেন। হে জননী ! ভগবানের কৃপায় আমার পুনরায় সেই ব্রহ্ম জ্ঞান ও ভগবৎ ভক্তি জন্মিয়াছে, এখন আর তানা বয়ন কে করিবে ? আমার দ্বারা বস্ত্র বয়ন কার্য্য আর চলিবে না।

(৮)

কবীরের সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়।

জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বক্তৃতা করিয়া অথবা ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দীগণের সহিত নিজ নিজ ধর্ম্মের শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া নিজ মত স্থাপন ও পরমত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেব গয়ার নিকট বোধীদ্রুমের তলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে বারাণসীর নিকট সারনাথ ক্ষেত্রে আসিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বক্তৃতা দ্বারা লোকদিগকে বুঝাইয়াছিলেন। জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ পণ্ডিত ও নাস্তিকদিগকে শাস্ত্র ও তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বারাণসী ধামে বৈদিক ধর্ম্ম প্রথমে প্রচার করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য ভারতের নানা দেশে

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অবশেষে বারাণসীধামে নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাত্মা ঈশা গ্যাল্লিলী হ্রদের তীরে তীরে ভ্রমণ করিয়া এবং পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ কাবা মন্দিরের নিকট ও মদীনা সহরে বক্তৃতা দ্বারা আরববাসীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা কবীরের ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ অপেক্ষা একটু নূতন রকমের ছিল। তিনি বক্তৃতার দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। তিনি তাঁহার কথামৃত দ্বারা কলিমলগ্রস্থ বদ্ধ জীবগণকে মুক্ত ও অমর করিয়াগিয়াছেন। সঙ্গীত দ্বারা লোকদিগকে উদাসী ও বৈরাগী করিয়াছেন।

কবীর এ পর্য্যন্ত গৃহে বসিয়া তাঁত বয়ন কালে এবং বাজারে যাইয়া বস্ত্র বিক্রয় কালে সঙ্গীত করিয়া লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। যেস্থানে তিনি সঙ্গীত করিতেন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাড়াইত; চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহারা কবীরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। এক্ষণ তিনি প্রকাশ্য ভাবে,, নির্ভয়ে বারাণসীর ঘাটে ঘাটে মঠে মঠে মস্‌জিদে মস্‌জিদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভ্রাতাগণকে এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত ও তাহাদের মধ্যে ঐক্যতা স্থাপনের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন যথা "ঐক্যতাকা অঙ্গ"---

"অলখ্‌ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।'
"রাম রহীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।"
"কৃষ্ণ করীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।"

"কাশী কাবা এক্ হ্যায়, এক্রৈ রাম রহীম।"
ময়দা এক পকবান বহু বৈঠি কবীরা জীম।"

অলখ, ইলাহী (আল্লা) রাম, রহিম, কৃষ্ণ ও করীম সেই একই পরমব্রহ্ম, কেবল নাম দুইটী মাত্র। কাশী ও কাবা (মক্কা) রাম ও রহিম একই। একই ময়দা কিন্তু পাকবান (পাচক) বহু ইহা কবীর হৃদয়ে বুঝিয়াছেন।

"এক বস্তুকা নাম বহু, লীজে বস্তু পহিচান।
নাম পক্ষ নহিঁ কীজিয়ে সার তত্ত্ব লে জান।"

সেই একই বস্তুর বহু নাম, সেই বস্তুকে চিনিয়া লও। নামের পক্ষপাত করিও না। সার তত্ত্ব লইয়াই আসল কথা জানিবা।

"নাম অনন্ত জো ব্রহ্মকা, তিনকা বার ন পার।
মন মানে সো লীজিয়ে, কহৈ কবীর বিচার।"

সেই পরমব্রহ্মের নাম অনন্ত তাঁহার পার নাই। যে নামটী মনে ভাল লাগে কবীর বিচার করিয়া বলেন সেই নামই গ্রহণ কর।

"রাম কবীরা এক হ্যায়, দুজা কবহুঁ ন হোয়।
অন্তর টাটী কপটকী তাতে দীখে দোয়।"

কবীর বলেন রাম একই,কখনও দুই হইতে পারেন না। অজ্ঞানী মানবের হৃদয়ই কপটতার "টাটী" অর্থাৎ নরক বা পায়খানা স্বরূপ তাহাতেই দুই দেখে।

"দেখেন হী কী বাত হ্যায়, কহনে কো কছু নাঁহি।
আদি অন্তকো মিলি রহা, হরিজন হরিহী মাঁহি॥"

ঈশ্বর দর্শন লইয়াই কথা, বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা করার বিষয় নহে। ভক্ত ও ভগবান আদি অন্তকাল পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া থাকেন।

এইরূপে কবীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম সমন্বয় করিতে লাগিলেন। উত্তর ভারতের বহু নগরে ও পল্লীতে কবীরের নাম প্রচার হইয়া পড়িল। বারাণসী নগরী ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ধর্ম্ম ও বিদ্যার কেন্দ্রস্থান। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের হিন্দুগণ তীর্থ ও বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য বারাণসী আগমন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কবীরের সমকালেও লক্ষ লক্ষ নর নারী বারাণসী ধামে তীর্থ উপলক্ষে আগমন করিতেন। মুসলমান জোলা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের কুৎসা করিতেছে এই কথা শুনিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রীগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কবীরের সঙ্গীত শ্রবণ ও কথামৃত পান করিতে যাইতেন। পর্ব্ব উপলক্ষে কাশী নগরীতে অত্যন্ত লোক সঙ্ঘ হইত। লক্ষ লক্ষ নর নারী যখন গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন অথবা কোনও দেব মন্দিরের নিকট একত্র হইতেন তখন মহাত্মা কবীর ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া সারেং অথবা রবাব যোগে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিতেন, যথা :—

"ভাইরে দুই জগদীশ কহাঁতে আয়ে কহু কৌনে ভরমায়া।
আল্লা রাম করীম কেশব হরি হজরত নাম ধরায়া॥ ১॥
গহনা এক কনক তে গহনা তামে ভাব ন দুজা।
কহন শুনন কো দুই করি থাপে এক নিমাজ এক পূজা॥ ২॥

ওয়াহী মহাদেব ওয়াহী মহম্মদ ব্রহ্মা আদম কহিয়ে।
কোই হিন্দু কোই তুরক কহাবে এক জিমী পর রহিয়ে॥ ৩॥
বেদ কেতাব পঢ়ে ওয়ে খুতওয়া ওয়ে মোলানা ওয়ে পাঁড়ে।
বিগত বিগত কৈ নাম ধরায়ো এক মাটীকে ভাঁড়ে॥ ৪॥
কহই কবীর ওয়ে দুনৌ ভুলে রামহিঁ কিনহুঁ ন পায়া।
ওয়ে খসিয়া ওয়ে গায় কটাবৈঁ বাদে জন্ম গঁবায়া॥ ৫॥"

মহাত্মা কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে বলিতেছেন হে ভ্রাতাগণ! দুই জন জগদীশ্বর কোথা হইতে আসিলেন? কহ তোমাদিগকে কে ভ্রমে পাতিত করিল? আল্লা, রাম, করিম, কেশব, হরি, হজরত এই সকল কেবল নাম ভেদ মাত্র এ সকল সেই এক পরব্রহ্মের বিভিন্ন নাম॥ ১॥

এক সুবর্ণ দ্বারা বিবিধ প্রকার গহনা প্রস্তুত হয়। ঐ স্বর্ণ দ্বারা কেহ কুণ্ডল কেহ বিজায়ঠ প্রস্তুত করে কিন্তু ইহা সুবর্ণের আকার ভেদ মাত্র। সেইরূপ নামাজ ও পূজা সেই পরম পুরুষ ভগবানের উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি ভিন্ন আর কিছুই নহে॥ ২॥

ঐ পরম পুরুষ ভগবানকে কেহ মহাদেব, কেহ মহম্মদ, কেহ ব্রহ্মা কেহ আদম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এক ভগবানের এক রাজ্যে বাস করিয়া একই মানব জাতির মধ্যে কেহ আপনাকে হিন্দু ও কেহ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন॥ ৩॥

যিনি বেদ পাঠ করিতেছেন তাঁহাকে পাঁড়ে বলা হয়। যিনি কেতাব (কোরান) পাঠ করেন তাঁহাকে মোলানা বলা হয়। কিন্তু

পৃথক পৃথক নাম দিলেও উভয়ে একই মাটীর ভাণ্ড মাত্র অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের দেহ পঞ্চ ভৌতিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কবীর বলেন হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (ভগবান) রামকে কেহই পান নাই। উভয়ের স্বামী (প্রভু) একই ভগবান। তাহা ভুলিয়া গিয়া হিন্দুগণ ছাগ বধ এবং মুসলমানগণ গাভী বধ করিয়া পরস্পর বিবাদ করতঃ জন্ম কাটাইতেছেন। ভগবৎ প্রাপ্তি কাহারও হইতেছে না।। ৫ ।।

এক দিবস কয়েকজন জটা ও ছিন্ন কন্থা ধারী হিন্দু সাধু এবং মুসলমান মৌলানা ও হাজীগণ আসিয়া কবীরের সহিত শুষ্ক তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। কবীর তাঁহাদিগের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন যথা ঃ—

"গঙ্গা ফেরা হরদারকা গুধড়ি লিয়া মন চারকা। ভট্‌কা ফিরাত ক্যা হুয়া জিন ইশকমে শির না দিয়া। কাবা গয়া হাজি হুয়া, মনকা কপট মিটা নাহি মনকা ময়লা টুটা নাহি, কাবা গয়া তো ক্যা হুয়া, হাজি হুয়া ত ক্যা হুয়া জিন ইশকমে শির না দিয়া। বোস্তাঁং গোলস্তাঁং পঢ় গয়া মত্‌লব না সমঝা শেখকা আলিম হুয়া ত ক্যা হুয়া ফাজেল হুয়া ত ক্যা হুয়া জিন ইশকমে শির না দিয়া।"

তোমরা হরিদ্বার বাহিনী গঙ্গা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছ এবং বিভ্রান্ত হইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতেছ, তোমাদের শরীরে চারি মন গোধুড়ী জড়াইয়াছ কিন্তু ভগবৎ প্রেমে শির সমর্পণ কর নাই, তাহাতে তোমাদের কি হইল? তোমরা কাবায় (মক্কায়) গমন করিয়াছ,

হাজী হইয়াছ, অথচ তোমাদের মনের কপটতা যায় নাই, মনের ময়লা দুরীভূত হয় নাই, তোমরা কাবায় গিয়া কি করিলে? হাজী হইয়া কোন্ ফল হইল? তোমরা বোস্তাং গোলেস্তাং অধ্যয়ন করিয়াছ, কিন্তু সেখ সাদির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই এবং ভগবৎ প্রেমে মস্তক অর্পণ কর নাই। তোমরা পণ্ডিত হইয়াছ, পারদর্শী হইয়াছ তাহাতে তোমাদের কি ফল হইল?

এই প্রকার বহু বাণী ও অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া মহাত্মা কবীর কাশীবাসী "আর্ত্ত" জিজ্ঞাসু" ও "জ্ঞানী"গণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

(৯)

কবীরের তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্ম্ম প্রচার

কয়েক বৎসর কবীর কাশীধামে এইরূপে কথা ও কীর্ত্তন করিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল কথা ও কীর্ত্তন তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা একত্র সংগ্রহ করিলে এক অতি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। সংসারাসক্ত বদ্ধ জীবগণকে কবীর নানা ভাবে নানা কৌশলে বিবিধ উদাহরণ দ্বারা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান জোলার গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছেন বলিয়া সাধারণ হিন্দুগণ সমাজের ভয়ে কবীরের সহিত প্রকাশ্যভাবে যোগ দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহারা সকলেই কবীরকে হৃদয়ের সহিত প্রশংসা করিতেন।

কাশীর গোড়া হিন্দু ও ব্রাহ্মণগণ কবীরের সঙ্গীত ও উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেও অনেক ধনী গৃহী ভক্তগণ কবীরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। হিন্দু রাজা বীরসিংহ বাঘেলা গোরক্ষপুরের নবাব বিজলী খাঁ পাঠান কবীরকে সদগুরু ও পীর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার শিষ্য ও মুরীদ হইয়াছিলেন। চিতোরের ভক্তিমতী রাণী ঝালী কবীরের সঙ্গীতে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার শিষ্যা হইয়াছিলেন। কবীর যখন যে সঙ্গীত গান করিতেন অথবা শাখী (উপদেশ) বলিতেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য ধর্ম্মদাস ও শ্রুতগোপাল সেই সকল সঙ্গীত ও শাখী লিখিয়া রাখিতেন। এই রূপে কয়েক বৎসর গত হইলে কবীর ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান সকল দর্শন করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বহু ভক্তগণ কবীরের সঙ্গী হইলেন। কবীরের নিত্য সঙ্গী ভক্ত রবিদাস কবীরের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে চলিলেন। কবীর ভক্তগণ সঙ্গে প্রথমে উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। গোমতী নদী পার হইয়া পদব্রজে রাম উপাসকদিগের প্রধান কেন্দ্র অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যায় হনুমান গড়, বশিষ্ঠাশ্রম রামচন্দ্রের জন্মস্থান, প্রভৃতি দর্শন করিলেন। দেবালয়ের পাণ্ডাগণ কবীরকে মুসলমান জোলা বলিয়া কেহই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। অযোধ্যা নগরে চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষ নবমী তিথিতে ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম দিন উপলক্ষে প্রাচীন কাল হইতে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারী রাম নবমী তিথিতে সরযূ স্নান করিতে আসিয়া থাকেন। রাম নবমীর মেলা

উপলক্ষে সরযূ তীরে আগত লক্ষ লক্ষ নর নারীগণকে কবীর কথাও কীর্ত্তনদ্বারা ধন্য করিয়াছিলেন। অযোধ্যা হইতে কবীর প্রয়াগ,হরিদ্বার, দ্বারকা, চিত্রকুট দর্শন করিলেন। পথি মধ্যে যে যে নগরে কবীর ভক্তগণ সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন রবাব ও সারেং যোগে সঙ্গীত দ্বারা কবীর পল্লী ও নগরবাসীগণকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি তীর্থস্থানে ধার্ম্মিক লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্পই দেখিতে পাইলেন। এইরূপে কবীর ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্য প্রদেশের রামটেক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। রামটেক পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিয়া কবীর আত্মানন্দে বিভোর হইয়া সারেং যোগে এই সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।—

"মোকো কাহাঁ ঢুড়ো বন্দে মায়তো তেরে পাস মো।
ন হোয়ে মো ঝগড়ি বিগড়ি ন মায় ছুরি গড়াস মো॥
ন হোয়ে মো খাল রোম মো, ন হাড্ডি ন মাস মো।
ন দেবাল মো, ন মসজিদ মো ন কাশী, কৈলাস মো॥
ন হোয়ে মায় আঁউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো।
ন হোয়ে মায় ক্রিয়া করম মো ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো।
খোঁজে গা তো আও মেলুঙ্গা, পল ভরকে তালাস মো॥
সহর সে বাহর ডেরা হামারী কুটিয়া মেরী মৌয়াস মো।
কহত কবীরা শুন ভাই সাধু সব সন্তান কী সাথ মৌ॥"

এই সঙ্গীতে কবীর বিশ্বাস ও ঈশ্বর লাভের উপায় বর্ণন করিতেছেন ঃ—"হে বান্দা (সাধক) তুমি আমাকে কোথায় অনুসন্ধান

করিতেছ? আমিত তোমার সঙ্গেই অবস্থান করিতেছি। আমি ঝগড়ি বিগড়ির মধ্যে থাকি না অর্থাৎ বাদ বিতণ্ডা অথবা অপবিত্রতার মধ্যে অবস্থান করি না। আমি ছুরি ও গড়াসের মধ্যে নাই অর্থাৎ মুসলমানগণ ছুরি দ্বারা মুরগী, খাশী ইত্যাদির গলায় হালাল করেন এবং হিন্দুগণ গড়াস নামক অস্ত্র দ্বারা ছাগ ও মহিষ বধ করেন। আমি খাল (চর্ম্ম) রোম, অস্থি, মাংসের মধ্যে বাস করি না। আমি মন্দির, মসজিদ, কাশী, কৈলাশ অযোধ্যা এবং দ্বারকায় বাস করি না। যে সাধকের হৃদয়ে ভগবৎ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে আমি ঐ সাধকের হৃদয়ে নিয়ত বাস করি। আমি কোন ক্রিয়া কর্ম্মের মধ্যে অবস্থান করি না। যোগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের মধ্যে আমি থাকি না। হে সাধক! যদি তুমি আমাকে ভক্তির সহিত অনুসন্ধান কর তাহা হইলে আমি এক পলের মধ্যে তোমার সহিত মিলিত হইব। আমার বাসস্থান সহরের বাহিরে। হৃদয়ই আমার কুঠি। কবীর বলেন হে সাধুগণ! তোমরা শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বজীবের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করিতেছি।

এইরূপে চলিতে চলিতে কবীর গয়াধাম হইয়া পাটলীপুত্র নগরে উপস্থিত হইলেন। পাটলীপুত্র হইতে কবীর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। পুরুষোত্তম ধাম ভারতের সমস্ত হিন্দু জাতির সাম্য ক্ষেত্র। ঐ স্থানে জাতি ও অন্ন বিচার নাই। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালগণ একত্রে এক পুংক্তিতে বসিয়া জগন্নাথ দেবের প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন। মহাবিষ্ণুর মন্দিরে উপস্থিত হইলে সকলেই ভাই

ভাই সকলেই এক পিতার সন্তান বলিয়া কেহ কাহাকেও ঘৃণা করেন না। সেই সাম্য ক্ষেত্রে জাত্যাভিমান নাই। কবীর সেই পুণ্যভূমি দর্শন করিবার জন্য দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। বহু গিরি, নদী, বন অতিক্রম করিয়া কবীর উৎকল দেশে উপস্থিত হইলেন। ভারতের প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন "ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে উৎকলের ন্যায় দেশ নাই।" উৎকলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। উৎকলের শস্য ক্ষেত্র, উৎকলের গিরি, নদী, বন সকলই চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর। কবীর ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র ধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীক্ষেত্রের যাবতীয় মন্দির দর্শন করিয়া অবশেষে তিনি মহোদধির তটে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মহোদধির উত্তাল তরঙ্গ ও কল্লোল ধ্বনি শুনিয়া কবীর আনন্দিত হইলেন। বেলা ভূমিতে বসিয়া ভক্তগণ সঙ্গে প্রত্যূষে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে কবীর ভগবৎ কথাও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কবীর ভক্তগণ সঙ্গে যে স্থানে বসিয়া কথাও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কবীরভক্তগণ সেই স্থানে একটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন। কবীরপন্থীরা এই স্থানকে মহা তীর্থ বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন। সাধারণ হিন্দুগণও জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলে— তাঁহারা সমুদ্র স্নান করিয়া ঐ মঠে কবীরের "তুরাণী" পান করিয়া থাকেন। উৎকল দেশে ভ্রমণ ও জগন্নাথ দর্শন করিয়া কবীর একটী সময়োচিত সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীতটী অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুস্থানী, মাড়ওয়ারী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী রমণীগণ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিবার সময়ে

পথে চট্টিতে চট্টিতে গান করেন। দলে দলে রমণীগণ একত্রে এই সঙ্গীত প্রাচীন কাল হইতে গান করিয়া আসিতেছেন। জগন্নাথ দেবের নাট মন্দিরেও পশ্চিম দেশীয় রমণীগণ সর্ব্বদাই এই সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন। এই সঙ্গীত কখনও পুরাতন হয় নাই হইবেও না।

সঙ্গীত যথা—

"উড়িসা জগন্নাথ পুরীমে ঠাকুর ভলে বিরাজো জী।
কবকী ছোড়ী মথুরা নগরী কবকী ছোড়ী কাশী।
ঝাড় খণ্ডমে আয় বিরাজে বৃন্দাবনকে বাসী।। ঠাকুর।
খাবত রহো জ্বার বাজরা বৃন্দাবনসে সট্‌কো।
আয় বিরাজো ঝাড় খণ্ডমে দাল ভাতমে অট্‌কো।। ঠাকুর।।
চট্টী চট্টী বনিয়াঁ লুটে আঠর নালা ফীরঙ্গী।
সিংহ দরোজে পর পাণ্ডা লুটে যাত্রী ভয়ে উদাসী।। ঠাকুর।।
গাব গাবমে কেলা নারিয়ল গাব গাবমে ফুলওয়ারী।
গাব গাবমে বাগ বাগীচা ঘর ঘর ঠাকুর বাড়ী।। ঠাকুর।।
উড়িয়া মাঙ্গে খেচড়ী বাঙ্গালী মাঙ্গে ভাত।
সাধু মাঙ্গে দরশন মহা পরসাদ।। ঠাকুর।।
নীল চক্রপর ধ্বজা বিরাজে মস্তক শোভে হীরা।
ঠাকুর আগে দাসী নাচে গাবে দাস কবীরা।।"

হে ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র জী! তুমি উড়িষ্যা দেশে জগন্নাথ পুরিতে ভাল বিরাজ করিতেছ। হে বৃন্দাবনবাসী শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কবে মথুরা ও কাশী নগরী ছাড়িয়া ঝাড় খণ্ডতে আসিয়া বাস করিতেছ? তুমি

বৃন্দাবনে জ্বার ও বাজরা ভোজন করিতে, বৃন্দাবন হইতে তুমি পলায়ন করিয়াছ। ঝাড় খণ্ডতে আসিয়া দাল ও ভাতে আটকিয়া গিয়াছ। বিভিন্ন দেশ হইতে যাত্রীগণ এইস্থানে তোমাকে দর্শন করিতে আসিলে পথে চট্টিতে চট্টিতে বণিকগণ যাত্রীদিগকে লুণ্ঠন করে॥ আঠার নালায় ফীরিঙ্গীগণ লুণ্ঠন করে। ঐ সকল স্থান ছাড়িয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে পাণ্ডাগণ লুণ্ঠন করিতে থাকে। যাত্রীগণ উদাস হইয়া পড়ে। উড়িষ্যা দেশ ভ্রমণ করিলাম। এই প্রদেশের গ্রামে গ্রামে কলা ও নারিকেল গাছ। গ্রামে গ্রামে পুষ্পোদ্যান। গ্রামে গ্রামে বাগ ও বাগীচা, ঘরে ঘরে ঠাকুর বাড়ী। তোমার পুরীতে আসিলে উড়িয়াগণ খেচুড়ী ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন। বাঙ্গালীরা ভাত প্রার্থনা করেন। সাধুগণ দর্শন ও মহাপ্রসাদ প্রার্থনা করেন। তোমার মন্দিরের চূড়ার উপরে যে নীল চক্র আছে তাহার উপর ধ্বজা বিরাজমান রহিয়াছে। তোমার মস্তকে হীরা শোভা পাইতেছে। তোমার সম্মুখে তোমার দাসী-গণ নৃত্য করিতেছে। হে প্রভু! তোমার দাস কবীর তোমার নিকট এই সঙ্গীত গান করিল। মহাত্মা কবীর এই এক সঙ্গীতে উড়িষ্যা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, পথের অবস্থা, নির্দ্দয় বণিক, ফীরিঙ্গী, ও পাণ্ডাগণের চরিত্র। হিন্দুস্থানী, উড়িয়া ও বাঙ্গালীগণের ভোজন দ্রব্যের বিবরণ। জগন্নাথ দেবের মন্দির ও মূর্ত্তি এবং দেবদাসীগণের নৃত্য সকলই অতি উৎকৃষ্ট কবিতায় ও রসিকতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও যাত্রীগণ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে কবীরের এই সঙ্গীত শ্রবণ ও সঙ্গীতের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

কবীর শ্রীক্ষেত্র হইতে কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পালক পিতা নিরু ও মাতা নীমা তখনও জীবিত ছিলেন। তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলে কাশীবাসী ভক্তগণ কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কি দেখিয়া আসিলেন? কবীর দুঃখিত হইয়া ভক্তদিগকে বলিয়া ছিলেন যথা ঃ—

"বাহমন টামন মুরখ ভয়ে শুদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ ঠগ্গী লোগ আচ্ছা খাওয়ে দুঃখ পাওয়ে পণ্ডিতা।"

দেশ ও কালের দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব? ব্রাহ্মণগণ মূর্খ হইয়া গিয়াছেন। শুদ্রগণ গীতা পাঠ করিতেছে। ঠগ ও প্রতারকগণ স্বচ্ছন্দে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতেছে কিন্তু পণ্ডিতগণ দুঃখ পাইতেছেন।

"সাচ কহে তো মারে লাঠা, ঝুঠা জগত পতিয়ায়।
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বিকায়।।"

সত্য কথা বলিলে লোকে তাহার মস্তকে লাঠির আঘাত করে। কিন্তু মিথ্যা বলিলে জগতের লোকে প্রত্যয় করে। গোদুগ্ধ বিক্রেতাগণ দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, দুগ্ধ বিক্রয় করিতে পারে না কিন্তু মদ একস্থানে বসিয়া বিক্রয় হইতেছে। মদ বিক্রেতাগণের মদ বিক্রয় করিতে কোন ক্লেশ হইতেছে না।

"গৈয়া দোকে কুত্তা পালে, উসকী বাছুরা ভুখা।
শালাকো উত্তম খিলাওয়ে, বাপ না পাওয়ে রূখা।।"

এখনকার লোকেরা গাভী দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ দ্বারা কুকুর

পালন করেন গোবৎসগুলি ক্ষুধায় কষ্ট পায়। শ্যালককে উত্তমরূপে ভোজন করান কিন্তু পিতা একটুকরা খাদ্যও প্রাপ্ত হন না।

"জিয়ত পিতা সে দঙ্গম দঙ্গা।
মরে পিতা পহুঁচাবহি গঙ্গা॥
জিয়ত পিতাকী পুছী ন বাত।
মরে পিতা কো দাল আউর ভাত॥"

পুত্রগণ জীবিত পিতার সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে। পিতার মৃত্যু হইলে গঙ্গায় পৌছাইয়া দেয়। জীবিত পিতা অনাহারে থাকিলেও তাহার কথা জিজ্ঞাসা করে না কিন্তু পিতার মৃত্যু হইলে দাল ও ভাত দ্বারা তাঁহার পিণ্ড দান করে।

"সতীকো না মিলে ধোতী, গস্তান পহরে খাশা।
কহে কবীরা দেখো ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥"

সতী সাধ্বী স্ত্রীর পরিধানে একখানি কাপড়ও মিলে না অথচ দুশ্চারিণী কামিনীগণ অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতেছে। কবীর বলেন ভাই জগতের তামাসা (কৌতুক) দেখ।

তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কবীর পুনরায় নবীন উৎসাহের সহিত কাশীতে স্বাধীন ভাবে হিন্দু ও মুসলমানগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল কুপ্রথা, কৃত্রিম বেশ ও অনাচার দেখিতে লাগিলেন তীব্ররূপে তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। "ন লিঙ্গ ধর্ম্ম কারণম্" বাহ্যিক চিহ্ন ধর্ম্মের কারণ নহে চিত্ত শুদ্ধিই ঈশ্বর লাভের প্রধান উপায় ইহা কবীর প্রত্যেক হিন্দু ও

মুসলমানকে নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন। অপ্রিয় সত্য কথা সর্ব্বদাই কবীরের মুখ হইতে বাহির হইত যথা ঃ—

"মালা ফেরত জনম গয়া গয়া না মনকা ফের।"
করকা মালা ছোড়কে মনকা মনকা ফের॥"

মালা ফিরাইতে ফিরাইতে তোমার জনম গেল। তোমার মন অন্ত পর্য্যন্ত ফিরিল না। এখন হস্তের মালা ছাড়িয়া দিয়া মনের মালা ফিরাইতে থাক।

"মূঁড় মূড়ায়ে জটা বঢ়ায়ে নঙ্গা ফিরে জ্যায়সা ভৈঁসা।
থাল্‌রী উপর থাক লগায়ে মন জৈসেকা তৈসা॥"

মস্তক মুণ্ডন করিয়া, জটা বৃদ্ধি করিয়া উলঙ্গ হইয়া মহিষের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ। গায়ে ভস্ম মাখিয়াছ কিন্তু তোমার মন যেমন তেমনই রহিয়াছে। মনের কিছুই হয় নাই।

"নগর ছোড় জঙ্গল বসে ছুটত নহিঁ জঞ্জাল।
মোকান্ ছোড় কিয়া হোতা? ইয়ে মন হ্যায় চণ্ডাল॥"

নগর ছাড়িয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছ তোমার মনের জঞ্জাল যায় নাই। ভবন ছাড়িলে কি হইবে? তোমার মনই চণ্ডাল। মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"দিনমে রোজা রহতো হ্যায়, রাত হনত হ্যায় গায়।
ইয়া খুন ওয়া বন্দেগী কহ ক্যায়সে খুশ হোয় খোদায়॥"

তুমি দিনের বেলায় রোজা করিতেছ। রাত্রিতে গাভী বধ

কর। এ দিকে খুন করিয়া অন্য দিকে খোদাকে বন্দেগী করিতেছ খোদা কি প্রকারে তোমার উপর খুসী হইবেন ?

"কঙ্কর পাথর জোরিকৈ মসজিদ লই চুনায়।
তা চঢ়ি মোল্লা বাগ দে, ক্যা বহিড়া হুয়া খোদায়॥"

কঙ্কর,প্রস্তর, ইষ্টক ও চুন দিয়া মসজিদ প্রস্তুত করিয়া - তাহার উপর উঠিয়া মোল্লা তুমি বাগ (চিৎকার) দিতেছ খোদা কি বহিড়া (বধির) হইয়াছেন ?

কবীরের পালিতা কন্যা কামালী যখন বিংশ বর্ষ বয়স্কা হইয়াছিল, তখন এক দিবস কামালী এক কুপের নিকট জল ভরিতে গিয়াছিল। সেই সময়ে হরদেব নামক একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কামালীর নিকট জল প্রার্থনা করিয়া জল পান করিলেন। তৃষ্ণা দূর হইলে পণ্ডিত কামালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে তুমি কি জাতির" কন্যা। কামালী বলিল, "আমি জোলার কন্যা।" পণ্ডিত ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "তুই আমার জাতি নষ্ট করিয়াছিস।" কামালী বলিল, "আমি কি প্রকারে আপনার জাতি নষ্ট করিলাম ? আপনি স্বামীজীর (কবীরের) নিকট আগমন করুন তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন।" কামালী এই কথা বলিলে হরদেব পণ্ডিত কামালীর সহিত কবীরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কবীর সকল কথা শুনিয়া গৌরী-রাগিনীতে নিম্ন লিখিত সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন যথা ঃ—

"পণ্ডিত বুঝ পিয়তুম পানী।
তোহে ছুত কহঁা লপটানী॥
জা মাটীকে ঘরমে বৈঠে তামে সৃষ্টি সমানী। ১।
ছপন কোটী যাদব জহঁ বিনশে মুনিজন সহস আঠাসী।
পরগ পরগ পৈগম্বর গাড়ে তে সরি মাটী মাসী॥ ২॥
মৎস্য কচ্ছ ঘরিয়ারা বিয়ানে রুধির নীর জল ভরিয়া।
নদিয়া নীর নরক বহি আবৈ পশু মানুষ সব সরিয়া॥ ৩॥
তামাটীকা ভাড়া ঘড়িয়া তামে ভরিয়া পাণী।
সো পাঁড়ে তুম পানী পীয়া সূগ কাহাতে আনী॥ ৪॥
কহৈ কবীর শুনহো পাঁড়ে ছাড়ো মনকে ভর্মা।
বেদ কিতাব সব ইয়াহি ডারো রহো রামকী শরণা॥ ৫॥

হে পণ্ডিত তুমি বুঝিয়া জল পান কর। এই জলে তোমার কোথা হইতে ছুৎ লাগিল? যে মাটির গৃহ মধ্যে তুমি বসিয়া আছ ঐ মাটির সহিত সকল পৃথিবীর মাটির সংযোগ আছে। অথবা তোমার দেহরূপ গৃহ মাটির বিকার মাত্র উহা মাটিতে লয় হইবে॥ ১॥

এই মাটিতে ছাপ্পান্ন কোটী যাদব, যদুবংশীয় লোক বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আঠাশ সহস্র মুনি লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। কত পেগম্বর এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও কবরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। ঐ পেগম্বরগণ পচিয়া মাটি হইয়া গিয়াছেন।২।

মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর প্রভৃতি জলের মধ্যে বিয়াইতেছে অর্থাৎ

জন্ম গ্রহণ করিতেছে তাহাতে জলের মধ্যে রক্ত মিলিত হইতেছে। নদীর জলে নরক বা বিষ্ঠা ভাসিয়া আসিতেছে কত মানুষ ও পশু মরিয়া পচিতেছে এবং উহা মাটি হইয়া যাইতেছে। ৩।

মাটি দ্বারা ঘড়া ও ভাণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। মাটির ঘড়ায় ও ভাণ্ডে জল ভরিয়া আনিয়া সেই জল তুমি পান করিতেছ। হে পাড়ে! ইহাতে তোমার ছুৎ লাগিতেছে না? কবীর বলেন হে পাঁড়ে তুমি শ্রবণ কর তোমার মনের ভ্রম ত্যাগ কর। বেদ ও কেতাব (কোরাণ) রাখিয়া দিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লও ॥ ৫ ॥

পণ্ডিত কবীরের এই সঙ্গীত শুনিয়া নিশ্চয় করিলেন যে কবীর একজন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ। পণ্ডিত কবীরের চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, "স্বামিজী! আজ আমার ন্যায় অজ্ঞানী ব্যক্তি আপনার ন্যায় মহাত্মাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইল। আমি "আর্ত্ত" ও "জিজ্ঞাসু" আমাকে এমন উপদেশ করুণ যাহাতে আমার ভব বন্ধন মোচন হয়। কবীর ঐ পণ্ডিতকে সত্য নামের উপদেশ করিলেন। পণ্ডিত একজন ভক্ত কবীর পন্থী হইলেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ ও কথামৃত পান করিয়া দলে দলে হিন্দু ও মুসলমানগণ কবীর পন্থী হইতে লাগিলেন।

(১০)

কবীরের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ ও দণ্ড।

কয়েক বৎসর এইরূপে গত হইল। কবীর তাঁহার সঙ্গীত ও বাক্যবাণ দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিলেন। কাশীর ব্রাহ্মণ ও কাজীগণ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা কবীরকে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ঐ সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে সিকন্দর লোদী বাদশা ছিলেন। সিকন্দর লোদী দিল্লীতে থাকিয়া শুনিয়াছিলেন যে কবীর নামে একজন মুসলমান (জোলা) হিন্দু হইয়াছে, অথচ হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানা প্রকার গ্লানিকর বাক্য প্রয়োগ ও অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া বেড়াইতেছে। ঘটনাক্রমে সিকন্দর লোদী ভ্রমণ উপলক্ষে কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশা কাশীতে আসিয়াছেন শুনিয়া কাজী ও ব্রাহ্মণগণ সিকন্দর লোদীর দরবারে উপস্থিত হইয়া কবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, "কবীর অধর্ম্মী হ্যায়।"মুসলমানগণ বলিলেন, "কবীর কাফের হ্যায়। মুসলমান হোকর কণ্ঠি তিলক লগাতা হ্যায়।" সহস্র সহস্র লোক বাদসাহের দরবারে আসিয়া

কবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। যথা বাঙ্গালা ভক্তমালে ঃ—

"কবীর নামেতে এক হয় মুসলমান।
গুণ জ্ঞান জানে কার্য্য করয়ে বেমান।
বহু বেটী লোকের বাহির করি আনে।
হাত ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে।
ইমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধরম।
কোথা হইতে অর্থ আনে না বুঝি মরম।"

সিকন্দর লোদী অভিযোগ শুনিয়া কবীরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য হুকুম দিলেন। বাদসার সিপাহীগণ কবীরকে গ্রেপ্তার করিয়া দরবারে উপস্থিত করিল। কবীর সিকন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাদশাকে সেলাম অথবা কুর্ণিশ করিলেন না। তখন বাদশার দরবারের কাজীগণ কবীরকে বলিলেন, "অরে কাফের তু সলাম ক্যোং নহী করতা।" এই কথা শুনিয়া কবীর এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন ঃ—

"কবীর তেই পীর হ্যায়, জে জানে পর পীর।
জে পর পীর ন জান হী, তে কাফের বেপীর॥"

হে কবীর! তিনিই পীর, যিনি পরের পীর (বেদনা) অনুভব করেন। যে ব্যক্তি পর পীর অর্থাৎ "ব্যথিত বেদন" অনুভব করিতে পারে না সেই ব্যক্তিই কাফের" (অধর্ম্মী)। তোমরা বাদশাকে সেলাম করিতে বলিতেছ কিন্তু "হাম জান হিঁ রাম সেলাম

ন জানে।" আমি ভগবান রামচন্দ্রকে জানি সেলাম করিতে জানি না। যথা ভক্তমালে ঃ—

"পাতসা শুনিয়া তবে তলব করিল।
সম্মুখে তাহারে খাড়া করিয়া রাখিল ॥
কাজী কহে পাতশারে সেলাম কররে।
তেঁহ কহে সেলাম যোগ্য নাহিক সংসারে ॥
একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত।
আর যত দেখ সব সকলি অসত ॥"

সিকন্দর লোদী দেখিলেন হিন্দু ও মুসলমানগণ যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি কবীরকে বলিলেন, "রে কাফের, তু মুসলমান ক্যোং নেহী হোতা?" কবীর বলিলেন—"কবীর সব ঘট মেরা সাঁইয়া খালী ঘট নহী কোয়। বলি-হারী উস ঘটকো, জা ঘট পরগট হোয়।" হে কবীর! সকল ঘটেই অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দেহে আমার সাইয়া (প্রভু ঈশ্বর) বিভু চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনও ঘট খালি নাই। ঐ ঘটকেই আমি বলিহারী যাই যে ঘটে আমার প্রভু প্রগট হন। যখন সকল ঘটে একই আত্মা রহিয়াছেন তখন মুসলমান নাম ধারণ করিবার আবশ্যক কি?

কবীর সিকন্দর লোদীকে আরও বলিলেন ঃ—

"হিন্দু কহুঁ তৌ ম্যায় নহী মুসলমান ভী নাহিঁ।
পাঁচ তত্ত্বকা পুতলা গৈবী খেলে মাহিঁ ॥"

আমাকে যদি কেহ হিন্দু বলে তাহা হইলে বলিব আমি হিন্দু নহি, এবং আমি মুসলমানও নহি। আমি পঞ্চ ভৌতিক পুত্তলিকার মধ্যে গুপ্তভাবে আত্মারূপে খেলা করিতেছি।

"হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা, মুসলমান হুঁ মসীত।
দাস কবীর তহঁা ধ্যাবহী জহা দোনকী পরতীত ॥"

ঈশ্বর উপাসনার জন্ম হিন্দুগণ মন্দিরে ও মুসলমানগণ মসজিদে দৌড়াইতেছেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়ে যে পরব্রহ্মকে প্রত্যয় বা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছেন দাস কবীর সেই দিকেই ধাবমান হইতেছেন।

"হিন্দু তুরককে বীচমে, মেরা নাম কবীর।
জীব মুক্তবন কারনৈ অবিগতি ধরা শরীর ॥"

হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে আমার নাম কবীর অর্থাৎ (বৃহৎ, মহান বা ভুমা) জগতের জীবদিগকে মুক্ত করিবার জন্ম আমি দেহ ধারণ করিয়াছি।

"হিন্দু তুরককে বীচমে শব্দ কহুঁ নির্ব্বাণ।
বন্ধন কাটুঁ জগৎকা ম্যায় রহতা রহমান ॥"

আমি হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে নির্ব্বাণ শব্দ, রাম নাম রূপ শব্দ অথবা ব্রহ্ম শব্দ বলিতেছি বা প্রচার করিতেছি। আমি দয়া প্রকাশ করিয়া জগতের সর্ব্ব জীবের সংসার বন্ধন কাটিয়া দিব।

এইরূপে বাদশা সিকন্দর লোদী ও কাজীগণের সহিত কবীর নির্ভয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক করিতে লাগিলেন। তখন

বাদশা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "রে কাফর তু এক আদনাসা জোলাহা হোকর আপনে আপকো কবীর কহতা হ্যায়। ইয়া নাম তো খুদাকা হ্যায়। তু আপনা আসলী নাম বতা।" অর্থাৎ "তুই এক জন সামান্য জোলা হইয়া আপনি আপনাকে কবীর বলিয়া পরিচয় দিতেছিস। কবীর আরবী শব্দ ইহা ঈশ্বরের নাম। তুই তোর আসল নাম বল।"

জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যের "শিবোহং" নাদরূপ নির্ব্বাণ সঙ্গীতের ন্যায় তখন কবীর জলদ গম্ভীর স্বরে সময়োচিত এই সঙ্গীত গান করিলেন :—

"মেরা নাম কবীরা হো, সকল জগ জাহরা।
তিন লোকমে নাম হামারা আনন্দ হ্যায় স্থানা॥
পানী পবন সুমের ইয় বিধি রচো জহানা।
অনহদ লহর গগনমে গরজে গাজে বাজ সোহংতালী।
ব্রহ্ম বীজ হমহী পরকাশা হমহী অজব খেয়ালী॥
যম বন্ধনতে লেবোঁ ছুড়াই নির্ম্মল করো শরীরা।
সুর নর মুনি কোই অন্ত ন পৈহ্যায় পৈহ্যায় সন্ত গম্ভীরা॥
বেদ কেতাব কোই পার ন পৈহ্যায় য্যাসা মতিকে ধীরা।
কহৈ কবীর সুনো সিকন্দর দোনোঁ দীনকী পীরা॥"

আমার নাম কবীর (ভূমা মহান বা বৃহৎ) ইহা সকল জগতেই জাহির (প্রকাশ) হইয়াছে। আমার নাম তিন লোকে (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) মর্ত্ত, অন্তরীক্ষ, স্বর্গে বর্ত্তমান আছে। অথবা আমি সৎ, চিৎ,

ও আনন্দ স্বরূপ। আনন্দই আমার স্থান। জহান (পৃথিবী) পানী, পবন, সুমের (অর্থাৎ পঞ্চভূত) দ্বারা নির্ম্মিত। অসীম, অনন্ত, লহর (ঢেউ) আকাশে গর্জ্জন করিতেছে, সোহং তাল বাজিতেছে। ব্রহ্ম বীজ আমিই প্রকাশ করিয়াছি, আমিই আশ্চর্য্য খেলা বা লীলা করিতেছি। আমি তোমাদিগকে যমের বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া লইব। তোমাদের দেহ নির্ম্মল (পবিত্র) কর। অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি কর। আমার অন্ত, দেব, মনুষ্য, মুনিগণ কেহই প্রাপ্ত হন নাই। স্থির চিত্ত গম্ভীর সাধুগণ আমাকে পাইয়াছেন। আমার মত বা উপদেশ এতই সূক্ষ্ম, গূহ্য ও ধীর যে বেদ ও কেতাব কেহই আমার পার পান নাই। কবীর বলেন হে সিকন্দর! তুমি শ্রবণ কর। আমি উভয় দীন বা ধর্ম্মের পীর বা গুরু অর্থাৎ আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের গুরু। সিকন্দর লোদী কবীরের এই সঙ্গীত শুনিয়া আরও ক্রোধান্বিত হইলেন। কাজী ও ব্রাহ্মণগণ কবীরকে দণ্ড দিবার জন্য বাদশার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বাদশা তখন কবীরকে বলিলেন "অরে দোজকী আব্ভী সমঝ নহী তো দোজখমে জায়গা।" রে নারকী এখনও বুঝ নতুবা তুমি নরকে গমন করিবা। কবীর বলিলেন ঃ—

"দোজখ পরৈ তুরক আউর হিন্দু।
কাজী ব্রাহ্মণ সাবহী ভঁড়ু ॥

হিন্দু ও মুসলমানগণ নরকে পতিত হউক। কাজী ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই ভণ্ড। সিকন্দর লোদী কবীরকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন

করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাদশার আদেশে সিপাহীগণ কবীরকে নানা প্রকার পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গের হরিদাস সাধুকে বন্ধন করিয়া যেরূপ বত্রিশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া তাঁহাকে যেমন গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কবীরকেও সেইরূপ গলায় তোক ও পায়ে বেড়ী, হাতে হাত কড়ি দিয়া সিপাহীগণ কাশীতল বাহিনী গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কবীর গঙ্গার জলে ডুবিয়া গেলেন। রামভক্ত সাধুগণ হায় হায় করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কাজী ও ব্রাহ্মণগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেখা গেল কবীর বালকরূপ ধারণ করত মৃগচর্ম্মের উপর উপবেশন করিয়া গঙ্গার স্রোতের বিপরিত দিকে চলিতে লাগিলেন। তখন বাদশাহের দরবারের সিপাহীগণ কবীরকে পুনরায় ধরিয়া আনিয়া নানা প্রকার পীড়ন করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার পীড়নে কবীরের কিছুই হইল না। তখন তাহারা সিকন্দর লোদীর নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল ঃ—

“ইয়া কাফের তো বড়া যাদুগর হ্যায়।
“নাটক চেটক জুলাহা জানে।
সাহ সিকন্দর তু মৎ মানে।”

অর্থাৎ এই জোলা অনেক ভাড়ামী বুজরুকী জানে, হে সিকন্দর তুমি ইহার ভাড়ামীতে ভুলিও না।

সিপাহীগণ পুনরায় কবীরকে বাদশার নিকটে উপস্থিত করিল। বাদশা কবীরকে রাম নাম ও হরি নাম ত্যাগ করিতে বলিলেন।

নতুবা তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কবীর বলিলেন ঃ—

"কবীরা কাহেকো ডরে শির পর সৃজন হার।
হস্তী চঢ়ি ডরিয়ে নহী কুকুর ভূসে হাজার॥"

হে কবীর তুমি কাহাকে ভয় কর, তোমার মস্তকের উপর সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাজ করিতেছেন। তুমি হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছ। সহস্র সহস্র কুকুরে চীৎকার করিয়া তোমার কি করিবে?

"যাকো রাখে সাঁইয়া মারি ন সকে হ্যায় কোয়।
বাল ন বাঁকা করি সকৈ জো জগ বৈরী হোয়॥"

যাহাকে ভগবান রক্ষা করেন তাহাকে কেহই মারিতে পারে না। সকল জগৎ তাহার বৈরী হইলেও তাহার এক গাছী রোমও কেহ বাঁকা করিতে পারে না।

"সাহেব সে সব হোতা হ্যায় বান্দাসে কুছ নহি।
রাইসে পর্ব্বত করে পর্ব্বত সে রাই মাহিঁ॥"

সেই সর্ব্ব শক্তিমান প্রভু জগদীশ্বর হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। ক্ষুদ্র শক্তি বিশিষ্ট—এই জীবের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। তিনি রাইকে (ক্ষুদ্র সর্ষপকে) পর্ব্বত বানাইতে পারেন। এবং পর্ব্বতকে গুড়া করিয়া রাই করিতে পারেন।

যখন ইউরোপে মার্টিণ লুথার রোম্যান ক্যাথলিকদিগের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন তখন সমস্ত ইউরোপ লুথারের শত্রু হইয়া ছিলেন। লুথার জারম্যান

সম্রাট ও পোপের দরবারে অভিযুক্ত হইয়া এবং শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন যথা ঃ—

"Standing on this ; I,a poor German Monk am stronger than you all. I stand solitary friendless, but on God's truth ; you with your tiaras, triple hats, with your treasuries and armories, thunders spiritual and temporal, stand on the Devil's Lie and are not so strong."

কবীর, হরিদাস সাধু ও লুথারের ন্যায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। নিজ ধর্ম্মে অচল ও অটল রহিলেন। সিকন্দর লোদী বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। কবীরের নিজ ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড অথবা আর অধিক যন্ত্রণা না দিয়া কবীরকে ছাড়িয়া দিলেন। সিকন্দর লোদী কবীরকে সাচ্চা সাধু বা দরবেশ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কবীর তখন এই শ্লোকটী সিকন্দরের নিকট পাঠ করিয়া বাদশার দরবার হইতে প্রস্থান করিলেন ঃ—

"জো তোকোঁ কাঁটে বোবে, তাকো বোতুঁ ফুল।
তোকো ফুলকে ফুল হ্যায়, ওয়াকে হ্যায় ত্রিসুল ॥"

হে প্রভু! তোমার সম্বন্ধে যে ব্যাক্তি কাঁটা বপন করে, তুমি

তাহার সম্বন্ধে ফুল বপন কর। তোমার পক্ষে ফুল ফুলই রহিয়া যায় কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কাঁটা বপনকারীর পক্ষে তাহা ত্রিশূল হইয়া থাকে।

(১১)

কবীরের পুনরায় ধর্ম্ম প্রচার ও গোরক্ষ নাথের সহিত গোষ্ঠী।

সিকেন্দর লোদীর দরবার হইতে কবীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অনন্ত মনে পুনরায় ভক্তগণ সঙ্গে কথাও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যে সকল বাণী তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল বাণী প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবীর লিখা পড়া শিখেন নাই। সংস্কৃত, আরবী, পারশী ভাষার ধার ধারেন নাই। সহজ দেশীয় হিন্দী ভাষায় তিনি সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বহু পুস্তক লিখিয়া ও পাঠ করিয়া ভগবানকে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তর্ক করিলে মানব জন্মের সার্থকতা হয় না উহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি ও কোমল মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয় মাত্র। প্রেম ও ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় কবীর ইহা পুনঃ পুনঃ প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা—

"চতুরাই ক্যা কীজিয়ে জো নহি শব্দ সমায়।
কোটীক গুণ সুগনা পঢ়ে, অন্ত বিলাই খায়॥"

চতুরতা করিয়া কি করিবে? যদি রাম নাম শব্দে লিপ্ত না হও।

শুক পক্ষী কোটী কোটী কথা পড়ে কিন্তু অন্তে এক দিবস তাহাকে বিড়ালে ভক্ষণ করে।

"পড়না গুননা চাতুরী, ইয়ে ত বাত সহেল।
কাম দহন মন বসি করণ, গগন চড়ত মুসকেল ।।"

পুস্তক পাঠ করা, গননা করা, চতুরতা করা, ইহাত অতি সহজ কার্য্য। কিন্তু কাম দমন করা মনকে বস করা এবং আকাশে আরোহণ করা অতি কঠিন কার্য্য ।।

"সংস্কৃতহি পণ্ডিত কহে, বহুত করে অভিমান।
ভাষা জানি তর্ক করে, তে নর মূঢ় অজ্ঞান ।।"

পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিয়া বড়ই অভিমান করেন। ভাষা জানিয়া যে ব্যক্তি তর্ক করে সে মূঢ় ও অজ্ঞান।

"পোথী পড়ি পড়ি জগ মুয়া, পণ্ডিত হুয়া ন কোই।
যো একই অক্ষর প্রেমকা পড়ে, সো জন পণ্ডিত হোয় ।।"

পুথি পাঠ করিয়া করিয়া জগতের লোক মরিল কিন্তু কেহই পণ্ডিত হইতে পারিল না। সেই এক প্রেমের অক্ষর যে পাঠ করে—সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত হয়।'

"পড়ি পড়ি ত পাথর ভয়া, লিখি, লিখি ভয়া জো ইট।
কবীরা অন্তর প্রেমকী লগা ন এক ছিট ।।"

পুস্তক পাঠ করিতে করিতে জগতের লোক প্রস্তরবৎ কঠিন হইল। লিখিতে লিখিতে ইষ্টকের ন্যায় হইল। হে কবীর! এত লিখা পড়া করিয়াও কাহারও অন্তরে এক ছিটা প্রেম লাগিল না।

"কবীরা পঢ়না দূর কর, পুস্তক দেউবহায়।
সকল অক্ষর সোধিকে, রাম নাম লৌলায় ৷৷"

হে কবীর, তুমি পুস্তক পাঠ দূর কর, পুস্তক জলে ভাসাইয়া দাও। সকল অক্ষর মন্থন বা শুদ্ধ করিয়া নিয়া মাত্র 'রাম' নাম লিখিতে যে অক্ষর প্রয়োজন হয় তাহাতেই লিপ্ত হইয়া থাকে।

এই রূপে কবীর ভক্তগণকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে একদিবস গিরনার পর্ব্বত হইতে "গোরক্ষ নাথ" নামক একজন বিখ্যাত যোগী কাশীধামে আগমন করিলেন। যোগী উলঙ্গ, তাঁহার মস্তকে জটা গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, হস্তে ত্রিশূল। গোরক্ষনাথ কাশীর যোগীগণকে তাঁহার সহিত বিচার করিতে, আহ্বান করিলেন। কাশীতে এক বিরাট সভা হইল। তিনি মাটিতে তুইটী ত্রিশূল পুতিলেন। একটী ত্রিশূলের উপর স্বয়ং উলঙ্গ অবস্থায় উপবেশন করিলেন। গোরক্ষনাথ দম্ভ প্রকাশ করিয়া কাশীর অন্যান্য যোগীগণকে বলিতে লাগিলেন।—"আপনাদিগের মধ্যে যদি কাহার সাধ্য থাকে তাহা হইলে আমার ন্যায় এই ত্রিশূলের উপর উপবেশন করিয়া আমার সহিত শাস্ত্র বিচার করুণ।" ঐ সভায় রামানন্দ স্বামী ও কবীর উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসীগণ মধ্যে কেহই ত্রিশূলের উপর উপবেশন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কবীর গোরক্ষনাথকে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"আসন মারে ক্যা ভয়া, মিটা না মনকী আশ।
তেলি কেরে বৈল জ্যোং ঘরমে কোশ পচাঁশ ৷৷"

"আপনি আসন সিদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে কি হইয়াছে ? আপনার মনের বাসনা মিটে নাই। আপনি তেলির বৈলের ন্যায় অর্থাৎ কলুর বলদের ন্যায় ঘরের মধ্যে থাকিয়াও পঞ্চাশ ক্রোশ ভ্রমণ করিতেছেন।" "ত্রিশূল পর ইয়া বাঁশ বরত পর তো বাজীগর ভী চঢ় সকতে হ্যায়। ম্যায় নে•আপকে ওয়াস্তে আসন আসমান মে বিছায়া হ্যায়। অগর আপ উসপর বৈঠ সকেঙ্গে তো জো আপ কহেঙ্গে সো হাম সব করেঙ্গে।।" ত্রিশূল কিম্বা বাঁশের উপর বাজীকরগণও আরোহণ করিতে পারে। আমি আপনার জন্য আকাশে আসন প্রস্তুত করিতেছি আপনি যদি ঐ স্থানে উপবেশন করিতে পারেন তাহা হইলে আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। এই কথা বলিয়া কবীর তাঁত বয়নের একটী নলি হইতে সূত্র বাহির করিয়া তাহার এক কোন মাটীর সহিত লাগাইয়া দিলেন। ঐ নলির সূত্রের অপর অংশ উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ কবীর ও স্বয়ং অদর্শন হইয়া গেলেন। বিমান হইতে শব্দ হইতে লাগিল "হে নাথজী ? আসন তৈয়ার হ্যায় আইয়ে।" গোরক্ষনাথ কবীরের এই অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ত্রিশূলের উপর হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। কবীরও গগন হইতে নিম্নদেশে প্রগট হইলেন। গোরক্ষনাথের সহিত কবীরের গোষ্ঠী হইল। বিচারে গোরক্ষনাথ পরাজিত হইয়া কবীরকে "বন্দগী" করিয়া কাশী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।।

এইরূপে কয়েক বৎসর কবীর কাশীধামে কথা ও কীর্ত্তন দ্বারা

ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। কবীরের উপর কাশী বাসী ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ ও হিংসা ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। কবীর যখন দেখিলেন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন এক্ষণে আর কাশীতে বাস করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া কলহ করা কর্ত্তব্য নহে। তখন কবীর তাঁহার নিত্য সঙ্গী ভক্তগণকে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিম্নদেশে মগহর নামক স্থানে যাইয়া বাস করিবেন ও তথায় ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন।

যথা মহাত্মা দাদুর বাণী ঃ—

"কাশী তজী মগহর গয়ে, কবীর ভরসে রাম।
সৈদেহীঁ সাঁই মিল্যা দাদুপুরে কাম ॥"

কবীর কাশী ত্যাগ করিয়া রামান্বেষণে মগহর গিয়াছিলেন। হে দাদু! রাম অগোপনে তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কবীর কাশী ত্যাগ করিবেন শুনিয়া কবীর ভক্তগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কবীরকে বলিলেন "আপনি সমস্ত জীবন মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে তপস্যা করিলেন এক্ষণ অন্তকালে কাশী ত্যাগ করিয়া মগহর গমন করিবেন ইহা কখনই হইতে পারে না। জীব মাত্রেই কাশীতে দেহত্যাগ করিলে সে মুক্তি লাভ করে আপনি ইহা অবগত হইয়াও কেন কাশী ত্যাগ করিতেছেন?"

(১২)

কবীরের জীবনের শেষ অঙ্ক।

মগহরে গমন ও অন্তর্দ্ধান এবং সমাধি।

কবীর ভক্তগণকে বুঝাইতে লাগিলেন—

"রাম ভক্তিপর জাকো হিত চিত তাকো অচরজ কাহা।
গুরু প্রতাপ সাধকী সঙ্গত জগজীতৈ জাত জুলাহা॥
ক্যা কাশী ক্যা ঊষর মগহর হৃদয় রাম বস মোরা।
জো কাশী তনু তজে কবীরা রামকো কোন্ নিহোরা॥"

রাম ভক্তির উপর যাহার চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে তাহার মৃত্যু যে কোন স্থানে হউক না কেন সে মুক্তি লাভ করিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সদগুরুর প্রতাপে আমি এমন সাধু সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি জাতি জোলা হইয়াও জগত জয় করিয়াছি। মুক্তি ক্ষেত্র কাশীই বা কি, এবং ঊষর (অনুর্ব্বর) ক্ষেত্র মগহর ইবা কি? যদি আমার হৃদয় কমলে রামচন্দ্র বাস করেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে কাশী ও মগহর উভয়ই তুল্য। যদি কবীর কেবল কাশীতে দেহ ত্যাগ করিয়াই মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ভগবান রামকে কে ভজনা করিবে? অর্থাৎ কাশীতে মৃত্যু হইলেই যদি মানব মুক্তি পাইতে পারে তাহা হইলে আর ভগবানকে ভজনা করার আবশ্যক করে না।

কবীর মগহরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া তৎপর দেহত্যাগ করিবেন এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সম্বত ১৪৭৫ সালের মাঘ মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে কাশী ত্যাগ করিয়া মগহরে গমন করিলেন। কবীর কাশী ত্যাগ করিলে কাশীবাসী রাম ভক্তগণ হায় হায় করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাশী নগরী শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"আমাদের ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ। যে মহাপুরুষের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম; আজ তাঁহাকে আমরা হারাইলাম। যাঁহার কথামৃত পান ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমরা গৃহ ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়াছিলাম তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এখন আমরা কি করিব?" এইরূপ রোদন করিতে করিতে ভক্তগণ মধ্যে অনেকেই মগহর গমন করিলেন। কবীরের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মহাশত্রুগণও কবীরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "কবীর মহাপুরুষ ও সদগুরু, তিনি যখন কাশীতে ছিলেন তখন আমরা তাঁহার কথা শুনি নাই। যদি কবীর দয়া করিয়া পুনরায় কাশীতে আগমন করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার চরণ তলে পতিত হইব।"

এদিকে কবীর গোরক্ষপুর ও বস্তি জেলার মধ্যবর্ত্তী অমী নদীর তীরে মগহর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কবীর মগহরে দেহত্যাগ করিবেন শুনিয়া কবীরের শিষ্য বীরসিংহ বঘেলা তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া গোরক্ষপুর উপস্থিত হইলেন। কবীরের মুসলমান

শিষ্য গোরক্ষপুর প্রদেশের নবাব বিজলী খাঁ পাঠান ও সংবাদ পাইয়া মগহরে আসিয়া মিলিত হইলেন। কাশী হইতেও ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্তগণের ভীড় হইতে লাগিল। কয়েক মাস পর্য্যন্ত কবীর মগহরে থাকিয়া ভক্তগণকে প্রেম, ভক্তি বৈরাগ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। সঙ্গীত করিয়া ভক্তগণের মন প্রাণ হরণ করিলেন। ক্রমে "শেষের সেদিন" নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কবীর বলিতে লাগিলেন ঃ—

"কবীর মায়া মার মন মারিয়া রাখা অমর শরীর।
আশা তৃষ্ণা মারিকে স্থির ভয় রহা কবীর ॥১॥

কবীরা ত হরিপৈ চলা মায়া মোহ সো তোরি।
গগন মণ্ডল আসন কিয়া কাল রহা মুখ মোরি ॥২॥

কবীরা যন্ত্র ন বাজই টুটি গয়া সব তার।
যন্ত্র বেচারা ক্যা করে চলৈ সো বাজাবন হার ॥৩॥

বৈদ মুয়া রোগী মুয়া, মুয়া সকল সংসার।
এক কবীরা ন মুয়া যাকে রাম আধার" ॥৪॥

কবীর মায়া ও মনকে মারিয়া অমর শরীর (হংস শরীর) রাখিয়াছেন। আশা তৃষ্ণা মারিয়া কবীর স্থির হইয়া বসিয়াছেন। ১।

কবীর মায়া মোহ ভঙ্গ করিয়া হরির দিকে যাইতেছেন। কবীর গগন মণ্ডলে আসন করিয়াছেন। কাল কবীরকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে।২।

কবীর এই দেহরূপ যন্ত্র আর বাজে না, সকল তারগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যন্ত্র বেচারা কি করিবে ? সে যন্ত্রীর (বাজানেওয়ালার) দিকে যাইতেছে।৩।

বৈদ্য মরিয়াছে, রোগীও মরিয়াছে, সকল সংসারই ক্রমে মরিবে। কিন্তু কবীরের মৃত্যু নাই, কবীর রামকে আশ্রয় করিয়াছেন।৪।

ভক্তগণ দেখিলেন কবীর তাঁহার শেষ বাণী বলিতেছেন। ইহ জগত ত্যাগ করিয়া তিনি সত্বরই চলিয়া যাইবেন। তখন তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিবস গত হইল একদিন কবীর স্বামী নদীর তীরে দুইখানি চাদর আনিয়া তাহার একখানি ভূমিতে বিছাইলেন। এবং ঐ চাদরের উপর পুষ্প শয্যা রচনা করিতে করিতে একটি সঙ্গীত গান করিলেন সেই সঙ্গীতের শেষ পদ এই :—

"অব তউ জায় চঢ়ে সিংহাসন মিলে হ্যায় সারঙ্গ পাণী।
রাম কবীরা এক ভয়ে হ্যায় কোইন সকৈ পছানী"।।

অর্থাৎ আমি এক্ষণ বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিয়া নারায়ণের সিংহাসনে আরোহণ করিব এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইব। রাম ও কবীর এক হইয়া যাইবে। তখন কবীরকে কেহই চিনিতে পারিবে না।

অতঃপর কবীর অপর চাদর খানি গায় দিয়া পুষ্প শয্যার উপর শয়ন করিলেন। কবীরের হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণ কবীরের শয্যার চারিদিক বেষ্টন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তখন পুষ্প শয্যায় উপর শয়ন করিয়া কবীর এই সঙ্গীতটী গান করিলেন ঃ—

"গাউ গাউরী তুল হনী মঙ্গল চারা।
মেরে গৃহ আয়ে রাজা রাম ভতারা। ১।
নাভি কমল মহ বেদী রচিলে ব্রহ্মা বেদ উচারা।
রাম রায় সো তুলহ পায়িউ ধনি ধনি ভাগ হামারা ॥২॥
সুর তেতীসোঁ কৌতুক আয়ে মুনি জন সহস আঠাসী।
কহৈ কবীর হাম ব্যাহ চলে হ্যায় পুরুষ এক অবিনাশী" ॥৩॥

হে সখীগণ তোমরা আমার বিবাহের মঙ্গল গীত গান কর। আমার ভর্ত্তা রাজা রাম আমার গৃহে আসিয়াছেন। আমার নাভি কমলে বেদী রচনা করিয়া (নাভি কমলে) ব্রহ্মা বেদ উচ্চারণ করিতেছেন। রাম রাজাকে আমি স্বামী পাইয়াছি। ধন্য ধন্য আমার ভাগ্য। তেত্রিশ কোটি দেবতা আঠাস সহস্র মুনিগণ আমার বিবাহের কৌতুক দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। কবীর বলেন এক অবিনাশী পুরুষের সহিত আমার বিবাহ হইল। আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। এইটিই কবীরের শেষ সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের পর কবীরের কণ্ঠ রোধ হইল, কবীর জন্মের মত নিরব হইলেন।

—০:*:০—

মহাত্মা কবীরের জীবনী।

কবীর দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে যে সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন বঙ্গের কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা এই প্রকার :—

"মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টি পাতে,
জীবন বধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা !
বরণ মালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে ;
কবে নীরব হাস্য মুখে
আস্‌বে বরের সাজে !
সে দিন আমার র'বে না ঘর,
কেই বা আপন কেই বা অপর
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

হিন্দুরাজা বীরসিংহ বাঘেলা প্রমুখ বহু হিন্দুগণ এবং নবাব বিজলীখান পাঠান প্রমুখ বহু মুসলমানগণ কবীরের মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে কবীরের দেহের সংকার সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের ইচ্ছা যে কবীরের দেহ তাঁহারা দাহ করেন, মুসলমানদিগের ইচ্ছা হইল যে কবীরের দেহ তাঁহারা কবরস্থ করেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল এমন সময়ে কবীর স্বয়ং যুদ্ধস্থলে আভির্ভূত হইয়া বলিলেন, "তোমরা যুদ্ধ করিও না, আমার মৃতদেহের আবরণ বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখ" এই কথা বলিয়া কবীর অন্তর্হিত হইলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, বস্ত্রতলে শব নাই, কেবল একরাশি পুষ্প রহিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানগণ উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধ না করিয়া ঐ পুষ্পের অর্দ্ধভাগ হিন্দুগণ ৺কাশীধামে আনয়ন করিয়া তাহা দগ্ধ করিলেন। বারাণসীর যে স্থানকে বর্ত্তমানে "কবীর চৌরা" বলে ঐ স্থানে দগ্ধ পুষ্পের ভস্মগুলি তাঁহারা সমাধিস্থ করিলেন। মুসলমানগণ অপরার্দ্ধ ঐ মগহরেই ভূগর্ভে নিহিত করিয়া তদুপরি এক সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মান করিলেন।

বারাণসীর "কবীর চৌরা" ও মগহরের দরগা উভয়ই কবীর-পন্থীদিগের তীর্থস্থান। ৺কাশীর "কবীর চৌরা" কবীর-পন্থীদিগের সর্ব্ব-প্রধান পবিত্র স্থান। কবীর চৌরার চারিদিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে বৃহৎ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে মহাত্মা কবীরের



"মগহর
মহাত্মা কবীরের তিরোভাব।"

সমাধি। কবীরপন্থী সাধুগণ প্রত্যহই ঐ সমাধিস্থানে পূজা ও ভোগ দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল সাধু কবীরপন্থী বারাণসী নগরী দর্শন করিতে আগমন করেন তাঁহারা কবীর চৌরায় আশ্রয় ও ভোজনদ্রব্য পাইয়া থাকেন। কবীর চৌরার প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটি নাতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠ আছে। ঐ প্রকোষ্ঠে মহাত্মা কবীরের ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভগদাস ও শ্রুত গোপালের একটি তৈল চিত্র আছে। গুরু রামানন্দের চিত্র ও তাঁহার ভক্ত শিষ্য রইদাস চামারের চিত্রও আছে। ঐ প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে কবীর পন্থীদিগের বহু গ্রন্থাদি রহিয়াছে। একজন পণ্ডিত, ভক্ত কবীর-পন্থী সাধু সর্ব্বদা ঐস্থানে থাকিয়া, মহাত্মা কবীরের বাণী ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসু দর্শক কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। পাঠক পাঠিকাগণ তীর্থ দর্শন উপলক্ষে ৺কাশীধামে গমন করিলে অবশ্য এই স্থান দর্শন করিবেন।

মহাত্মা কবীরের জীবন চরিত্রে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিত হইয়াছে। এইসকল ঘটনা সর্ব্বথা সত্য ও প্রামাণিক। সুতরাং ইহার অলৌকিকতা শ্রবণ করিয়া কেহ যেন অবিশ্বাস বা দ্বেষ না করেন যেহেতু অচিন্ত্যপ্রভাব মহানুভাব পুরুষদিগের অলৌকিক চরিত্রে দ্বেষ করা মন্দ বুদ্ধি পুরুষের কার্য্য। "অলোক সামান্ত মচিন্ত্য হেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতংমহাত্মনাম।"

ইসাহীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বায়বেলে এইরূপ লিখিত আছে যে সিনাই (Senai) পর্ব্বতের উপর মুসা (Moses) ঈশ্বর দর্শন করিয়া-

ছিলেন। ঈশ্বর ঐ পর্ব্বতের উপর মুসার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। প্রাচীন ইহুদী জাতিকে মুসা অলৌকিক কৌশলে লোহিত সাগর পার করিয়াছিলেন। Prophet Elisia (ইলিসিয়া) অগ্নিময় রথে আরোহন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। Prophet Jonah জোনাকে তিমি মৎস্যে উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। তিমি মৎস্যের উদরের মধ্যে থাকিয়া Jonah জোনা ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। যিশুখৃষ্ট একখানি রুটি দ্বারা বহু লোকদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যিশু সমুদ্রের জলের উপর দিয়া গমন করতঃ শিষ্য পিটারকে (Peter) রক্ষা করিয়াছিলেন। যিশু দেহত্যাগ করিবার পরে কবর হইতে পুনরুত্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের বহুকাল পরে যখন সেণ্টপল (St Paul) দামাস্কাস (Damascus) নগরে যাইতে-ছিলেন তখন পথে আকাশমার্গে থাকিয়া যিশু সেণ্টপলকে (St Paul) দর্শন ও উপদেশ দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বিদ্যায় শিক্ষিত ভারতবাসীগণ এই সকল অলৌকিক ঘটনা যদি বিশ্বাস করিতে পারেন তাহা হইলে মহাত্মা কবীর সম্বন্ধীয় যে সকল অলৌকিক কথা লিখিত হইয়াছে তাহা কেন বিশ্বাস করিবেন না? ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি Shakespear বলিয়াছেন "There are more things in Heaven and earth which your philosophy cannot dream of."

মহাত্মা কবীরের জীবনী সমাপ্ত।

মহাত্মা কবীরের বাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

"জ্ঞেয়ং যৎতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।"

বাণী ॥ ১ ॥

পণ্ডিত বাদ বদে সো ঝুটা।
রামকো কহে জগত গত্‌ পাবে খাঁড় কহে মুখ মিঠা ॥
পাবক কহে পাও যো দাহে জল কহে তৃষ্ণা বুঝাই।
ভোজন কহে ভুখ যো ভাগে তো দুনিয়া তর যাই ॥
বিন্‌ দেখে বিন্‌ দরশ পরশ বিন্‌ নাম লিয়ে ক্যা হোই।
ধন্‌কে কহে ধনী যো হোবে নির্দ্ধন রহে ন কোই ॥
নর্‌কে সাথ সুগা হরিবোলে, হরি প্রতাপ নহি জানে।
যো কবহী উড়ি যায় জঙ্গলকো তো হরি সুরতি ন জানে ॥
সাঁচী দেহ বিষয় মায়া সঙ্গ হরি ভক্তন কি হাঁসী।
কহে কবীর রাম ভজে বিন্‌ বাঁধে যমপুর যাসী ॥"

ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন কেবল নাম লইয়া কোনও ফল নাই। শ্রীকবীর জী নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতেছেনঃ—পণ্ডিতগণ

যে বাদ বিতণ্ডা করেন, তাহা মিথ্যা। রাম বলিলেই যদি জগতের লোক পরিত্রাণ পাইত, তাহা হইলে খাঁড় (চিনি) বলিলেইত মুখ মিষ্ট হইতে পারে। যদি অগ্নি বলিলে চরন দগ্ধ হয় ও জল বলিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, আর যদি ভোজন বলিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তবে রাম বলিলেইত লোক তরিয়া যাইতে পারিবে। দর্শন ও স্পর্শন না করিয়া কেবল নামোচ্চারণ করিলে কি হইবে? ধন বলিলেই যদি ধনী হওয়া যাইত, তবে আর কেহ নির্দ্ধন থাকিত না। মনুষ্যের সঙ্গে শুক পক্ষী হরিনাম করে, কিন্তু হরির মহিমা জানে না। যদি কখনও সে জঙ্গলে উড়িয়া যায়, তবে আর হরি স্মরণ করে না। বিষয় মায়া যুক্ত দেহই সত্য, এই কথা বলা হরি-ভক্তের পক্ষে হাস্যের বিষয়। কবীর বলেন, হে জীবগণ? রাম ভজন না করিলে তুমি বাঁধা পড়িয়া যমপুরে গমন করিবে।

বাণী ॥ ২ ॥

"য়্যায় সে জনম জরি যায় জগ আয় কে।
আপনা জু কায়া পোষে আউরে কল্লায় কে॥
কোই পূজে কঙ্কর পথর মূরতি বনায় কে।
জিন সাহেব নে কায়া সির্জা তাহে বিস রায় কে॥
কোই মারে মেড়া বক্‌রা তুরগা বন বাঁয় কে।
আপন জিয়রা পালে পাপী পরায় জী সতায় কে॥
কোই সতাবে মাতা পিতা গুরু তিয়া বুলায় কে।
আপন উদর ভরে পাপী হরি বিস রায় কে॥

কোই করে দান দক্ষিণা ব্রাহ্মণ বুলায় কে।
কোই হরে পর ধন গলে ফাঁসী লগায় কে ॥
কহত কবীরা বাণী শুন মন লায়কে।
রামকে ভজন বিন্ মরোগে বৌ রায় কে" ॥

শ্রীকবীর জী জগতের লোকের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। এই জগতে মানব জন্মগ্রহন করিয়া এই রূপেই তাহার জন্ম জ্বলিয়া গেল। লোকে অন্যকে দুঃখ দিয়া আপন শরীর পোষণ করিতেছে। যে ঈশ্বর দেহ সৃজন করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে বিস্মরণ পূর্ব্বক কঙ্কর ও প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতেছে। কেহ বা দুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ছাগ ও মেষ বলি দিতেছে। পাপাত্মা ব্যক্তিগণ পরের প্রাণে পীড়া দিয়া আপন জীবন পালন করিতেছে। কেহ বা স্ত্রী গ্রহণ করিয়া পিতা মাতা গুরুজনকে পীড়ন করিতেছে। পাপী ব্যক্তি হরিকে বিস্মৃত হইয়া আপনার উদরই পরিপূর্ণ করিতেছে। কেহ ব্রাহ্মণ গণকে আহ্বান করিয়া দান ও দক্ষিণা দিতেছে। কেহ বা গলায় ফাঁসি দিয়া পর ধন হরণ করিতেছে। কবীর বলেন, হে জীব, আমার বাণী মন দিয়া শ্রবণ কর, রাম—ভজন না করিলে ক্ষিপ্ত হইয়া মরিবে।

বাণী ॥ ৩ ॥

"লঙ্কা সা কোট সমুদ্রসী খাই।
তিহ রাবণ ঘর খবর ন পাই ॥ ১ ॥

কিয়া মাঙ্গউ কছু থির ন রহায়ী।
দেখত নৈ ন চলউ জগ যাই ॥ ২ ॥
এক লাখ পুত সবা লাখ নাতী।
তিহ রাবণ ঘর দীয়া ন বাতি ॥ ৩ ॥
চন্দ সূরজ যাকে করত রসোই।
বৈ সংন্তর যাকে কাপড়া ধোয়ী ॥ ৪ ॥
গুরু মত রামৈ নাম বসাই।
অস্থির রহৈ ন কতহু যাই ॥ ৫ ॥
কহত কবীর শুন হু রে লোই।
রাম নাম বিন মুকত ন হোই" ॥ ৬ ॥

ঈশ্বর বিমুখ মানব বহু ধন, বহু পুত্র, পৌত্রাদির অধিকারী হইলেও কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। সকলই নশ্বর। শ্রীকবীর জী লঙ্কাধিপতি রাবণের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবকে বৈরাগ্যের পথে আসিতে বলিতেছেন। লঙ্কার ন্যায় কোট বা দুর্গ এবং সমুদ্রের মত খাই, যাহার ছিল এমন যে রাবণ সেই রাবণের ঘরের খবর এখন পাওয়া যায় না। হে প্রভু! তোমার নিকট আমি কি প্রার্থনা করিব? এ সংসারেত কিছুরই স্থিরতা নাই। নয়নে দেখিতে দেখিতে জগতের সকল বস্তুই—নদীর প্রবাহের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। যে রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি ছিল সেই রাবণের গৃহে সন্ধ্যাকালে বাতি দিবার জন্য এক জন মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। রাবণ কি রূপ ছিল? চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার রসোই

বা অন্নপাক করিতেন। অগ্নিদেব যাহার বস্ত্র ধৌত করিতেন। সদগুরু মুখ নিসৃত রাম নাম হৃদয় পদ্মে স্থাপন কর। যে মানব রাম নাম হৃদয় পদ্মে স্থাপন করিতে পারিবে সেই জীবই স্থির থাকিবে। ঐ স্থান হইতে কেহ তাহাকে চ্যুত করিতে পারিবে না। কবীর বলেন হে লোকগণ ; রাম নাম ভিন্ন কখনও মুক্ত হইতে পারিবে না। এই বাণী ৫ম শিখ গুরু অর্জ্জুন শিখদিগের আদি গ্রন্থ ভুক্ত করিয়াছেন।

বাণী ॥ ৪ ॥

"অন্তর মৈলা যো তীরথ নাবৈ তিস বৈকুণ্ঠ ন যানা।
লোক পতী নৈ কছু ন হোবৈ নাহি রাম অয়ানা ॥ ১ ॥
পূজহু রাম একহী দেবা।
সাচ্চা নাবন গুরুকী সেবা ॥
জল কৈ মজ্জন যে গতি হোবে নিত নিত মণ্ডুক নাবহ।
য্যায়সে মণ্ডুক ত্যায়সে উয় নর ফির ফির যোনি পাবহ ॥ ২ ॥
মনহু কঠোর মরে বণারস নরক ন বাচিয়া যাই।
হরিকা সন্ত মরৈ মগমে ত সগলী সৈন তরায়ী ॥ ৩ ॥
দিবস রৈণ বেদ নহী শাস্ত্র তহা বসৈ নিরংকারা।
কহ কবীর নর তিসকো ধিয়াবহু বাবরিয়া সংসারা" ॥ ৪ ॥

কোন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তীর্থ স্নানের উপদেশ দিতেছেন শুনিয়া শ্রীকবীরজী বলিতেছেন :—

যাহার অন্তরে ময়লা রহিয়াছে, সে যদি তীর্থে স্নান করে তাহা

হইলে সে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিবেনা। বহু তীর্থে স্নান করিলে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় বটে কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইবে না কারণ ভগবান রাম ত এমন অজ্ঞানী নহেন যে অশুদ্ধচিত্ত ও দাম্ভীক লোককে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিবেন। এক রাম দেবতার পূজা কর। গুরু সেবাই সত্য তীর্থে স্নান। জলে যদি মজ্জন করিলেই উত্তমগতি প্রাপ্ত হওয়া যাইত তাহা হইলে মণ্ডুক অর্থাৎ ভেকগণ ত নিত্য নিত্যই স্নান করিতেছে। তাহারা ত উত্তমগতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। মণ্ডুকের স্নান ও অশুদ্ধ চিত্ত এবং দাম্ভীক ব্যক্তির স্নান একই প্রকার। মণ্ডুকের ন্যায় ঐ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণ করিবে। যাহার মন কঠোর বারাণসীতে যদি তাহার মৃত্যু হয় সে নরক হইতে বাঁচিতে পারিবে না। হরি ভক্ত যদি ভাগাড়ে অথবা অতি কুৎসিত স্থানেও দেহ ত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি নিজেও তরিয়া যান অন্য সেবক ও ভক্তদিগকে তারণ করেন। যেস্থানে দিন, রাত্রি নাই। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধিকার নাই সেই স্থানে পরব্রহ্ম নিরাকার পরমেশ্বর বাস করিতেছেন। কবীর বলেন হে বাহ্যিক তীর্থ স্নানকারী ভ্রান্ত মানবগণ! তাঁহাকে ধ্যান কর। এই বাণী শিখগুরুগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

বাণী ॥ ৫ ॥

"আল্লা রাম জীব তেরী নাঁই।
জন পর মেহর হো হু তুম সাইঁ ॥ ১ ॥
ক্যা মূড়ী ভুমি হি শির নায়ে ক্যা জল দেহ নহায়ে।

"খুন করৈ মসকীন কহা বৈ গুণকো রহৈ ছিপায়ে ॥ ২ ॥
ক্যা হো উজু মজ্জন কিয়ে, ক্যা মসজিদ শির নায়ে।
হৃদয়া কপট নিমাজ গুজারৈ, ক্যা হো মক্কা যায়ে ॥ ৩ ॥
হিন্দু একাদশি চৌবিশ, রোজা মুসলমান তীস বানায়ে।
গ্যারহ্ মাস কহো কিন্ টারৌ ইয়ে কেহি মাহঁ সমায়ে ॥ ৪ ॥
পুরব দিশিমে হরিকা বাসা পশ্চিম আল্লাকা মুকামা।
দিলমে খোজ দিলমে দেখো ইয়া হ্যায় করীমা রামা ॥ ৫ ॥
যো খোদায় মসজিদমে বসতু হ্যায় আউর মুল্লুক কেহি কেরা
তীরথ মূরতি রাম নিবাসী তুহু মহঁ কিনহুঁ ন হেরা ॥ ৬ ॥
বেদ কিতাব কীন কিন ঝুঠা, ঝুঠা যো ন বিচারৈ।
সব ঘট মাহঁ এক করি লেখৈ ভৈ দুজা করি মারৈ ॥ ৭ ॥
যেতে আউরত মর্দ্দ উপানে সো সব রূপ তুমহারা।
কবীর পোঙ্গড়া আল্লা রামকা সো গুরু পীর হামারা" ॥ ৮ ॥

শ্রীকবীর জী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। উভয় ধর্ম্মের ভূল ও কুসংস্কার প্রদর্শন করিতেছেন। হে ভগবান! তোমাকে মুসলমানগণ আল্লা ও হিন্দুগণ রাম বলিয়া ডাকিতেছে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তুমি বিভু চৈতন্যরূপে বাস করিতেছ। প্রত্যেক জীব তোমার অংশস্বরূপ। "মমৈ বাংশো জীব লোকে জীব ভূতঃ সনাতনঃ"। তুমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ঈশ্বর। তাহাদের উপর তুমি "মেহের" বা দয়া কর ॥ ১ ॥

মুসলমানগণ "মুড়ী ভূমি" অর্থাৎ গোরস্থানের উপর মস্তক অবনত করিতেছেন। হিন্দুগণ বহুজল দ্বারা দেহ ধৌত করিতেছেন। "খুন" অর্থাৎ জীব হত্যা করিয়া তোমার নিকট তাহা গোপন করিতেছে এবং নিজেকে "মসকীন" অর্থাৎ ফকীর বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তুমি ত সর্ব্বত্র পূর্ণ। সকলইত তুমি দেখিতেছ ॥ ২ ॥ মুসলমানগণ উজু করিতেছেন, হিন্দুগণ নানা নদীতে মজ্জন করিতেছেন। মসজিদে মস্তক নত করিলে কি হইবে ? তোমার হৃদয় কপট, কপট হৃদয়ে নমাজ করিলে অথবা মক্কায় গমন করিলে কি ফললাভ হইবে ॥ ৩ ॥ হিন্দুগণ এক বৎসরের মধ্যে চব্বিশ দিন একাদশীর উপবাস করেন। মুসলমানগণ ত্রিশ দিন রোজা করেন। আর একাদশ মাসের কি দোষ হইল ? সকল দিবসইত ভগবানের, তবে চব্বিশ দিন একাদশী ও একমাস রোজা করিয়া কি ফল হইবে ? ॥ ৪ ॥ হিন্দুগণ বলেন যে পূর্ব্বদিকে হরির নিবাস। মুসলমানগণ বলেন যে আল্লার মোকাম বা স্থান পশ্চিম দিগে। তোমার হৃদয় অনুসন্ধান কর। তোমার হৃদয়ের মধ্যেই করীম বা রাম বাস করিতেছেন ॥৫॥ যদি খোদা কেবল মসজিদেই বাস করেন তাহা হইলে অন্য মুল্লুক কাহার ? মূর্ত্তির মধ্যে ও তীর্থেই যদি রাম বাস করেন তাহা হইলে অন্য স্থানে কি রাম বাস করেন না ? মূর্ত্তির মধ্যে ও তীর্থ স্থানে রামকে কেহ দেখিতে পায় নাই। যাহারা বেদ ও কেতাবের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই তাহারাই উঁহাকে মিথ্যা বলে। সকল পদার্থে সম দৃষ্টি কর, দ্বৈধ ভাবই ভ্রমের মূল হে ভগবান ! পৃথিবীতে যত

নর নারী সৃষ্টি করিয়াছ সকলই তোমার স্বরূপ। জীবমাত্রেই আল্লা ও রামের সন্তান। এইপ্রকার সমদর্শী যে ব্যক্তি কবীর বলেন তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর ॥

বাণী ॥ ৬ ॥

"সন্তো দেখত জগ বৌরানা ·
সাঁচ কহোঁ তৌ মারন ধাবৈ, ঝুঠে জগ পতিয়ানা ॥ ১ ॥
নেমী দেখে ধর্ম্মী দেখে প্রাত করহি অসনানা।
আতম মারি পাষাণ হিঁ পূজৈ উনমে কছু ন জ্ঞানা ॥ ২ ॥
বহুতক দেখে পীর আউলিয়া পঢ়ে কিতাব কুরাণা।
কৈ মুরীদ, তদবীর বাতাবৈ, উনমে উহৈ জো জ্ঞানা ॥ ৩ ॥
আসন মারি ডিম্ভ ধরি বৈঠে মনমে বহুত গুমানা।
পীতল পাথর পূজন লাগে তীরথ গর্ব্ব ভুলানা ॥ ৪ ॥
হিন্দু কহৈ মোহ রাম পিয়ারা তুরক কহৈ রহিমানা।
আপসমে দোউ লড়ি লড়ি মূয়ে মর্ম্ম ন কাহু জানা ॥ ৫ ॥
ঘর ঘর মন্ত্র জো দেত ফিরত হ্যায় মহিমাকে অভিমানা।
গুরু বা সহিত শিষ্য সব বুড়ে অন্তকাল পছিতানা ॥ ৬ ॥
কহহি কবীর শুন হো সন্তোইয়ে সব ভর্ম ভূলানা"।
কেতিক কহো কথা নাহি মানৈ আপহি আপ সমানা" ॥ ৭ ॥

শ্রীকবীর জী বলিতেছেন হে সাধুগণ? দেখিতে দেখিতে জগতের লোক ভ্রান্ত হইয়া গেল। সত্য কথা যদি কাহাকেও বলি তাহা হইলে আমাকে প্রহার করিতে উগ্যত হইবে আর যদি

কেহ মিথ্যা কথা বলে তাহা হইলে তাহাই জগতের লোক বিশ্বাস করিবে। আমি অনেক "নেমী" নিয়ম পালন কারী অথবা সংযমী ও ধার্ম্মিক লোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে তাঁহারা স্নান করেন। "আতম মারি" আত্মা অর্থাৎ জীব (ছাগ, মেষ, মহিষাদি) মারিয়া তাহাদের রক্ত ও মুণ্ড লইয়া প্রস্তরের মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন, উহা-দের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। বহুতর পীর আউলিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা কেতাব, কোরান, পাঠ করেন। তাঁহারা "মুরীদ" অর্থাৎ শিষ্য করিয়া তাহাদিগকে মুরগী ও ছাগের গলদেশে ছুরি দ্বারা "হালাল" করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। উহাদের যেরূপ জ্ঞান সেইরূপই উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বা আসনের উপর দম্ভ করিয়া বসিয়া থাকেন এবং মনে মনে "গুমান" অর্থাৎ অহংকার করিয়া বলিয়া থাকেন আমার ন্যায় সিদ্ধ কে আছে? কেহ বা পিত্তল ও প্রস্তরের মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন ও তীর্থের গর্ব্বে ভুলিয়া রহিয়াছেন। হিন্দুগণ বলেন যে রাম আমাদের প্রিয়। মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন "রহিমান" আমাদের প্রিয়। উভয়েই পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মরিতেছেন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কেহই জানিতে পারেন নাই। ঘরে ঘরে যাহারা মন্ত্র দিয়া অভিমান করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের এমনই মহিমা যে শিষ্যদিগকে উদ্ধার করিয়া দিলেন—এমন গুরুগণ শিষ্যদিগের সহিত সংসার সাগরে ডুবিয়া মরিবে এবং অন্তকালে পরিতাপ করিবে। কবীর বলেন হে সাধুগণ; শ্রবণ কর। সকলেই ভ্রমবশতঃ ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কতবার বলিয়াছি, আমার কথা কেহই মানিলেন

না। "আপহি আপ সমানা" জীব আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়। "সোহং" আমি ব্রহ্ম এই প্রকার গর্ব্ব করিয়া থাকে। বাস্তবিক জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই বাণী দ্বারা শ্রীকবীর জী অদ্বৈতবাদীদের ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন।

বাণী ॥ ৭ ॥

"য়্যায় সো ভর্ম বিগুর চিন ভারী।
বেদ কিতাব দীন আউর দোজক কোন্ পুরুষ কোন্ নারী ॥ ১ ॥
মাটীকা ঘট্ সাজ বনায়া নাদে বিন্দু সমানা।
ঘট বিনশে ক্যা নাম ধরহু গে আহম্মক খোজ ভুলানা ॥ ২ ॥
একৈ হাড় ত্বচা মল, মূত্রা, রুধির * * * ইক্ মূদ্রা।
এক বিন্দুতে সৃষ্টি রচ্যো হ্যায় কোন্ ব্রাহ্মণ কোন্ শুদ্রা ॥ ৩ ॥
রজগুণ ব্রহ্মা, তমগুণ শঙ্কর, সতো গুণী হরি সোই।
কহৈ কবীর রাম রমি রহিয়া হিন্দু তুরক ন কোই" ॥ ৪ ॥

এইরূপ ভ্রম বশতঃই চিন্মাত্র জীব "বিগুর চিনভারী" অর্থাৎ অত্যন্ত বিগড়িয়া বা ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়ই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন। হিন্দুগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার মত সৃষ্টি করিয়াছেন। মুসলমানগণ কিতাবের "সরা" লইয়া পৃথক "দীন" বা ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছেন। হিন্দুগণ নরক, স্বর্গ এবং মুসলমানগণ ভেস্ত, দোজক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যদি বেদ ও কিতাবের তাৎপর্য্য দেখা যায় তাহা হইলে কেই বা পুরুষ কেই বা নারী তাহা নির্ণয় করা যায় না। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান" ইতি শ্রুতি।

যখন স্ত্রী পুরুষের কোন ভেদ নাই তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কেন ভেদ থাকিবে? ॥ ১ ॥ নাভীর নিম্নদেশে দশ অঙ্গুলী স্থানে প্রাণ বায়ুর সংযোগ হইয়া নাদ উত্থিত হয়। তাহাতে বিন্দু বা বীর্য্যের সংযোগে এই মাটীর ঘট বা দেহের সাজ প্রস্তুত হয়। তখন ইহাকে দেহ বা শরীর বলা হয়। এই ঘট নষ্ট হইলে ইহা কে নাম ধারণ করিবে? অর্থাৎ নাম রূপ সকলই মিথ্যা। আহম্মক জীব এই নাম রূপের খোজে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবাত্মার নাম রূপ নাই ॥ ২ ॥

এক বিন্দু হইতে অর্থাৎ বীর্য্য হইতে হাড়, ত্বক, মল, মূত্র, রক্ত ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। এক বিন্দু হইতেই সকল জীব সৃষ্ট হইয়াছে। তবে কাহাকেই বা মুসলমান বলিব কাহাকেই বা হিন্দু বলিব। ব্রাহ্মণই বা কে শুদ্রই বা কে? সকলের দেহইত পাঞ্চ ভৌতিক ॥ ৩ ॥

এই নাম রূপের ভেদ বশতঃ ব্রহ্মা রজগুণী, শঙ্কর তমগুণী, হরি সত্তগুণী হইয়াছেন। এই নামরূপের ভেদে মুসলমানগণ ইহাকেই "অজাজীল, মেকাইল, ইজরাইল" ফেরাস্তা বলিয়া থাকেন। ইহা সকলই নাম রূপের ভেদমাত্র। ইহাঁদের সকলের আত্মাই এক। তাঁহার উপর অন্তর্যামীরূপে মন ও বচনের উপর শ্রীরামচন্দ্র রমণ করিতেছেন। নির্গুণ ও সগুণের উপর যে ভগবান রামচন্দ্র—কবীর বলেন তাঁহার সহিত হিন্দুও মুসলমানগণ কেহই রমণ করিতেছেন না ॥৪

বাণী ॥ ৮ ॥

"জবলগ তেল দীবে মুখ বাতী তব সুঝৈ সব কোই।
তেল জলে বাতী ঠহরাণী শুনা মন্দির হোয়ী ॥

রে বাউরে তুহ ঘরী ন রাখৈ কোই।
তুম রাম নাম জপ সোই ॥ ১ ॥
কাকী মাতা পিতা কহু কাকো কবন পুরুষ কী জোয়ী।
ঘট্ ফুটৈ কোই বাত ন পুছৈ কাঢ়হ কাঢ়হ হোয়ী ॥ ২ ॥
দেহরী বৈঠী মাতা রোবৈ, খটিয়া লে গয়ে ভাই।
লট ছিট্কায়ে তিরীয়া রোবৈ হংস একেলা যাই ॥ ৩ ॥
কহত কবীর শুন ভাই সাধু ভব সাগর কৈ তায়ী।
ইস বন্দে শির জুলম হোত হ্যায় যম নহী হটৈ গুসাই" ॥ ৪ ॥

দারা পুত্র ও কুটুম্বদিগের মায়া হইতে ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্যের দিকে জীবকে লইয়া যাইবার জন্ত শ্রীকবীর জী বলিতেছেন। হে জীব ? যে পর্য্যন্ত প্রদীপে তৈল থাকিবে সেই পর্য্যন্তই বাতী জ্বলিবে এবং মন্দিরের ভিতরের সকল পদার্থ ই দৃষ্টি গোচর হইবে। তৈল ক্ষয় হইয়া যখন বাতী নিভিয়া যাইবে তখন মন্দির শূন্ত হইবে।

হে বাতুল! তোমার দেহরূপ দীপের আয়ুরূপ তৈল ক্ষয় হইলে এক মুহূর্ত্তও তোমাকে কেহ রাখিবে না। তুমি সেই তারকব্রহ্ম রাম নাম জপ কর। কে কাহার মাতা ? কে কাহার পিতা ? কে কাহার স্ত্রী ?—এই দেহরূপ ঘট ফুটিয়া গেলে কেহ আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে না। শীঘ্র বাহির কর, শীঘ্র বাহির কর কুটুম্বগণ এই কথাই বলিবেন। তোমার মাতা গৃহদ্বারে বসিয়া ক্রন্দন করিবেন। জ্ঞাতিগণ তোমার দেহ খাটিয়ার উপর রাখিয়া না হয় শ্মশান পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন। তোহার স্ত্রী মুক্ত কেশে ক্রন্দন করিতে ২

কিয়ৎদূর গমন করিবেন কিন্তু "হংস" (আত্মা) একেলা যাইবে তাহার সঙ্গী কেহ হইবে না। কবীর বলেন হে ভাই সাধু! শ্রবন কর। এই হংসের বা আত্মার একাকী ভব সাগর পার হইতে হইবে। এই প্রমাদী জীবের মস্তকে যখন দণ্ডাঘাত পড়িবে হে গোসাই! জীব সে জন্য ব্যাকুল হইলেও যম তাহাকে ছাড়িবে না। "রামপ্রসাদ ম'ল কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥"—এই বাণী শিখ গুরুগ্রন্থে লিখিত আছে।

বাণী ॥ ৯ ॥

"ফরমান তেরা শির উপর ফির ন করত বিচার।
তুহী দরীয়া তুহী করিয়া তুঝৈ তে নিস্তার॥ ১ ॥
বন্দে বন্দেগী ইক্‌তিয়ার॥ সাহিব রোস ধরেউ কি পিয়ার॥২॥
নাম তেরা আধার মেরা জিউ ফুল জাই হ্যায় নার।
কহই কবীর গোলাম ঘরকা জিয়ায় ভাবৈ মার"॥ ৩ ॥

শ্রীকবীর জী এই বাণীদ্বারা জীবগণকে এক ভগবানের উপর আত্ম সমর্পণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। হে প্রভু! "তেরা ফরমান" তোমার আদেশ আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়াছি। "ফির ন করত বিচার" তুমি আমার উপর এইরূপ আদেশ কেন দিয়াছ এইরূপ বিচার বা তর্ক আমি কখনও করি নাই। কারণ তুমি ভিন্ন জগতের আর কেহ যদি কর্ত্তা থাকিত তাহা হইলে আমি এইরূপ তর্ক করিতাম। ড্‌বাইবার ও তরাইবার কর্ত্তা এক তুমি। "তুহী দরীয়া" "তুহী করিয়া"—তুমিই সমুদ্র, তুমিই জাহাজ, তুমিই নিস্তার

কর্ত্তা বা পারের কর্ত্তা নাবিক। সংসাররূপ সমুদ্র হইতে উপদেশ দ্বারা নিস্তার কর্ত্তা গুরু তুমিই।

"বন্দে বন্দেগী ইকতিয়ার"—হে বন্দে বা সাধক ভগবানের সেবা বা সাধন করাই তোমার অধিকার। "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"—"সাহিব" ভগবান "রোস ধরউ কি পিয়ার"—তোমার মন্দ কর্ম্ম দেখিয়া তোমার উপর ক্রোধ করিতে পারেন অথবা শুভ কর্ম্ম দেখিয়া তোমাকে ভাল বাসিতেও পারেন। হে প্রভু! তোমার নামই আমার আধার বা আশ্রয়। জল পাইলে যেমন কমল প্রফুল্লিত হয় অথবা "নার" অর্থাৎ নারী পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে পাইলে যেরূপ প্রফুল্লিত হয়। কমলের জীবন যেমন জলের, পতিব্রতা স্ত্রীর জীবন যেমন পতির অধীন। হে প্রভু! আমার জীবন ও মরণ সেইরূপ তোমার অধীন। কবীর বলিতেছেন আমি তোমার ঘরের গোলাম, দাস বা দাসী। তোমার অভিপ্রায় হয় আমাকে জীবিত রাখ অথবা মারিয়া ফেল। ভাব এই যে তোমার অভিপ্রায় হইলে মুক্তি দান করিয়া আমাকে সংসার হইতে ছাড়াইয়া লইতে পার অথবা আমাকে নীচ যোনীতে প্রেরণ করিতে পার ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। এই বাণী শিখ গুরুগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

বাণী ॥ ১০ ॥

॥ অবতার বিচার ॥

"সন্তো আবৈ জায় সো মায়া।
হ্যায় প্রতিপাল কাল নহিঁ ওয়াকে না কহুঁ গয়া ন আয়া ॥ ১ ॥

ক্যা মকস্ুদ মচ্ছ কচ্ছ হো না শঙ্খাসুর ন সংহারা।
অহৈ দয়ালু, দ্রোহ নহিঁ ওয়াকে কহ্ হুঁ কোন্ কো মারা ॥ ২ ॥
ওয়ে কর্ত্তা ন বরাহ কহাবৈ, ধরণি ধরৈ নহিঁ ভারা।
ইয়ে কাম সাহবকে নাহিঁ ঝুঠ কহৈ সংসারা ॥ ৩ ॥
খম্ভ ফারি জো বাহর হোই তাহি পতিজ সব কোই।
হিরণা কুশ নখ উদর বিদারে সো নহি কর্ত্তা হোই ॥ ৪ ॥
বামন রূপ ন বলিকো যাঁচে জো যাঁচে সো মায়া।
বিনা বিবেক সকল জগ জ হড়ে মায়া জগ ভরমায়া ॥ ৫ ॥
পরশু রাম ক্ষত্রী নহিঁ মারা ইয়া ছল মায়া কীন্হা।
সদ গুরু ভক্তি ভেদ নাহি জানৈ জীব অমিথ্যা দীন্হা ॥ ৬ ॥
স্বজন হার ন ব্যাহী সীতা জল পাষাণ নহিঁ বান্ধা।
ওয়ে রঘুনাথ একৈকৈ সুমিরে জো সুমিরৈ সো অন্ধা ॥ ৭ ॥
গোপী গবাল গোকুল নহিা আয়ে করতে কংস ন মারা।
হায় মেহেরবান সবনকো সাহব নাহঁ জীতা নাহঁ হারা ॥ ৮ ॥
ওয়ে কর্ত্তা নহি বৌদ্ধ কহাবৈ নহি অসুরকো মারা।
জ্ঞান হীন কর্ত্তা কৈ ভরমে মায়া জগ সংহারা ॥ ৯ ॥
ওয়ে কর্ত্তা নহি কলগী নহি কলিঙ্গ হী মারা।
ইয়ে ছল বল মায়ৈ কীন্হা যতিন সতিন সব টারা ॥ ১০ ॥
দশ অবতার ঈশ্বরী মায়া কর্ত্তা কৈ জিন পূজা।
কহৈ কবীর শুনো হো সন্তো উপজৈ খপৈ সো দুজা" ॥ ১১ ॥

শ্রীকবীর জী এই বাণী দ্বারা অবতার বাদ উড়াইয়া দিয়াছেন।

দেহধারণ করিয়া যাহারা সাধারণ মানবের ন্যায় সংসারে জন্মগ্রহণ করেন—এবং দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তাঁহারা ভগবান নহেন। তাঁহারা মায়াধারী জীব। ভগবান পাতঞ্জলি বলিয়াছেন "স পূর্ব্বেষামপি গুরু কালে নাবচ্ছেদাৎ" তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার গণের গুরু, বা ঈশ্বর কালে তাঁহাকে চ্ছেদ বা ক্ষয় করিতে পারে না। গুরু নানক কবীরের এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন যথাঃ—

"নানক তাকো ন সেবিয়ে জো জনমে আউর মর যায়।
নানক তাকো সেবিয়ে জো জল থল রহে সমায়" ॥

যে জন্মগ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল পরে মরিয়া যায় নানক তাহার উপাসনা করেন না। যিনি জল স্থল সর্ব্বত্র পূর্ণ নানক তাঁহারই উপাসনা করেন। কবীর জী বলিতেছেন—হে সাধুগণ! যাহারা দেহ ধারণ করিয়া আসা যাওয়া করেন তাঁহারা ভগবান নহেন। উহা মায়ার কার্য্য। ভগবান বিশ্বপালন করিতেছেন। তাঁহাকে কালে ক্ষয় করিতে পারে না—তিনি কোথাও আসেন না যান ও না। ভগবানের মৎস্য ও কচ্ছপ রূপ ধারণ করার কি আবশ্যক ছিল? শঙ্খসুরকে তিনি সংহার করেন নাই। তিনি দয়ালু, তাঁহার সহিত কাহারও বৈর ভাব নাই। কহত তিনি কাহাকে মারিয়াছেন? সেই কর্ত্তাকে (ভগবানকে) বরাহ বলা যায় না। তিনি ধরণীর ভার পৃষ্ঠে বহন করেন নাই। ইহা সেই প্রভুর কার্য্য নহে। সংসারের লোকে মিথ্যা কথা বলে। তিনি স্তম্ভ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন এই কথা সকলে বিশ্বাস করে। যিনি

হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ করিয়াছিলেন তিনি জগতের কর্ত্তা নহেন। বামন রূপ ধারণ করিয়া যিনি বলির নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি ঈশ্বর নহেন, তিনি মায়া। জগতের সকল মানবগণ বিবেকহীন হইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছে। সকল জীবকেই মায়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে। মুক্তিদাতা ভগবান রাম, পরশুরাম হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে বধ করেন নাই। এই সকল কার্য্য মায়া করিয়াছেন। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সকল বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন তিনি সীতাকে বিবাহ করেন নাই। তিনি জলের উপর পাষাণ দ্বারা সেতু বন্ধন করেন নাই। যিনি নির্ব্বিকার, উদ্ধার কর্ত্তা রঘুনাথ তাঁহাকে ও এই সকল অবতারগণকে যাহারা এক ভাবিয়া উপাসনা করেন তাঁহারা অন্ধ। রঘু—অর্থ জীব, তাহারা নাথ বা ঈশ্বর। তিনি কাহাকে মারিবার জন্য অবতার গ্রহণ করিবেন? তিনি গোপ গোপীর সঙ্গে ক্রীড়া করেন নাই। গোকুলে আগমন করেন নাই। তিনি হস্ত দ্বারা কংসকে সংহার করেন নাই। তিনি দয়ালু, সকলের প্রভু, তিনি যুদ্ধ করিয়া কাহারও সহিত জয়লাভ ও করেন নাই, পরাজিত ও হন নাই। সেই মুক্তিদাতা কর্ত্তা ভগবানকে বুদ্ধ বলা যায় না। তিনি নাস্তিক অসুরগণকে সংহার করেন নাই। জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণই এই সকল অবতারগণকে ভ্রমবশতঃ জগতের কর্ত্তা বলিয়া থাকে। মায়াই জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। সেই কর্ত্তা কল্কী অবতার গ্রহণ করিবেন না কলিঙ্গ দেশের ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিবেন না। এই সকল ছল বল মায়াই করিয়াছেন এই

সকল ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যোগী ও সন্ন্যাসীগণ যোগে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দশ অবতার ঈশ্বরের মায়া সেই মায়াকে কর্ত্তা বলিয়া পূজা করিও না। কবীর বলেন—হে সাধুগণ শ্রবণ কর, যাহার জন্ম মৃত্যু হয় তিনি কখনও গোলক ধাম বাসী পরমপুরুষ ভগবান নহেন, তিনি ভিন্ন পুরুষ। কবীর আর একটী বাণী দ্বারা এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"পুরা সাহব সেইয়ে সব বিধি পুরা হোই।
ওছে নেহ লাগাইয়ে, মূলৌ আবৈ খোই"॥

"পুরা সাহব" অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তাঁহাকেই সেবা কর। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ। ওছা দ্রব্যে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা অথবা নানাবিধ মতে "নেহ" বা স্নেহ লাগাইলে লাভের কথা দূরে থাকুক মূলেরই হানি হইয়া যাইবে। শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখ মস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বি জি জ্ঞা সিতব্য"। যিনি ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা বৃহৎ তিনিই সুখ। অল্পে বা ক্ষুদ্রে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। ভূমাই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ বিজানাতি স ভূমাথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃত মথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং" যাহার দর্শনে শ্রবণে বা বিজ্ঞানে অন্য দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য বা বিজ্ঞাতব্য থাকে না, তিনিই ভূমা। আর যাহার দর্শনে শ্রবণে বা বিজ্ঞানে অন্য দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য বা বিজ্ঞাতব্যের অপেক্ষা থাকিয়া যায়, তাহাই ক্ষুদ্র। যিনি ভূমা তিনি অমৃত,

যাহা ক্ষুদ্র তাহা মর্ত্ত্য। "সদেব সৌম্যেদ মগ্রআসীদেক মেবা দ্বিতীয়ম্" হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়ে এই জগৎ শক্তি রূপে শক্তি মৎ ব্রহ্মেলীন থাকায় এক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন।

বাণী ॥ ১১ ॥

"মুখড়া ক্যা দেখো দরপন মে।
তেরে দয়া ধরম নহি তনমে ॥ ১ ॥
গহরী নদীয়া নাব পুরানী উতরন চাহে পল মে।
প্রেমকী নাইয়া পার উতর গই পাপী ডুবে ইয়াহি জলমে ॥ ২ ॥
দর্পন দেখত মুঁছ মরোরত তেল চুয়ত জুলফনমে।
এক দিন য়্যায়সা আয় পড়েগা খাক্ উড়েগা, ইয়াহি তঁনমে ॥ ৩ ॥
পাগিয়া বাঁধত পেঁচ সবারত ফিকির নলাবত মনমে।
কাঠ কায়াকা নহি ভরষো ফেক্ দেগা জঙ্গলমে ॥ ৪ ॥
সুন্দর তিরিয়া বিরলা পাবে সেবা চাহে অঙ্গমে।
কহহি কবীর শুন ভাই সাধু কোই নহি জায়গা সঙ্গমে" ॥ ৫ ॥

শ্রীকবীর জী একদিবস কাশী নগরীর রাজপথ দিয়া যাইতে ছিলেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন—একজন রসিক যুবক শরীরের বেশ বিন্যাশ করিয়া দর্পনে মুখ দেখিতেছেন ইহা দেখিয়া—কবীর জী বলিতে লাগিলেন হে প্রমাদী যুবক; তুমি দর্পনে কি মুখ দেখিতেছ? তোমার "তনমে" দেহেতে দয়াও ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। এই সংসার একটী গভীর নদীর তুল্য। তোমার দেহ একখানি পুরাতন নৌকার ন্যায়। তুমি এক পলের মধ্যে কেমন করিয়া এই ভবনদী

পার হইবা? যাহারা প্রেমের নাবিক, তাঁহারাই এই সংসার রূপ গভীর নদী পার হইয়া গিয়াছেন। তোমার ন্যায় পাপীগণই এই জলে ডুবিয়া মরে। তুমি দর্পনে মুখ দেখিতেছ এবং মুঁছ অর্থাৎ গোফ্ মুচড়াইতেছ এবং জুল্‌ফীতে তৈল চুয়াইতেছ—এমন একদিন আসিয়া পড়িবে যখন তোমার এই দেহের উপর "খাক্" ভষ্ম বা ধূলি উড়িবে। তোমার মস্তকে পেচাইয়া পেচাইয়া পাগড়ী বাঁধিতেছ তোমার মনে এমন চিন্তার উদয় কি হয় না যে এই দেহ কাষ্ঠের তুল্য শুষ্ক। ইহার কিছুমাত্র ভরসা নাই। প্রাণ বাহির হইয়া গেলে— এই দেহ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় জঙ্গলে ফেলিয়া দিবে। সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া বিলাসের নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করত—দেহের সেবা করিতে পার বটে কিন্তু কবীর বলেন হে ভাই সাধু! শ্রবন কর অন্ত কালে ধর্ম্ম ব্যতিত কেহই সঙ্গে যাইবে না॥

বাণী॥ ১২ ॥

"হরিসে লাগা রহ রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
তেরী বিগড়ী বাত বনি যাই॥ ১ ॥
রাকা তরে বাঁকা তরে, তরে সদন কসাই।
সুগা পঢ়ায়কে গণিকা তরী, তরী হ্যায় মীরা বাই॥ ২ ॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বধিয়া বৈল চরাই।
জবহী কালকা ডঙ্কা বাজী খোজ খবর না পাই॥ ৩ ॥
য়্যায়সী ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।

সেবা বন্দগী আউর ন্যূনতা, সহজ মিলে রঘুরাই ॥ ৪ ॥
কহত কবীর শুন ভাই সাধু সদগুরু বাত বাতাই ।
ইয়া দুনিয়া দিন চার দিহাড়ে রহো রাম লব লাই" ॥ ৫ ॥

শ্রীকবীর জী এই বাণী দ্বারা জীবকে ভগবানের সহিত লাগিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। নানা ভক্তগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। এই সঙ্গীতটী ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে গীত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ এই সঙ্গীতটী অনেক সময়ে গান করিতেন। কবীর জী বলিতেছেন হে ভাই! হরির সহিত লাগিয়া থাক। তুমি বনিতে বনিতে ভগবানের সহিত বনিয়া যাইবে। তোমার বেঠিক বাক্য ঠিক হইয়া যাইবে অর্থাৎ তোমার বিষয় মুখ বাক্য গুরু মুখ বাক্যে পরিনত হইবে। ভক্তির প্রভাবে রাকা ও বাঁকা তরিয়া গিয়াছেন। হিংসারত সদন কসাইও তরিয়াছিল। শুক পক্ষীকে হরিনাম পড়াইতে পড়াইতে একজন বেশ্যা তরিয়া গিয়াছিল। মীরা বাই এই ভক্তির বলে তরিয়াছিলেন। এই সংসারে বহু ধন দৌলত সংগ্রহ করিয়া কি হইবে? বলদ যেমন পরের জন্য বৃথা ভার বহন করে হে জীব! তুমিও স্ত্রী পুত্রাদির জন্য সেইরূপ ভার বহন করিয়া ধন ও নানা প্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছ। যখন কালের ডঙ্কা বাজিবে তখন কোন দ্রব্যের খোজ খবর পাইবা না। তোমার ঘটের ভিতর অর্থাৎ দেহের মধ্যে যাহাতে ভক্তির উদয় হয় তাহাই কর। কপটতা, চতুরতা ছাড়িয়া দাও। সাধু সেবা, ভগবানের উপাসনা কর। "ন্যূনতা" দীনতা

অবলম্বন কর তাহা হইলে সহজে রঘু রাজকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

"তৃণাদপি সুনীচেন***কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥"

কবীর বলেন হে ভাই সাধু শ্রবণ কর—সদগুরু এই বাক্য আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে এই সংসার দুই চারি দিনের রঙ্গক্ষেত্র মাত্র ভগবান রামচন্দ্রের ভক্তিতে লিপ্ত হইয়া থাক ॥

বাণী ॥ ১৩ ॥

"তু মেরা মেরু পর্ব্বত সুয়ামী ঔট্ গহী ম্যায় তেরী।
না তুম ডোলহ না হাম্ গির্তে রাখ্ লীনী হর্ মেরী ॥ ১ ॥
অব্ তব্ জব্ কব্ তুহী তুহী।
হাম্ তুয় প্রসাদ সুখী সদ্হী ॥ ১ ॥
তেরে ভরোসে মগহর বসউ মেরে তন্কী তপত বুঝায়ী।
পহিলে দরশন মগহর পায়িউ ফুন্ কাশী বসে আয়ী ॥ ২ ॥
য্যায়সা মগহর ত্যায়সী কাশী হাম্ এক্ কর্ জানী।
হাম্ নিরধন জিউ ইহ ধন পাইয়া মর্তে ফুট্ গুমানী ॥ ৩ ॥
করৈ গুমান্ চুভহ তিস্ শুলাকো কাঢ়ন্ কউ নাহী।
অজৈ সু চোভকউ বিলল বিলাতে নরকে ঘোর পচাহী ॥ ৪ ॥
কবন্ নরক্ কিয়া স্বরগ্ বিচারা সন্তন দোউ রাদে।
হাম্ কাহুকী কান্ ন কঢ়তে আপনে গুরু প্রসাদে ॥ ৫ ॥
অব তউ যায় চড়ে সিংহাসন মিলে হ্যায় সারঙ্গপানী।
রাম কবীরা এক ভয়ে হ্যায় কোই নসকৈ পছানী" ॥ ৬ ॥

মহাত্মা কবীরের বাণী

শ্রীকবীরজী ভগবানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মুক্তিক্ষেত্র কাশীধাম ত্যাগ করতঃ গোরখপুর জেলার অন্তর্গত মগহর নামক স্থানে গমন করিলেন। কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে জীব বিনা সাধনে মুক্তিলাভ করে হিন্দুগণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। কাশীখণ্ডেও এইরূপ লিখিত আছে। কবীরজী এইরূপ বলিতেন "হাম মুফত্ মুক্তি নহি লেঙ্গে" আমি বিনামূল্যে মুক্তি লইব না। ভগবানের ভজন সাধন না করিয়া কাশীতে দেহ ত্যাগ করিয়া বিনামূল্যে আমি মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করি না। আমি সাধন ভজন করিয়া মগহরে দেহ ত্যাগ করিব, আমি দেখিব আমার মুক্তি হয় কি না। বঙ্গের সাধক রামপ্রসাদও জগজ্জননীর উপর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গান করিয়াছিলেনঃ—

"আমি কেন গঙ্গা বাসী হব ?
আমি ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাহিব।"
"কাজ কি আমার কাশী ?"
"আমি ক্ষান্ত হ'ব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে।"

কবীরজী বলিতেছেন হে স্বামী তুমি আমার নিকট উচ্চ সুমেরু পর্ব্বতের তুল্য আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। "না তুম "ডোলহ না হাম গিরতে" তুমি সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় অটল—বিরাট পুরুষ। তুমি যখন অটল আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি তখন আমারও পতনের ভয় নাই। "রাখ লীনী হর মেরী" হে হরি ! তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ অর্থাৎ চৌরাশী লক্ষ যোণী ভ্রমণ হইতে

রক্ষা করিয়াছ। হে প্রভু! "অব" বর্ত্তমান কালে, "তব" ভূত কালে "জব কব" ভবিষ্যৎ কালে "তুহী তুহী" তুমি, তুমিই আমার আশ্রয়। তোমার প্রসাদে আমি সর্ব্বদাই সুখেআছি। আমি কাশী ত্যাগ করিয়া তোমার ভরসায় "মগহরে" বাস করিতেছি, তুমি আমার অন্তরের তাপ নিবারণ করিয়াছ। "মগহরে" আসিয়া তোমার দর্শন পাইয়াছি। আমি কাশীতে বাস না করিলেও মুক্তি বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই কেননা আমি তোমার দর্শন পাইয়াছি। আমার নিকট মগহরও কাশী তুল্য। আমি নির্ধন ছিলাম, তোমার জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ধনের অধিকারী হইয়া ধনবান হইয়াছি। আমি এখন আর কোন দেশ বা কালের অপেক্ষা করি না। কাশীবাসী অভিমানী পুরুষগণ এইরূপ গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে "কাশীতে দেহত্যাগ করিলে গতি হইবে অন্যস্থানে দেহত্যাগ করিলে গতি হইবে না" আমি কাশীতে বাস করিয়া তোমার ভজন না করিয়া যদি ঐরূপ গর্ব্ব করিতাম তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণরূপ দুঃখ ভোগ করিতাম। কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে যে সংযমহীন পুরুষ, কাশীতে দেহ ত্যাগ করিলেও তাহার মুক্তি হইবে না। যে সকল সংযমহীন পুরুষ কাশীবাসের গর্ব্ব করেন তাঁহারা দুঃখরূপ শূল বা কণ্টকে বিদ্ধ হইবেন। ঐ দুঃখরূপ কণ্টক হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। সংযম হীন অভিমানী পুরুষ দুঃখরূপ শূলে বিদ্ধ হইয়া "বিলল বিলাতে" বারংবার দুঃখে আর্ত্তনাদ করিবে। পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ নরকে পচিয়া মরিবে॥ ৪॥ কবীরজীর এই বাণী শুনিয়া একজন অবিবেকী

পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন "কাশীবাসী লোক নরকে গমন করিবে আর আপনি কাশী ত্যাগ করিয়া মগহরে বাস করিতেছেন আপনি কি স্বর্গে গমন করিবেন" এই কথা শুনিয়া কবীরজী পুনরায় বলিলেন "সাধুগণ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কি স্বর্গ, কি নরক, উভয়ই তুল্যরূপ জ্ঞান করেন। আমি এমন সদগুরুর প্রসাদ লাভ করিয়াছি যে আমি স্বর্গ-বাসের বাসনা করিনা—নরকের ভয়ও করি না। আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। এখন ভগবানের সিংহাসনের উপর যাইয়া আরো-হন করিব। সারঙ্গপানি অর্থাৎ ভগবানের বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইব। কবীর ও রাম এক হইয়া যাইবে তখন কবীরকে কেহ চিনিতে পারিবে না॥

* এই বাণী শিখগুরু গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

মহাত্মা কবীরের বাণী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।"

সুমিরণকো অঙ্গ॥ ১॥

জীব কি প্রকারে ভগবানকে স্মরণ করিবে, "মাচ্চিত্তঃ সর্ব্বতুর্গাণি" "মচ্চিত্তা মদ্‌গত প্রাণাঃ" "ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্" "ময্যাসক্তমনা পার্থ" "ময্যেব মন আধৎস্ব" "অনন্য চেতাঃ সততম্" "অন্তকালে চ মামেব" প্রভৃতি বাণী দ্বারা গীতায় ভগবান তাহা উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকবীর জী ভগবানকে কিরূপ ভাবে স্মরণ করিতে হইবে তাহার উপদেশ "সুমিরণকো অঙ্গে" দিয়াছেন।

"সুমিরণ মারগ সহজ কা, সদ্‌গুরু দিয়া বতায়।
শ্বাস হি শ্বাস জো সুমিরতা, একদিন মিলসী আয়" ॥ ১ ॥

ভগবানকে স্মরণ করাই ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায় বা পথ। সদ্‌গুরু ইহা আমাকে দর্শাইয়া দিয়াছেন। যে ব্যক্তি শ্বাসে শ্বাসে ভগবানকে স্মরণ করে। একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ১ ॥

"মালা শ্বাস্ উশ্বাস্‌কী, ফেরেঙ্গে নিজ্ দাস্।
চৌরাশী ভরমে নহীঁ, কাটে করমকী ফাঁস্" ॥ ২ ॥

মহাত্মা কবীরের বাণী

যে ব্যক্তি ভগবানের নিত্যদাস, সে শ্বাস প্রশ্বাসের মালা ফিরায়। সে আর চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে না। সে কর্ম্মের ফাঁসি কাটিয়া যায় ॥ ২ ॥

"সুমিরণকী সুধি যোঁ করো, জ্যায়সে কামী কাম।
কহে কবীর পুকারিকে, খুসী হোয় তব রাম" ॥

কামী ব্যক্তি যেমন কামের কথা স্মরণ করে, হে জীব, তুমিও সেইরূপ ভগবান্‌কে স্মরণ কর। কবীর চীৎকার করিয়া বলেন তাহা হইলেই রাম তোমার উপর খুসী হইবেন। এইরূপ বা তুলসীদাস ও শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

"সুমিরণকী সুধী যোঁ করো, জোঁ সুরভি সুত মাহি।
কহে কবীর চারো চরত, বিসরত কবহুঁ নাহি" ॥ ৪ ॥

সুরভি অর্থাৎ গাভী যেমন তাহার সুত বা বৎসকে স্মরণ করে ভগবানকে সেইরূপ স্মরণ কর। কবীর বলেন গাভী চারিদিকে চরিয়া বেড়ায় তবুও তাহার বৎসকে বিস্মৃত হয় না। তুলসী দাস ঠিক এইরূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

"সুমিরণকী সুধি যোঁ করো, জ্যায়সে দাম্ কাঙ্গাল।
কহে কবীর বিসারে নহী, পল পল লেৎ সম্ভাল" ॥ ৫ ॥

কাঙ্গাল যেমন "দাম" বা ধন স্মরণ করে, ভগবানকে সেইরূপ স্মরণ কর। কবীর বলেন, কাঙ্গাল তাহার ধন ভুলিয়া যায় না সে পলে পলে তাহার ধন সামাল করিয়া রাখে।

"কৃপণস্য ধনানিব তন্নামানি ভবন্তু মে" কুন্তী দেবীর বাক্য ॥ ৫ ॥

"সুমিরণসো মন লাইয়ে, জ্যায়সে নাদ কুরঙ্গ।
কহে কবীর বিসরৈ নহী, প্রাণ তজৈ তিহি সঙ্গ ॥ ৬ ॥

হরিণ যেমন "নাদ" বা বংশী ধ্বনি শ্রবণ করে, সেইরূপ ভগবানকে স্মরণ কর। কবীর বলেন কুরঙ্গ, বংশী ধ্বনি বিস্মৃত হয় না—সে সেই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে ॥ ৬ ॥

"দুখমে সুমিরণ সব্ করৈ, সুখ্মে করৈ ন কোয়।
জো সুখ্মে সুমিরণ করৈ তৌ দুখ্ কাহেকো হোয়" ॥ ৭ "

দুঃখে পড়িয়া সকলেই ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু সুখে থাকিলে কেহই ভগবানকে স্মরণ করে না। যে সুখে থাকিয়া ভগবানকে স্মরণ করে তাহার আর দুঃখ হয় না।

"দুখ্ পেলে মা তোমায় ডাকি
আবার সুখ পেলে চুপ্ করে থাকি ডাকৃতে।"
কাঙ্গাল হরিনাথ" ॥ ৭ ॥

"সুমিরণসো মন লাইয়ে, জ্যায়সে কীট আউর ভৃঙ্গ।
কবীর বিসারৈ আপ্কো, হোয় জায় তিহি রংগ ॥ ৮ ॥

ভগবানের স্মরণে মনকে এইরূপ লাগাও যেমন কীট এবং ভৃঙ্গ। কবীর বলেন কীট নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভৃঙ্গের রংগ বা স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

"সুমিরণ সুরতি লাগায়কে, মুখতে কছুন বোল্।
বাহরকে পট্ দেইকে, অন্তরকে পট্ খোল্" ॥ ৯ ॥

ভগবানের স্মরণরূপ সুরতি লাগাও। মুখে কিছু বলিও না। বাহিরে পরদা দিয়া অন্তরের পরদা খুলিয়া দাও॥ ৯ ॥

"কবীরা হরি হরি সুমিরিলে, প্রাণ জাহিঙ্গে ছুট্।
ঘরকে প্যারে আদমী, চল্‌তে লেঙ্গে লুট্" ॥ ১০ ॥

হে কবীর বা হে জীব! হরি হরি স্মরণ করিয়া লও, যখন তোমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে তখন তোমার ঘরের প্রিয় লোকগণ তোমার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে। "সিন্দুকের তালা খুলে দেখ্‌বে এসে নগদ কিছু আছে কিনা।" বাউল সঙ্গীত ॥ ১০ ॥

"লুটি সকৈ তৌ, লুটিলে, রাম নাম হ্যায় লুটি।
পাছে ফিরি পছিতা হু গে, প্রাণ জায়েঙ্গে ছুটি" ॥ ১১ ॥

যদি লুটিতে পার, তবে রাম নাম লুটিয়া লও। যখন প্রাণ ছুটিয়া বা বাহির হইয়া যাইবে তখন পাছে পছতাইতে বা পরিতাপ করিতে হইবে॥ ১১ ॥

"কহৈ কবীরা লুটিলে, রাম নাম ভাণ্ডার।
কাল্ কণ্ঠ জব গহৈগা,, রোকৈ দশ হু দ্বার" ॥ ১২ ॥

কবীর বলেন রাম নাম ভাণ্ডার লুটিয়া লও। যখন কাল তোমার কণ্ঠ ধরিবে তখন তোমার দেহের দশ দরজা বন্দ হইয়া যাইবে॥ ১২ ॥

"কবীরা নির্ভয় রাম জপু, জব লাগি দীবে বাতী।
তেল্ ঘটে বাতী বুঝৈ, তব্ সো বো গে দিন রাতি" ॥ ১৩ ॥

হে কবীর, নির্ভয়ে রাম নাম জপ কর। যতদিন তোমার জীবন রূপ বাতী জ্বলিবে তত দিন তুমি ভগবানের নাম স্মরণ কর। যখন

তোমার জীবন রূপ দীপের তৈল ক্ষয় হইয়া যাইবে তখন বাতী নির্ব্বান হইবে, তখন তুমি দিন রাত্রি শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে ॥ ১৩ ॥

"কবীরা সুতা ক্যা করে, জাগি জপো মুরারী।
এক দিন হ্যায় সোবনা, লম্বে পৈর পসারি" ॥ ১৪ ॥

হে কবীর! শয়ন করিয়া কি করিতেছ? জাগিয়া মুরারীর নাম জপ কর। একদিন লম্বা পা প্রসারিত করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে। "একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্‌বে না, এ চরণ আর চলবে না" ॥ ১৪ ॥

"কবীরা সুতা ক্যা করে, সুতে হোয় অকাজ।
ব্রহ্মাকো আসন কাঁপৈ, শুনি কাল কী গাজ" ॥ ১৫ ॥

হে কবীর! শয়ন করিয়া কি করিতেছ? শয়ন করিয়া অকাজ করিতেছ। কালের গর্জ্জন শুনিলে ব্রহ্মার আসন পর্য্যন্ত কম্পিত হয় ॥ ১৫ ॥

"কবীরা সুতা ক্যা করে, উঠি ন রোবো দুঃখ।
জাকা বাসা গোরমে, সো ক্যোং সোবৈ সুখ" ॥ ১৬ ॥

হে কবীর শয়ন করিয়া কি করিতেছ? উঠিয়া নিজ দুঃখে রোদন কর। যাহার বাসস্থান গোরের মধ্যে সে কেমন করিয়া সুখে শয়ন করিয়া থাকে? ॥ ১৬ ॥

"কবীরা সুতা ক্যা করে, জাগনকী করো চৌপ।
ইয়ে দম হীরা লাল হ্যায়, গিন গিন হরিকো সৌঁপ ॥ ১৭ ॥

হে কবীর শয়ন করিয়া কি করিতেছ? জাগ্রত হওয়ার চেষ্টা কর। এই "দম" অর্থাৎ শ্বাস—"হীরালাল" হীরকের ন্যায় মূল্যবান। এই শ্বাস গুনিয়া গুনিয়া হরিকে সমর্পণ কর ॥ ১৭ ॥

"কবীরা সুতা ক্যা করে, কহৈ ন দেখৈ জাগি।
জাকে সঙ্গতে বিছুরা, তাহীকে সঙ্গ লাগি ॥ ১৮ ॥

হে কবীর শয়ন করিয়া কি করিতেছ? আমি বলিতেছি এক বার জাগিয়া দেখ। যাহার সঙ্গ ভুলিয়া রহিয়াছ তাঁহার সঙ্গে লাগিয়া যাও ॥ ১৮ ॥

"নীদ নীসানী মীচকী, উঠ্ কবীরা জাগি।
আউর রসায়ন ছাড়িকে রাম রসায়ন লাগি" ॥ ১৯ ॥

নিদ্রাই মৃত্যুর চিহ্ন। হে কবীর, জাগিয়া উঠ। অন্য রসায়ন ছাড়িয়া, রাম রসায়নে (Tonic) লাগিয়া যাও ॥ ১৯ ॥

"কেশব কহি কহি কুকিয়ে, না সোইয় অস রার্।
রাত দিবসকে কুকনে, কবহুঁ লাগৈ পুকার ॥ ২০ ॥

কেশব কেশব বলিয়া "কুক্" দাও। এই প্রকার চিৎকার কেশব সহ্য করিবেন না। রাত্রি দিবস "কুক" দিতে থাকিলে অর্থাৎ রোদন করিলে কখনও না কখনও এই "কুক্" ভগবানের নিকট পৌছিতে পারে ॥ ২৯ ॥

জ্যায়সা মায়া মন রমৈ, ত্যায়সা রাম রমায়।
তারা মণ্ডল ছাড়িকে, জহঁ কেশব তহঁ জায়" ॥ ২১ ॥

মন যেমন মায়াতে অর্থাৎ কামিনী ও কাঞ্চনে রমণ করে,

এইরূপ যদি জীব ভগবানের সহিত রমণ করিত তাহা হইলে তারা মণ্ডল ছাড়িয়া যে স্থানে কেশব বাস করেন সেই লোকে জীব গমন করিতে পারিত ॥ ২১ ॥

"রাম নাম কো সুমিরতাঁ, অধম তরৈ সংসার।
অজামিল, গণিকা, সুপচ, সদনা সিবরী নার" ॥ ২২ ॥

রাম নাম স্মরণ করিয়া সংসারে অনেক অধম তরিয়া গিয়াছে অজামিল, গনিকা (পিঙ্গলা বেশ্যা) সুপচ (চণ্ডাল) সদনা (কসাই) নারী সিবরী (ভীল কন্যা সবরী) সকলেই উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। "অপিচেৎ সুদুরাচার ভজতে মামনন্য ভাক্।" গীতা ॥ ২২ ॥

"রাম জপত কোঢ়ী ভলা, চুই চুই পরৈ জো চাম্।
কাঞ্চন দেহ কিস কামকী, জা মুখ নাহী রাম্ ॥ ২৩ ॥

কুষ্ঠ রোগী, যাহার চর্ম্ম "চুই চুই" অর্থাৎ গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে সে যদি রাম নাম জপ করে সেও ভাল কিন্তু যাহার মুখে রাম নাম নাই তাহার "কাঞ্চন" বা সোণার দেহ হইলেও কোন কর্ম্মের নহে। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব কুষ্ঠ রোগ গ্রস্থ ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মহাত্মা যিশু খৃষ্ট ও ঐরূপ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

"কবীর সব জগ নির্ধনা, ধনবন্তা নহি কোয়।
ধনবন্তা সোই জানিয়ে, রাম নাম ধন হোয়" ॥ ২৪ ॥

হে কবীর! সকল জগতের লোকই নির্ধন, কাহাকেও ধনবান

দেখা যায় না। তাহাকেই ধনবান বলিয়া জানিবে, যাহার রাম নাম ধন হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

"জাকী পুঞ্জী শ্বাস হ্যায়, ক্ষণ আবৈ ক্ষণ যায়।
তাকো য়্যায় সা চাহিয়ে, রহে রাম লৌলায়" ॥ ২৫ ॥

শ্বাসই যাহার একমাত্র পুঁজী বা সম্বল, ক্ষণে শ্বাস আইসে ক্ষণে শ্বাস যায় এমন যে জীব তাহার উচিত রাম নামে লিপ্ত হইয়া থাকা ॥ ২৫ ॥

"জীবনা থোরাহী ভলা, জো হরিকা সুমিরণ হোয়।
লাখ বরসকা জীবনা, লেখে ধরৈ ন কোয়" ॥ ২৬ ॥

জীবন বা আয়ু অল্পই ভাল, যদি সেই জীবন হরি ভজনে ব্যায় হয়। ভগবানের সেবা করে না এমন ব্যক্তি যদি লক্ষ বৎসর জীবন ধারণ করে তাহা হইলে তাহার জীবন লেখা ও গনণার মধ্যে নহে।

"অঘায়ু ইন্দ্রিয়া রামো মোঘং পার্থ স জীবতি"। গীতা ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বত্রিশ বৎসর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥

* * * *

অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে" ॥ ২৬ ॥

ভক্তিকো অঙ্গ ॥ ২ ॥

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের নাম ভক্তি। "তদেব কর্ম্মী জ্ঞানী যোগিভ্য আধিক্য শব্দাৎ"। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কেননা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান পুনঃ পুনঃ গীতায় বলিয়াছেন "ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ" "ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ" "ভক্ত্যামামভিজানাতি।" শ্রীকবীরজী ভক্তির অঙ্গে এই সকল বাণী বলিয়াছেন—

"জল জ্যোঁ প্যারা মছলী, লোভী প্যারা দাম।
মাতা প্যারা বালকা, ভক্তি প্যারী রাম" ॥

জল যেমন মৎস্যের প্রিয়, লোভী ব্যক্তির যেমন অর্থ প্রিয়, মাতা যেমন বালকের প্রিয়, ভক্তি সেইরূপ ভগবানের প্রিয় ॥ ১ ॥

"He that loveth not, knoweth not God, for Cod is love." ॥ ১ ॥

"ভক্তি পদারথ জব মিলৈ, তব প্রভু হোত সহায়।
প্রেম ভক্তিকী ভক্তি জো, পুরণ ভাগ মিলায় ॥ ২ ॥

ভক্তি পদার্থ যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনই প্রভু সহায় হন। পূর্ণ ভাগ্য হইলে প্রেম ভক্তির উদয় হয় ॥ ২ ॥

"ভক্তি দুহেলী রামকী, নহি কায়রকো কাম্।
নিস্প্রেহী নিরধারকো আট পহর সংগ্রাম" ॥ ৩ ॥

রাম ভক্তি অতি দুর্ল্লভ, এই ভক্তি লাভ করা কাপুরুষের কার্য্য

নহে। বাসনা শূন্য, নিরাধার যে ব্যক্তি, এই ভক্তি লাভ করিবার জন্য তাহারও আট প্রহর সংগ্রাম বা যুদ্ধ করিতে হয় ॥ ৩ ॥

"কামী, ক্রোধী, লালচী ইনপৈ ভক্তি ন হোয়।
ভক্তি করে কোই সুরমা, জাতি বরণ কুল খোয়" ॥ ৪ ॥

যাহারা কামী, ক্রোধী, লোভী তাহাদের ভক্তি হয় না। জাতি, বর্ণ, কুল খোয়াইয়া অর্থাৎ নষ্ট করিয়া তুই এক জন বীর পুরুষ ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

"জাতি বরণ কুল খোয় কৈ, ভক্তি করৈ চিত লায়।
কহৈ কবীর সত গুরু মিলে, আবা গমন ন সায়" ॥ ৫ ॥

জাতি, বর্ণ, কুল খোয়াইয়া যদি কেহ ভক্তি করিতে পারে, কবীর বলেন তাহা হইলে সদগুরু লাভ হয় ও "আবা গমন" অর্থাৎ আসা যাওয়া বা জন্ম মৃত্যু রোধ হয় ॥ ৫ ॥

"ভক্তি বীজ বিন সৈ নহী, আয় পরৈ জো ঝোল।
জো কাঞ্চন বিষ্ঠা পরৈ, ঘটৈ না তা কো মোল" ॥ ৬ ॥

উসর ক্ষেত্রে ভক্তি বীজ পতিত হইলেও তাহা নষ্ট হয় না অর্থাৎ নীচ জাতির মধ্যে যদি ভক্তির উৎপত্তি হয় সেই ভক্তি বীজ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কাঞ্চন যদি বিষ্ঠায় পতিত হয় তাহা হইলেও তাহার মূল্য কমিয়া যায় না ॥ ৬ ॥

"জব লগ নাতা জাতিকা, তব লগি ভক্তি ন হোয়।
নাতা তোরৈ হরি ভজৈ, ভক্তি কহাবৈ সোয়" ॥ ৭ ॥

যতদিন জাত্যাভিমান থাকে, ততদিন জীবের ভক্তি হয় না। জাত্যাভিমান ভঙ্গ করিয়া ভগবানকে ভজনা করিলে তাহাকেই ভক্তি বলে। "নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদি ভেদঃ" ॥ ৭ ॥

প্রেমকো অঙ্গ ॥ ৩ ॥

"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা" উহা (ভক্তি) ঈশ্বরের ঐকান্তিক প্রেম-স্বরূপা। "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্"। প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। শ্রীকবীর জী "প্রেম" সম্বন্ধে এই সকল বাণী বলিয়াছেন :—

"প্রেম পিয়ালা সো পিয়ে, শীস দক্ষিণা দেয়।
লোভী শীস ন দে সকে, নাম প্রেমকো লেয়" ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি মস্তক দক্ষিণা দান করিতে পারে সেই ত প্রেমের পিয়ালা পান করে। লোভী মস্তক দান করিতে পারে না সে প্রেমের নাম মাত্র লয়।

"প্রেমিক পতঙ্গ প্রাণ প্রেম বটে সেই।
প্রাণ ছাড়ে প্রিয় হেতু মুখে বাক্য নাই
"অলির প্রেমকে নাহি প্রেম বলে গণি।
শুধু তার সার মাত্র গুণ গুণ ধ্বনি ॥" ১ ॥

"জা ঘট প্রেম ন সঞ্চরে, সো ঘট জান্ মসান।
জ্যায়সে খাল লুহার কী, শ্বাস লেত হ্যায় বিন প্রাণ" ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তির শরীরে প্রেমের সঞ্চার হয় না, তাহার শরীর শ্মশান তুল্য বলিয়া জানিবে। প্রেম বিহীন মনুষ্য কর্ম্মকারের চর্ম্ম নির্ম্মিত ভস্ত্রা বা হাফরের ন্যায়। কর্ম্মকারের হাফর শ্বাস লয় বটে কিন্তু প্রাণ নাই।

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত" ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ॥

"জহাঁ প্রেম তহঁ নেম নহিঁ তহঁ ন বুধি ব্যবহার।
প্রেম মগন জব মন ভয়া, কৌন গিনে তিথি বার" ॥ ৩ ॥

যেখানে প্রেম সেখানে কোন নিয়ম নাই। বুদ্ধি ব্যবহারও নাই। মন যখন প্রেম মগ্ন হয় তখন কে আর তিথি বার গননা করে? ॥ ৩ ॥

"প্রেম ছিপায়া ন ছিপৈ, জা ঘট উপজা হোয়।
জো পৈ মুখ বোলে নহী তো নৈন দেত হ্যায় রোয়" ॥ ৪ ॥

যাহার দেহে প্রেমের উৎপত্তি হইয়াছে তিনি প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও গোপন করিতে পারেন না। তিনি মুখে বাক্য না বলিলেও নয়ন দ্বারা রোদন করিয়া ফেলেন ॥

"প্রেমের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তায় যায় গো চেনা।"
"শুক্ল বস্ত্রে জৈ সে মসি বিন্দু" ॥ ৪ ॥

"যোগী জঙ্গম সেবরা সন্ন্যাসী দরবেশ।
বিনা প্রেম পহুঁচে নহী, দুর্ল্লভ হরিকা দেশ" ॥ ৫ ॥

যোগী, জঙ্গম, সাধক যে কেহ হউন না কেন বিনা প্রেমে ভগ-

বানের দ্বারে পৌছিতে পারেন না, হরির "দেশ" বা স্থান এমনই দুর্লভ ॥ ৫ ॥

"প্রেমী ঢুঁঢ়ত ম্যায় ফিরা, প্রেমী মিলা ন কোয়।
প্রেমী সো প্রেমী মিলৈ, রাম ভক্তি দৃঢ় হোয়" ॥ ৬ ॥

আমি প্রেমিকের অনুসন্ধানে বেড়াইতেছি। কাহাকেও প্রেমিক পাইলাম না। প্রেমিকের সহিত প্রেমিকের মিলন হইলেই রাম ভক্তি দৃঢ় হয়। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলন, শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের মিলন। শ্রীকবীর জীর সহিত গুরু নানকের মিলন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল ॥ ৬ ॥

বিরহকো অঙ্গ ॥ ৪ ॥

"বিরহিণী উঠি উঠি ভুইঁ পরৈ, দরশন কারণ রাম।
মুয়া পিছে দর্শন দেহুগে, সো দর্শন কেহি কাম" ॥ ১ ॥

হে ভগবান! তোমার দর্শন পাইবার জন্য, তোমার বিরহে উঠিয়া উঠিয়া আমি ভূমিতে পতিত হইতেছি। আমার মৃত্যুর পরে দর্শন দিবে, সে দর্শন কোন্ কার্য্যে লাগিবে? ॥ ১ ॥

"মুয়া পিছে মৎ মিলৌ, কহৈ কবীরা রাম।
লোহা মাটী মিলি গয়া, তব পারস কিহি কাম" ॥ ২ ॥

কবীর বলেন, হে ভগবান! আমার মৃত্যুর পরে আমার সহিত মিলিত হইও না। যখন লৌহ মাটির সহিত মিলিয়াই গেল তখন পরশ মণির আর কি আবশ্যক?

"হিম কর কিরণ তাপে নলিনী যদি জরব,
কি করব মাধবী মাসে ?
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জরব কি করব বারিদ মেহে" ?
বিদ্যাপতি ॥ ২ ॥

"বিরহিন বিরহ জলাইয়া, বৈঠী ঢুঢ়ে ছার।
মতি কোই কোইলা উবরৈ, জারৈ দুজী বার" ॥ ৩ ॥

আমি বিরহিণী। বিরহের অগ্নি জ্বালাইয়া বসিয়া আছি। আমি ছাই বা ভস্ম অনুসন্ধান করিতেছি যেন এই ভস্মের মধ্যে এক খানি কয়লাও অবশিষ্ট না থাকে। তাহা হইলে ঐ কয়লাকে পুনঃরায় দগ্ধ করিব। আমি তোমার বিরহে স্থূল ও সুক্ষ্ম দেহ উভয়ই ভস্ম করিয়া ফেলিব। পারস্য কবি প্রেমিক হাফেজ এইরূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ৩॥

"তন্ মন্ যৌবন জারিকে, ভসম কিয়া সব দেহ।
উঠী কবীরা বিরহিণী, অজহু ঢুঢ়েথেহ" ॥ ৪ ॥

আমি তোমার বিরহে, দেহ, মন, যৌবন জ্বালাইয়া দিয়া সকল দেহই ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছি। কবীর বিরহিণী, সে উঠিয়াছে, সে তোমার বিরহে এখন ক্ষয় হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ॥ ৪ ॥

"বিরহিনী জলতী দেখিকৈ, সাঁই আবৈ ধায়।
প্রেম বুঁন্দ সু ছিরকিকৈ, জলতী লেই বুঝাই" ॥ ৫ ॥

বিরহিনীকে জ্বলিতে দেখিয়া সাঁই (পরমেশ্বর) "ধায়" দৌড়াইয়া আসিবেন। প্রেমের বিন্দু "ছিরকিকৈ" সিঞ্চন করিয়া আমার জ্বলন নিভাইয়া দিবেন ॥ ৫ ॥

"বিরহ বিরহ মতি কহো, বিরহ হায় সুলতান্।
জা ঘট বিরহ ন সঞ্চরৈ, সো ঘট জানু মসান" ॥ ৬ ॥

বিরহ বিরহ কেহ বলিও না, বিরহই হৃদয়ের রাজা, যাহার দেহে বিরহের সঞ্চার হয় নাই তাহার দেহ শ্মশান তুল্য ॥ ৬ ॥

"কবীরা হস না দূরি করি, রোবন সো কর চিত্ত।
বিনা রোয়া কোং পাইয়ে, প্রেম পিয়ারে মিত্ত" ॥ ৭ ॥

হে কবীর! হাঁসি দূর কর। তোমার চিত্ত রোদন করুক। প্রেমের, সেই প্রিয় মিত্রকে বিনা রোদনে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে? ॥ ৭ ॥

"হঁসি হঁসি কান্ত ন পাইয়া, জিন পায়া তিন রোয়।
হঁসি খেলা হরি মিলে, তো নহী দুহাগণি হোয়" ॥ ৮ ॥

হাঁসিয়া, হাঁসিয়া কান্তকে (পরমেশ্বরকে) পাওয়া যাইবে না। যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনিই রোদন করিয়াছেন। হাঁসি খেলা করিয়া যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কেহই "দুহাগিনী" বিরহিনী হইত না। শ্রীচৈতন্য দেব ও শ্রীমতী মীরা বাই এবং ব্রজবনিতাগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ॥ ৮ ॥

"নৈনা অন্তর আব তু, নিশি দিন নিরখুঁ তো হি।
কব হরি দর্শন দেহুগে, সো দিন আবৈ মোহি" ॥ ৯ ॥

তুমি আমার নয়নের নিকট আইস। নিশি দিন তোমাকে নিরীক্ষণ করি। কবে হরি আমাকে দর্শন দিবেন, সেই দিন আমার কবে আসিবে? ॥ ৯ ॥

"সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খাবৈ আউর সোয়।
দুখিয়া দাস কবীর হ্যায়, জাগৈ আউর রোয়" ॥ ১০ ॥

সংসারের সকল লোকই সুখী, তাহারা ভোজন করে ও শয়ন করিয়া থাকে। কবীর দাস বলেন যে কেবল আমিই দুঃখী আমি জাগিয়া থাকি ও তোমার বিরহে রোদন করি ॥ ১০ ॥

পরচাকো অঙ্গ ॥ ৩ ॥

"পারব্রহ্ম কে তেজ কা, ক্যায়সা হোয় উনমান।
কহ বেকী শোভা নহী, দেখেহী পরমাণ ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের তেজ বা শক্তি কি প্রকারে অনুমান করা যাইবে? উহা বলিলে শোভা পায় না। দেখিলেই প্রমাণ হয় ॥ ১ ॥

"মেরী মিটী মুক্তা ভয়া, পায়া ব্রহ্ম বিশ্বাস।
মেরে দুজা কোই নহী, এক তুম হারী আস" ॥ ২ ॥

"আমি" "আমার" এই ভাব মিটিয়া গিয়া আমি মুক্ত হইয়াছি। আমি ব্রহ্ম বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার দ্বিতীয় আর কেহই নাই কেবল তোমার আশা করিতেছি ॥ ২ ॥

"পায়াথা সো গহি র হা, রসনা লাগী স্বাদ।
রতন নিরালা পাইয়া, জগত টটোরা বাদ" ॥ ৩ ॥

আমি যাহা পাইয়াছিলাম অর্থাৎ গুরু রামানন্দের নিকট যে ভক্তি মন্ত্র পাইয়াছিলাম —তাহা গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছি অর্থাৎ ভক্তির আশ্রয়ই লইয়াছি। আমার রসনায় উঁহার স্বাদ লাগিয়াছে। আমি

উৎকৃষ্ট রত্ন পাইয়াছি। জগতের লোক ঈশ্বর তত্ত্ব লইয়া বাদ, বিবাদ করিতেছে ॥ ৩ ॥

"কবীরা দিল দরিয়া মিলা; পায়া ফল সমরত্থ।
সায়র মাঁহি ঢঢোরতা, হীরা চঢ়িগা হত্থ" ॥ ৪ ॥

হে কবীর। তুমি হৃদয় রূপ সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তাঁহাতে সর্ব্ব শক্তিমান পরব্রহ্ম রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছ। সেই হৃদয় রূপ সাগরে অনুসন্ধান করিতে করিতে হস্তে হীরা প্রাপ্ত হইয়াছ।

"ডুব দেরে মন কালী বলে,।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে" ॥ রাম প্রসাদ ॥ ৪ ॥

"সুর নর মুনি জন আউলিয়া, ইয়ে সব বো লৈ তীর।
আল্লা রামকী গম নহী, ত হা ঘর কিয়া কবীর" ॥ ৫ ॥

সুর, নর, মুনিগণ, আউলিয়া, ইহারা সকলেই সেই মহা সমুদ্রের তীরে বসিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব লইয়া বিচার করিতেছেন। আল্লা ও রাম যে স্থানে গমন করিতে পারেন নাই—কবীর সেইস্থানে ঘর করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

"হম বাসী ওয়া দেশ কো, জহা অবিনাশী কী স্থান।
দুখ সুখ কোই ব্যাপৈ নহী, সব দিন এক সমান্‌" ॥ ৬ ॥

আমি ঐ দেশের বাসী, যে খানে অবিনাশী পরমাত্মার স্থান। সেই স্থানে জীবকে সুখ ও দুঃখে ব্যাপৃত করিতে পারে না। সে খানে সকল দিনই এক সমান ॥ ৬ ॥

"হম বাসী উস দেশ কো, জহা বার মাস বিলাস।
প্রেম ঝরৈ বিকসৈ কমল, তেজপুঞ্জ প্রকাশ" ॥ ৭ ॥

আমি ঐ দেশের বাসী, যেখানে বার মাস বিলাস। সেই স্থানে প্রেম ঝরিতেছে, কমল বিকসিত হইয়াছে। তেজপুঞ্জ প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

"হাম বাসী উস দেশকো, জহা বারহ্ মাস বসন্ত।
নীঝর ঝরৈ মহা অমি, ভীজত হ্যায় সব সন্ত" ॥ ৮ ॥

"আমি ঐ দেশের বাসী, যেখানে বার মাস বসন্ত ঋতু বিরাজ করিতেছে। যেখানে নির্ঝর সকল মহা অমৃত বর্ষণ করিতেছে। সকল সাধুগণ সেই অমৃতে ভিজিতেছেন ॥ ৮ ॥

"হাম বাসী উস দেশকো, জহা জাতি বরণ কুল নাহি।
শব্দ মিলাবা হোয় রহা, দেহ মিলাবা নাহি" ॥ ৯ ॥

আমি ঐ দেশের বাসী, যেখানে জাতি, বর্ণ ও কুলের মর্য্যাদা নাই। আমি রাম নাম শব্দে বা ব্রহ্ম শব্দে মিলিত হইয়া রহিয়াছি। দেহের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ৯ ॥

"হাম বাসী ওয়া দেশকে, জহা পারব্রহ্মকা খেল্।
দীপক জরৈ অগম্যকা, বিন বাতি বিন তেল" ॥ ১০ ॥

আমি ঐ দেশের বাসী, যেখানে পরব্রহ্মের খেলা চলিতেছে। বিনা বাতী, বিনা "তৈলে সেই স্থানে অগম্য পরমাত্মার দীপক্ বা জ্যোতি জ্বলিতেছে ॥ ১০ ॥

"কবীর জব হাম গাবতে, তব ব্রহ্ম জানা নাহি।
অব ব্রহ্ম দিলমে দেখিয়া, গাবন কুঁ কছু নাহি" ॥ ১১ ॥

হে কবীর! আমি যখন গান করিতাম, তখন ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই। আমি এখন ব্রহ্মকে হৃদয়ে দর্শন করিতেছি। এখন আর গান করিবার কিছুই নাই। এইরূপ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ॥ ১১ ॥

"হিল মিল খেলা ব্রহ্ম সো, অন্তর রহি ন রেখ।
সমঝেকা মত এক হ্যায়, ক্যা পণ্ডিত ক্যা শেখ" ॥ ১২ ॥

আমি হেলিয়া দুলিয়া ব্রহ্মের সহিত খেলা করিতেছি। আমার অন্তরে একটি রেখা বা দাগ নাই—অর্থাৎ আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিলে কি পণ্ডিত, কি শেখ সকলের মতই এক হয়। ভাব এই যে ব্রহ্ম জ্ঞানী হিন্দু ও মুসলমানের একই মত "উয়োইয়ে হ্যায়।" পুরাণে ও কোরাণে একই কথা রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

"পুরে সো পরচা ভয়া, দুখ সুখ মেলা দূরি।
যমকী ফাঁসী কটি গই, সাঁই মিলা হজুরি" ॥ ১৩ ॥

পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি দুঃখ ও সুখ দূর করিয়া দিয়াছি। যমের ফাঁসী কাটিয়া গিয়াছে। স্বয়ং ভগবানের সহিত মিলন হইয়াছে। "পরচাকো অঙ্গ" অর্থ—ঈশ্বর দর্শন বা মিলনের অঙ্গ। শ্রীকবীরজীর এই সকল বাণী শ্রবণ করিলে বোধ হয় তিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

পতিব্রতাকো অঙ্গ ॥ ৬ ॥

"জো ইয় এক ন জানিয়া, তো বহু জানে ক্যা হোয়।
এক হিতে সব হোত হ্যায়, সব তে এক ন হোয়" ॥ ১ ॥

সেই পরম পতি ভগবানকে না জানিয়া বহুজ্ঞ হইলে কি হইবে? এক ভগবানের ভক্তি বা প্রেম লাভ করিতে পারিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। জগতের সকল দ্রব্য লাভ করিতে পারিলেও তাহা দ্বারা সেই এক ভগবানের ভক্তি লাভ করা যায় না।

"I am become as sounding brass or a tinkling cym bal" "And have not charity, I am nothing. St. Paul ॥ ১ ॥

"একৈ সাধে সব সাধৈ, সব সাধৈ এক যায়।
জো তু সীঁঞ্চে মুলকো, ফুলৈ ফলৈ অঘায়" ॥ ২ ॥

এক ভগবানের সাধনা করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। সকল কার্য্য সাধনা করিয়াও এক বস্তু যদি চলিয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ না হয় তাহা হইলে জীবনের কোনও সাধনার সার্থকতা হয় না। যদি তুমি বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন কর তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে ফল ও পুষ্প প্রাপ্ত হইবে শাখা ও পত্রাদির উপর জল সিঞ্চন করার আবশ্যক হইবে না। "তরো মূর্লা ভিষে কেন যথা—তদ্ভুজ পল্লবা। তৃপ্যন্তিতদনুষ্ঠানাং" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ ॥ ২ ॥

"কবীরা সীপ সমুদ্রকী, রটৈ পিয়াস পিয়াস।
সকল বুন্দকোঁ না গিনৈ, স্বাতি বুন্দকী আস" ॥ ৩ ॥

কবীর বলেন আমি সমুদ্রের ঝিনুক। আমি "পিয়াস" তৃষ্ণা, তৃষ্ণা বলিয়া চিৎকার করিতেছি। সকল বারি বিন্দুর গণনা করি না। এক স্বাতি নক্ষত্রের বারি বিন্দুর আশা করিতেছি। শ্রীরাম কৃষ্ণ এইরূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

"উঁচী জাতি পাপিহরা, নবৈ ন নীচা নীর।
কৈ জাঁচৈ সুরপতিকো, কৈ দুখ সহৈ শরীর" ॥ ৫ ॥

পাপিয়া বা চাতকের জাতি উচ্চ, নিম্ন স্থানের "নীর" সে পান করে না। সে কথনও "সুরপতি" ইন্দ্রের নিকট বারি প্রার্থনা করে কথন বা নিজ শরীরে দুঃখ সহিয়া থাকে। এই রূপ বাণী তুলসী দাস বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

"পরা পাপিহরা সুর সরী, লগা বধিক কা বান।
মুখ মূদৈ শ্রুতি গগনমে, যোঁহি নিকসি গয়ে প্রাণ" ॥ ৫ ॥

যদি পাপিয়া ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া "সুরসরী" গঙ্গার জলে পতিত হয় তাহা হইলে সে মুখ মুদিয়া কর্ণ আকাশের দিকে রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তবুও গঙ্গাজল ও পান করে না। পতিব্রতা স্ত্রী পতির আশা ভিন্ন আর কাহার ও আশা করেন না। ভক্ত ও ভগবান ভিন্ন আর কাহারও নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। শ্রীকবীর জী "সীপ" বা ঝিনুক ও "পাপিয়া" বা চাতকের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা জীবকে দর্শাইতেছেন ॥ ৫ ॥

চিতাবণীকো অঙ্গ ॥ ৭ ॥

শ্রীকবীর জী নিম্নোক্ত বৈরাগ্য পূর্ণ বাণী দ্বারা জীবদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন।

"কবীরা নৌবত আপনি, দিন দশ লেহু বজায়।
ইয়া পুর পট্টন ইয়া গলী, বহুরি ন দেখো আয়" ॥ ১ ॥

হে কবীর বা জীব! তোমার দেহরূপ নহবত দশ দিন বাজাইয়া লও। এই দেহ রূপ পুরী, এই পট্যন, এই গলি আর দেখিতে পাইবে না ॥ ১ ॥

"এক দিন য়্যায়সা হোয়গা, সবসে পরৈ বিছোয়।
রাজা, রাণা, রাও, রঙ্ক, সাবধ ক্যোং নহি হোয়" ॥ ২ ॥

একদিন এইরূপ হইবে, সকলকে ছাড়িয়া বিস্মৃত হইতে হইবে। রাজা, রাণা, রাও এবং দরিদ্র সকলেই এই সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবে। ইহারা সাবধান কেন হয় না ॥ ২ ॥

"উঁচা মহল চিনাইয়া, সুবরণ কলী ঢুলায়।
তে মন্দির, খালি পরৈ, রহৈ মসানা জায়" ॥ ৩ ॥

উচ্চ মহল (বাসস্থান) প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে সুবর্ণ কলি ঢুলাইলেও সেই মন্দির একদিন খালি পড়িয়া থাকিবে। শ্মশানে যাইয়া বাস করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

"সাতোঁ শব্দ বাজতে, ঘরি ঘরি হোতে রাগ।
তে মন্দির খালি পরৈ, বৈঠন লাগে কাগ" ॥ ৪ ॥

যে মন্দিরে সপ্ত সুর বাজিত, সর্ব্বদা রাগ রাগিনীর সহিত সঙ্গীত

আলাপ হইত। সেই মন্দির একদিন খালি পড়িয়া থাকিবে তাহাতে কাক বসিবে ॥ ৪ ॥

"কবীরা কহা গরবিয়া, উঁচা দেখি আবাস।
কালি পরে ভুই লোটনা, উপরি জমি হ্যায় ঘাস" ॥ ৫ ॥

হে কবীর! তোমার উচ্চ আবাস বা বাসস্থান দেখিয়া কেন গর্ব্ব করিতেছ? কল্য ভূমিতে পড়িয়া লোটাইতে হইবে, উপরে ঘাস জন্মিবে ॥ ৫ ॥

"কবীরা কহ গরবিয়া, চাম লপেটা হাড়।
হয় বর উপর ছত্র শির, তে পুনি ধরণী গাড়" ॥ ৬ ॥

কবীর কেন গর্ব্ব করিতেছ? কয়েকখানি হাড় চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছ। একদিন তোমাকে "ধরণী" অর্থাৎ মাটিতে "গাড়িয়া" ফেলিবে ॥ ৬ ॥

"কবীরা কহা গরবিয়া, কাল গহে কর কেশ।
না জানৈ কিত মারসী, কৈ ঘর কৈ পর দেশ" ॥ ৭ ॥

কবীর তুমি কেন গর্ব্ব করিতেছ। কাল তোমার কেশ ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। নিজ গৃহে হউক, পরদেশে হউক না জানি কোথায় কাল তোমাকে একদিন মারিয়া ফেলিবে ॥ ৭ ॥

"কবীরা য্যায়সা সংসার হ্যায়, জ্যায়সা সেমল ফুল।
দিন দশকা বাহারমে, ঝুটে রংগ ন ভুল ॥ ৮ ॥

কবীর! এই সংসার সিমুল ফুলের তুল্য। ইহা দশ দিনের

বাহার মাত্র। সংসারের মিথ্যা রংগ দেখিয়া ভুলিও না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "সংসার আমড়া, আঠি আর চামড়া" ॥ ৮ ॥

"Vanity of Vanities, all is Vanity" Solomon.

"পাঁচ পহর ধন্ধে গয়া, তিন পহর রহা সোয়।
এক পহর হরি না ভজা, মুক্ত কহাতে হোয়" ॥ ৯ ॥

পাঁচ প্রহর ধন্ধায় কাটিয়া গেল। তিন প্রহর শয়ন করিয়া রহিলে। এক প্রহর হরি ভজনা করিলে না। তুমি কেমন করিয়া মুক্ত হইবে? ॥ ৯ ॥

"কবীরা মন্দির লাখকা, জড়িয়া হীরালাল।
দিবস চারিকা দেখনা, বিনশ জায়গা কাল" ॥ ১০ ॥

তোমার লক্ষটাকার মন্দির (দেহরূপ মন্দির) হীরা মুক্তা দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছ। ইহা দুই চারি দিবসের দেখিবার বস্তু মাত্র কালে এই দেহ বিনাশ হইয়া যাইবে ॥ ১০ ॥

"আজ কালকী পাঁচদিন, জঙ্গল হোয় গা বাস।
উপর উপর হল ফিরৈ, ঢোর চরেঙ্গে ঘাস" ॥ ১১ ॥

আজ হউক, কাল হউক, তোমার বসতি জঙ্গলের মধ্যে হইবে। তোমার দেহ মাটি হইয়া গেলে তাহার উপর হাল চলিবে এবং তাহার উপর ঘাস হইবে ও পশু চরিয়া বেড়াইবে ॥ ১১ ॥

"হাড় জরৈ জেঁ্যা লাকড়ী, কেশ জরৈ জেঁ্যা ঘাস।
সব জগ জলতা দেখিকে, ভয়া কবীর উদাস" ॥ ১২ ॥

হাড় "লাকড়ী" কাঠের ন্যায় জ্বলিতেছে, "কেশ" ঘাসের ন্যায় জ্বলিতেছে—সকল জগতই এইরূপ জ্বলিতেছে দেখিয়া কবীর উদাসী হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

"ইয়া তন কাচা কুম্ভ হ্যায়, লিয়া ফিরৈ থা সাথ।
ঠপকা লাগা ফুটি গয়া, কছু ন আয়া হাথ" ॥ ১৩ ॥

এই দেহ কাচা কলসের ন্যায়, ইহা সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছ, এক ধাক্কা লাগিয়া ফাটিয়া যাইবে, তোমার হাতে কিছুই থাকিবে না ॥ ১৩ ॥

"ইয়া তন কাচা কুম্ভ হ্যায়, চোট্ চহুঁ দিশি খায়।
এক হি হরিকে নাম বিন, যদি তদি প্রলয় যায়" ॥ ১৪ ॥

এই দেহ কাচা কুম্ভের ন্যায় চারিদিকে "চোট্" ধাক্কা খাইতেছে। এক হরি নাম ব্যতিত যখন তখন প্রলয় হইয়া যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥

"কবীরা ইয়া তন বন ভয়া, কর্ম্ম জো ভয়া কুঠারি।
আপ আপকো কাটি হ্যায়, কহৈ কবীর বিচারি" ॥ ১৫ ॥

তোমার এই দেহ বনের তুল্য, কর্ম্ম কুঠার সদৃশ। কবীর বিচার করিয়া বলেন তুমি নিজেকে নিজেই কাটিতেছ ॥ ১৫ ॥

"কবীরা ইয়া তন জাত হ্যায়, সকে তো ঠৌর লগায়।
কৈ সেবা কর সাধুকা, কৈ গোবিন্দ গুণ গায়" ॥ ১৬ ॥

কবীর। এ দেহ নষ্ট হইয়া যাইবে। পার ত ভগবৎ পাদ পদ্মে আশ্রয় লও। কখনও সাধু সেবা কর কখনও বা গোবিন্দ গুণ গান কর ॥ ১৬ ॥

"তুনিয়াকা ম্যায় কছু নহি, মেরে তুনিয়া কাত।
সাহব দর দেখা খাড়া, তুনিয়া দোজক জাত" ॥ ১৭ ॥

আমি সংসারের কেহ নহি, সংসার আমার কে? আমি ভগবানের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি সংসারের সকল লোক "দোজক" নরকে গমন করিতেছে ॥ ১৭ ॥

"কবীরা নাবন ঝাঝরী, কুরা খেবন হার।
হলকা হলকা তরি গয়া, বুড়ে জিন শির ভাঁর" ॥ ১৮ ॥

কবীর। তোমার এই দেহ রূপ নৌকা "ঝাঝরী" জীর্ণ। "খেবনহার" কর্ণধার (ভগবান) কুড়া স্বরূপ। যাহার বোঝা হালকা সেই তরিয়া যাইতে পারিবে। যাহার মস্তকে "ভার" বোঝা অধিক সেইত ডুবিয়া যাইবে ॥ ১৮ ॥

"কবীরা নাবন ঝাঝরী, ভরী বিরানে ভার।
খেবট সো পরিচয় নহিঁ, ক্যোঁ কর উতরৈ পার" ॥ ১৯ ॥

তোমার নৌকা জীর্ণ। তাহাতে "বিরানে ভার" পরের বোঝা বোঝাই করিলে। কর্ণধারের সহিত পরিচয় করিলে না। তুমি কেমন করিয়া ভব সমুদ্র পার হইবে? ॥ ১৯ ॥

"কবীরা রসরী পাব মেঁ, কইঁ সোবৈ সুখ চৈন।
শ্বাস নকারা কূঁচকা, বাজত হ্যায় দিন রৈন" ॥ ২০ ॥

কবীর। তোমার পায়ে "রসরী" দড়ি বান্ধা রহিয়াছে। কি সুখে তুমি স্থির ভাবে শয়ন করিয়া আছ? মৃত্যুলোকে চলিবার জন্য দিন রাত্রি তোমার শ্বাসরূপ নাগরা বাজিতেছে ॥ ২০ ॥

ব্যাপককো অঙ্গ ॥ ৮ ॥

ভগবান সর্ব্ব ঘটে ব্যাপক ভাবে রহিয়াছেন শ্রীকবীর জী এই বাণী দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন ঃ—

"জাতি জাতিকে পাহুনে, জাতি জাতিকে জায়।
সাহব জাতি সুজাতি হ্যায়, সব ঘট রহো সমায়" ॥ ১ ॥

এক এক জাতির মানব, সেই সেই জাতিতে যায়। ভগবানের এমনই উৎকৃষ্ট জাতি যে তিনি সকল জাতির "ঘট" বা দেহের মধ্যে বিরাজ কারতেছেন "শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে" ॥ ১ ॥

„জ্যোঁ তিল মাহীঁ তেল হ্যায়, চক্ মক্ মাহীঁ আগি।
তেরা সাইঁ তুঝ হিমে, জাগি সকে তো জাগি" ॥ ২ ॥

যেরূপ তিলের মধ্যে তৈল, চক্‌মক্ মধ্যে অগ্নি সেই রূপ তোমার ঈশ্বর তোমার মধ্যেই রহিয়াছেন। তাঁহাকে জাগাইতে পার ত তিনি নিশ্চয়ই জাগিবেন ॥ ২ ॥

"পাবক রূপী রাম হ্যায়, সব ঘট রহ্ সমায়।
চিত চক্ মক্ লাগায় নাহীঁ, তাতে বুঝি বুঝি যায়" ॥ ৩ ॥

ভগবান অগ্নির তুল্য, সকল ঘটে ব্যাপক ভাবে তিনি রহিয়াছেন। চিত্তরূপ চক্ মক্ লাগায় না তাহাতেই নিভিয়া নিভিয়া যায় ॥ ৩ ॥

"কায়া কফ চিত চকমক, ঝারো বারম্বার।
তিন বার ধুয়া ভয়া, চৌথে পরা অঙ্গার" ॥ ৪ ॥

এই কায়া লৌহের তুল্য, চিত্ত চক মকের ন্যায়। পুনঃ পুনঃ

ঘর্ষণ কর, তিন বার ধুয়া হইয়া গেলেও চতুর্থ বার "অঙ্গার" বা অগ্নি জ্বলিবে ॥ ৪ ॥

"জ্যায়সী লাকড়ী ঢাককী, য়্যায়সা ইয়তন দেখ।
ইয়ামে কেশু ছিপি রহা, ইয়ামে পুরুষ অলেখ" ॥ ৫ ॥

"ঢাক" সিমুল বৃক্ষের কাষ্ঠের ন্যায় তোমার এই দেহ জানিবা। অর্থাৎ সিমুল বৃক্ষের কাষ্ঠে শীঘ্র অগ্নি লাগিয়া যায়। তোমার দেহের মধ্যে "কেশু" কেশব অর্থাৎ ভগবান গুপ্ত ভাবে রহিয়াছেন, এই দেহের মধ্যেই "অলখ নিরঞ্জন" বাস করিতেছেন ॥ ৫ ॥

সতীকো অঙ্গ ॥ ৯ ॥

শ্রীকবীর জী ৺কাশীধামের মণিকর্ণিকা ঘাটে সতীদাহ দর্শন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বিরহী সাধক সতী স্ত্রীর তুল্য। সতী পতির বিরহে মুগ্ধ হইয়া, পুত্র, কন্যা, দেহ, গৃহ, সংসারের যাবতীয় বাসনা ও মমতা ত্যাগ করতঃ ললাটে সিন্দুর দিয়া পতির সহিত এক চিতায় শয়ন করেন ও ভস্ম হইয়া পতিলোকে গমন করেন। সাধকও সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ বিরহে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। কবীর জী এই ভাব লইয়া "সতীকো অঙ্গে" অনেক বাণী বলিয়াছেন।

'অব তৌ য়্যায়সী ভয় পরী, মন অতি নির্ম্মল কীন্হ।
মরনেকা ভয় ছাড়িকৈ, হাথ সিন্দুরা লীন্হ" ॥ ১ ॥

এখন ত এমন সময় আমার উপস্থিত হইয়াছে, মনকে অতি

নির্ম্মল করিয়াছি। মরণের ভয় ত্যাগ করিয়া পতির সহিত সহ মরণে যাইবার জন্য হাতে সিন্দুর লইয়াছি ॥ ১ ॥

"ঢোল দমামা বাজিয়া, শব্দ শুনা সব কোই।
জো সল দেখি স্তী ভগৈ, দো কুল হঁাসি হোয়" ॥ ২ ॥

সতী সহ মরণে যাইতেছে, ঢোল দামামা বাজিতেছে,-সকলেই সেই শব্দ শুনিতেছে। চিতার অগ্নি দেখিয়া কিন্তু অনেক সতী ভাগিয়া বা পলাইয়া যায়। সতীর পিতৃকুল ও পতির কুল উভয় কুলের লোক হাস্য করে। ভাব এই যে বাসনা ত্যাগ ও সাধনের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া মর্কট বৈরাগী পুনঃরায় সংসারে প্রবেশ করিলে সমাজের লোকে হাস্য করে ॥ ২ ॥

"সতী বেচারী সত কিয়া, কাটমে সেজ বিছায়।
লৈ সুতী পিয় আপনা, চহু দিশি অগ্নি লাগায়" ॥ ৩ ॥

যাহারা সতী বা প্রকৃত সাধক তাঁহারা সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কাঠের উপর শয্যা প্রস্তুত করেন। প্রিয় পতির সহিত এক চিতার উপর শয়ন করিয়া চারিদিকে অগ্নি লাগান। ভাব এই যে সাধক ভগবানকে লইয়া সাধনরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া সংসার বাসনায় অগ্নি প্রদান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীকে এই ভাবের বাণী বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

"সতী পুকারে সল চঢ়ী, সুনুরে মীত মসান।
লোগ বটাউ সব গয়ে, হাম তুম রহে নিদান" ॥ ৪ ॥

কাঠের চিতার উপর আরোহণ করিয়া সতী চিৎকার করিয়া

বলিতেছেন "হে মিত্র শ্মশান শ্রবণ কর। শ্মশান যাত্রায় যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই চলিয়া গেল। নিদানে তুমি ও আমি কেবল এই স্থানে রহিলাম ॥ ৪ ॥

সতী ন পীসৈ পীস না, জো পীসৈ সো রাঁড়।
সাধু ভিখ ন মাঙ্গই, জো মাঙ্গে সো ভাড়" ॥ ৫ ॥

সতী শ্মশান হইতে ফিরিয়া আর সংসারের জাতা পিসেন না, যদি পিসেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর সতী বলা যায় না। তাঁহাকে রাঁড় বলা হয়। সাধুও সংসারের লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা মাগেন না। যদি কেহ মাগেন তাঁহাকে সাধু বলা যায় না—তিনি ভাড় ॥ ৫ ॥

হেত প্রীতিকো অঙ্গ ॥ ১০ ॥

ভগবানের সহিত কিরূপ প্রীত্ করিলে মানব ভগবানকে পাইতে পারে শ্রীকবীর জী এই সকল বাণী দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন।

"জৈসী প্রীতি কুটুম্ব সো, তৈসী হরি সো হোয়।
দাস কবীরা যোঁ কহে, কাজ ন বিগরেকোয়" ॥ ১ ॥

কুটুম্ব অর্থাৎ দারা পুত্র প্রভৃতির উপর জীবের যেরূপ প্রীতি, ঐরূপ প্রীতি যদি ভগবানের উপর হইত, কবীর বলেন তাহা হইলে কোন কার্য্য নিষ্ফল হইত না। "স্ত্রী পুত্রের জন্য লোকে এক ঘটী কাঁদছে, ঈশ্বরের জন্য কয় জনে কাঁদে"? শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ ১ ॥

"প্রীতি বহুত সংসারমে, নানা বিধিকী জোয়।
উত্তম প্রীতি সো জানিয়ে, হরি জন হরি সো হোয়" ॥ ২ ॥

সংসারে অনেক প্রকার প্রীতি আছে। ভগবানের সহিত ভক্তের যে প্রীত, সেই প্রীত ইউত্তম ॥ ২ ॥

"জলমে বসৈ কমোদিনী, চন্দা বসে আকাশ।
জো হ্যায় জাকা ভাবতা, সো তাহিকে পাস" ॥ ৩ ॥

ভগবান দূরে থাকিলে কি হয়? "তদ্দূরে তদন্তিকে" ইতিশ্রুতি। ভক্ত তাঁহাকে ভাবনা করিলে তিনি নিকটে উপস্থিত হন। কুমুদিনী মর্ত্তে জলে বাস করে, চন্দ্র আকাশে বাস করেন। যে যাহাকে ভাবনা করে সে তাহার নিকটে নিশ্চয়ই আগমন করে॥ ৩ ॥

"তন্ দিখ্‌লাবে আপনা, কছু না রাখে গোয়।
কৈসী প্রীতি কর্মদিনী, ঐ সী প্রীতি জো হোয়" ॥ ৪ ॥

কুমুদিনী হৃদয়পদ্ম বিকসিত করিয়া চন্দ্রকে দেখায় কিছুই গোপন করে না। কুমুদিনীর যেরূপ চন্দ্রের উপর প্রীতি। ভগবানের উপর জীবের ঐ প্রকার প্রীতি হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ৪ ॥

ধীরজকো অঙ্গ ॥ ১১ ॥

"ধীরৈ ধীরৈ রেমনা ধীরৈ সব কছু হোয়।
মালী সীঞ্চৈ কেবরা, ঋতু আবে ফল হোয়" ॥ ১ ॥

হে মন! ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভগবানের সেবা কর মালী ধৈর্য্যের সহিত বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করে "ঋতু আবে" সময় আসিলে ফল হইবে ॥ ১ ॥

"শ, ষ, স, সয়ে থাক" শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

"কবীরা ধীরজকে ধরে, হস্তী সবা মন খায়।
টুক্ এককে কারণে, শ্বান ঘরৈ ঘর জায়" ॥ ২ ॥

হে কবীর ! ধৈর্য্য ধারণ করিয়া হস্তী এক স্থানে থাকিয়া সওয়া মন দ্রব্য ভোজন করে কিন্তু এক টুকরার জন্য কুকুর ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তবুও তাহার উদরপুরণ হয় না ॥ ২ ॥

অস্বাদীকো অঙ্গ ॥ ১৯ ॥

সাধক জিহ্বার লালসা পরিত্যাগ করিবেন। সুস্বাদু অন্ন ভোজনের লালসা থাকিলে ভগবৎ প্রাপ্তি অসম্ভব শ্রীকবীরজী তাহা এই বাণী দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন :—

"রুখা, সুখা খাইকে, ঠাণ্ডা পানী পীব।
দেখি বিরাণী চোঁপড়ী, মৎ ললচাবে জীব" ॥ ১ ॥

রুক্ষ ও শুষ্ক অন্ন ভোজন করিয়া, ঠাণ্ডা জল পান কর। পরের সুস্বাদু অন্ন দেখিয়া যেন তোমার জিহ্বার জল না পড়ে ॥ ১ ॥

"কবীরা সাঁই মুঝকো, রুখী রোটী দেয়।
চুপড়ী মাঙ্গত ম্যায় ডরুঁ, মৎরুখী ছিন লেয়" ॥ ২ ॥

হে কবীর ! ভগবান আমাকে রুক্ষ বা শুষ্ক রুটী দান করিয়াছেন আমি তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত ভোজন করিব। প্রভুর নিকট সুস্বাদু অন্ন প্রার্থনা করিতে আমার ভয় হয় পাছে শুষ্ক রুটীখানিও প্রভু আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লন ॥ ২ ॥

"জুবা চোরী, মুখবিরী, ব্যাজ বিরাণী নার।
জো চাহৈ দীদারকো, ইতনা বস্তু নিবার" ॥ ৩ ॥

জুয়া খেলা, চুরি করা, জীহ্বার লালসা, সুদ গ্রহণ, পরস্ত্রী গমন, যদি ভগবানকে পাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে এই সকল কার্য্য ত্যাগ কর ॥ ৩ ॥

সাকট শব্দকো অঙ্গ ॥ ১৩ ॥

"সাকট" অর্থ দুষ্ট বা অভক্ত।

"সাকট ব্রাহ্মণ মৎ মিলৌ, বৈষ্ণব মিলো চণ্ডাল।"

দুষ্ট প্রকৃতি ব্রাহ্মণের সহিত মিত্রতা করিও না। বিষ্ণু ভক্ত চণ্ডালের সহিত মিত্রতা কর।

"সুতা সাধু জগাইয়ে, করৈ ব্রহ্মকো জাপ।
ইয়ে তীনোঁ ন জগাইয়ে, সাকট সিংহ আউর সাপ" ॥ ২ ॥

সাধু যদি শয়ন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে জাগাইবে, সাধু জাগিলে তিনি ব্রহ্ম নাম জপ করিবেন। এই তিন জনকে জাগাইবে না যথা :—শাকট বা দুষ্ট প্রকৃতির লোক, সিংহও সাপ। ইহারা জাগিলে একটা না একটা অনিষ্ট করিবেই ॥ ২ ॥

"সাকট নারী ছাড়িয়ে, গণিকা কীজৈ নারি।
দাসী ভৈ হরি জনকী, কুল নহি আবৈ গারি" ॥ ৩ ॥

দুষ্ট প্রকৃতির নারীকে অর্থাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া, ভক্তিমতী গণিকাকেও নারী করিতে পার। সে হরি ভক্তের দাসী হইয়া ভক্তিপথের সহায়ক হইতে পারে। তাহাতে কুলে "গারি" গালি লাগিবে না ॥ ৩ ॥

সাধু মহাতকো অঙ্গ ॥ ১৪ ॥

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

"নিরাকারকী আরসী, সাধুন হীকী দেহ।
লখা জো চাহে অলখকো, ইনহীঁ মে লখি লেহ" ॥ ১ ॥

সাধু মহাত্মার দেহ, নিরাকার ব্রহ্মের "আরসী" আয়না বা দর্পনের স্বরূপ। যিনি "অলখকো" অলখ নিরঞ্জনকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাধুর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। "তাস্মিস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ" কেননা ভগবানে ও তদনুগত সাধু ব্যক্তিতে কিছু মাত্র ভেদ নাই ॥ ১ ॥

"হরি দরবারী সাধু হ্যায়, ইনতে সব কছু হোয়।
বেগি বিলাবৈ রামকো, ইন্হে মিলৈ জো কোয়" ॥ ২ ॥

সাধুগণ সর্ব্বদাই হরির দরবারে থাকেন। ইঁহাদের দ্বারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হয়। সাধুগণের সহিত মিলন হইলে তাঁহারা "বেগি" সত্বরই রামকে মিলাইয়া দিতে পারেন ॥ ২ ॥

"সাধু সীপ সাহিব সমুদ্র, নিপজত মোতী মাহিঁ।
ওয়েহী ঠিকানে পাইয়ে, নাল্ খাল্মে নাহি" ॥ ৩ ॥

ভগবান সমুদ্রের তুল্য। সাধু "সীপ" নৌকার ন্যায়। ঐ সাধুরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রে যাইতে হইবে। ঐ সমুদ্রে "মোতী" মুক্তা, হীরা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় নালা ও খালের

মধ্যে মণি মুক্তার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না। ভাব এই যে সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে বিষয়ী লোকের সঙ্গে নহে ॥ ৩ ॥

"সাধুনকী ঝুপড়ী ভলী, না সাকটকো গাঁব।
চন্দনকী কুট্‌কী ভলী, ন বাঁবুল বনরাও" ॥ ৪ ॥

সাধুর "ঝুপড়ী" কুটীরও ভাল, দুষ্ট প্রকৃতি লোকদিগের গ্রামও ভাল নহে। চন্দন কাষ্ঠের একটু টুকরাও ভাল, বাবুলের একটী বৃহৎ বৃক্ষও ভাল নহে ॥ ৪ ॥

সাধুনকী কুতিয়া ভলী, বুরী সাকটকী মায়।
ওয়া বৈঠী হরি যশ শুনৈ, ওয়া নিন্দা করণে জায়" ॥ ৫ ॥

সাধুর "কুতিয়া" কুকুরীও ভাল, দুষ্ট প্রকৃতি লোকের মাতাও ভাল নহে। কেননা সাধুর কুকুরী সাধুর নিকটে থাকিয়া হরি যশ শ্রবণ করে, দুষ্ট প্রকৃতি লোকের মাতা পরনিন্দা করিবার জন্য নানা স্থানে গমন করে। "বুরী" অর্থ মন্দ ॥ ৫ ॥

"ভলী ভাই জো ভয় মিটা, টুটী কুলকী লাজ।
বেপরবাহী হায় রহা, বৈঠা রাম জাহাজ" ॥ ৬ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে সাধু সঙ্গ করিয়া আমার ভাল হইয়াছে। আমার ভয় মিটিয়া গিয়াছে। কুলের লজ্জা টুটিয়া গিয়াছে, আমি নির্ভয় হইয়া রামরূপ জাহাজের উপর বসিয়া আছি ॥ ৬ ॥

"আঁখো দেখা ঘী ভলা, না মুখ মেলা তেল।
সাধু সো ঝগড়া ভালা, না সাকট সো মেল" ॥ ৭ ॥

চক্ষু দ্বারা ঘৃত দর্শন করাও ভাল, মুখের দ্বারা তৈল ভোজন করাও ভাল নহে। সাধুর সহিত ঝগড়া করাও ভাল—দুষ্ট লোকের সহিত মিলন ও ভাল নহে ॥ ৭ ॥

পিগুল্লা নরখো অঙ্গ ॥ ১৫ ॥

"ঝির মির ঝির মির বরসিয়া, পাহন উপর মেহ।
মাটী গলি পানী ভই পাহন, ওয়াহী তেহ" ॥ ১ ॥

মেঘ প্রস্তরের উপর ঝির ঝির করিয়া বারি বর্ষণ করে তাহাতে মাটী গলিয়া "পানী" জল হইয়া যায় কিন্তু প্রস্তর যেমন তেমনই থাকে তাহা গলে না। "কঠিনে মেসে না সে মেসে রে সে তরল হ'লে" ॥ ১ ॥

"কবীরা লহরী সমুদ্রকী, মোতী বিখরে আয়।
বগুলা পরখ ন জানই, হংসা চুগি চুগি খায়" ॥ ২ ॥

হে কবীর? সমুদ্রের "লহরী" তরঙ্গে কত "মোতী" কত হীরা তীরে আসিয়া পড়িতেছে। বক তাহার "পরখ"-রহস্য বা পরীক্ষা করিতে পারে না কিন্তু "হংসা" হংস বা সাধুগণ তাহা কুড়াইয়া কুড়াইয়া ভোজন করেন। ভাব এই যে ভগবান সমুদ্রের ন্যায় প্রেম ও ভক্তি রত্ন বিতরণ করিতেছেন, বক স্বরূপ বিষয়ী মানবগণ

"কামিনীকাঞ্চনে" আসক্ত হইয়া সেই প্রেম ও ভক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

আত্ম অনুভবকো অঙ্গ ।১৩॥

"জ্যো নর নারীকে স্বাদকো, খাসী নহী পহি চান।
তোঁ জ্ঞানীকে সুখকো, অজ্ঞানী নহিঁ জান" ॥ ১ ॥

নর নারীর মিলনের স্বাদ যেমন নপুংসক ব্যক্তি বুঝিতে পারে না সেই রূপ জ্ঞানীর সুখ বা আনন্দ অজ্ঞানী অনুভব করিতে পারে না। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ্ বিদ্যতে" ॥ ১ ॥

"কাগজ লিখে সো কাগদী, কি ব্যবহারী জীব।
আতম দৃষ্টি কহাঁ লিখে, জিত তিত দেখে পীব" ॥ ২ ॥

কাগজ যাহারা লিখিয়া থাকেন তাঁহা দিগকে "কাগদী" বা কাগজ লেখক বলা হয়—অথবা তাঁহাদিগকে ব্যবহারী জীবও বলা যাইতে পারে। যাহার আত্মদৃষ্টি হইয়াছে তিনি আর কি লিখিবেন যে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই "পীব" প্রিয় ভগবানকে তিনি দেখিতে পান।

"ন বেদ যজ্ঞাধ্যায় নৈ র্দানৈ" "যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" গীতা
"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহু শ্রুতেন" শ্রুতি ॥ ২ ॥

"লিখা লিখীকী নাহি হ্যায়, দেখা দেখিকী বাত।
দুলহা দুলহিন মিলি গয়ে, ফীকি পরী বরাত" ॥ ৩ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আত্মজ্ঞান লাভ করা "লিখা লিখীর"

কার্য্য নহে উহা দেখা দেখীর কথা। "দুলহা, দুলহিন" বর ও কন্যার যখন মিলন হয় তখন "বরাত" অর্থাৎ বরযাত্রীগণ "ফীকি" বা শ্রীবিহীন হইয়া পড়েন।

> "তুলসী জপ তপ পূজা সব গুড়িয়া কি খেল"।
> জব পিয়াসে সরবর হোই তো রাখ পেটারা মেল্" ॥ ৩ ॥

> "অন্ধরে কো হাতী জ্যোঁ, সব কাহুকা জ্ঞান।
> আপনী আপনি কহত হায়, কাকো ধরিয়ে ধ্যান ॥ ৪ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান মানবের পক্ষে হওয়া অসম্ভব। "একসের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? "নুনের পুতুলি সমুদ্র মাপ করিতে গিয়েছিল" "কতক গুলো অন্ধলোক একটা হাতীর উপর পড়েছিল" ইত্যাদি সেইরূপ শ্রীকবীরজী বলিতেছেন ;—

অন্ধ মানবগণের যেমন হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান, ঈশ্বর সম্বন্ধে ও সকল মানবের সেইরূপ জ্ঞান। কতক গুলি অন্ধ যদি একটা হাতীর উপর পড়ে—তাহা হইলে যে অন্ধ হাতীর যে অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে—সে হস্তী বিষয়ে তত টুকু বলিতে পারে। সম্পূর্ণ হস্তীর বিষয়ে জ্ঞান কোন এক অন্ধের হইতে পারে না। অন্ধগণ "আত্ম অনুভব" অনুসারে হস্তী বিষয়ে বর্ণন করিতে থাকেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাদের যতদূর "আত্মঅনুভব" হইয়াছে তাঁহারা ততদূরই ঈশ্বর সম্বন্ধে আপন আপন জ্ঞান অনুসারে বর্ণনা করেন। কবীর জী

বলিতেছেন যে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অন্ধ আমি কোন্ অন্ধের কথা শুনিয়া কাহার ধ্যান করিব ॥ ৪ ॥

"ঝারী ফাঁসী কুপমে, ভভকী পানী মাহি।
ভরে ভভক সব মিটি গই, অব কছু কহনী নাহি" ॥ ৫ ॥

"ঝারী" জল পাত্রের গলে ফাঁসী লাগাইয়া কুপের মধ্যে ফেলিয়া দিলে—কুপের মধ্যে ঐ জলপাত্র পড়িয়া "ভক্ভক্" শব্দ করিতে থাকে। ঐ জল পাত্র জলে পূর্ণ হইলে "ভক্ভক্" শব্দ সব মিটিয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইলে মানব আর কিছুই বলিতে পারে না সে চুপ হইয়া যায়। শ্রীকবীর জী বলিতেছেন "অব কছু কহনী নাহি" ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার "আত্ম অনুভব" হইয়াছে এখন আর আমার বলার কিছুই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবও ঠিক এই রূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ৫ ॥

অদ্বৈত জ্ঞানকো অঙ্গ ॥ ১৭ ॥

"সবৈ খেলৌনা খাঁড় মধ্য, খাড় খেলৌনা মাহি।
ত্যায়সে সব জগ ব্রহ্ম মে, ব্রহ্ম জগত কে মাহি" ॥ ১ ॥

"খাড়" চিনি দ্বারা যেরূপ নানা প্রকার "খেলনা" প্রস্তুত করিলেও খেলনার মধ্যে "খাড়" রহিয়া যায়! সেই রূপ সকল জগতের মধ্যে ব্রহ্ম ব্যাপক রূপে রহিয়াছেন। জগতও ব্রহ্মের মধ্যে রহিয়াছে ॥ ১ ॥

"উপজে একৈ খাড়তে, হস্তী ঘোড়া উট।
খাড় বিচারে পাইয়া, নাম রূপ সব ঝুট" ॥ ২ ॥

এক খাড় বা চিনি দ্বারা হস্তী, ঘোড়া, উট নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত করা হয় কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে কেবল খাড়ই পাওয়া যায় মাত্র সেই রূপ নাম রূপ সকলই মিথ্যা এক ব্রহ্মই সত্য ॥ ২ ॥

"কবীরা লোহা এক হ্যায়, গঢ়নে মে হ্যায় ফের।
তা হীকা বখতর বনা, তা হীকা সম সের" ॥ ৩ ॥

হে কবীর, লৌহ একই, ঐ লৌহ দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, ঐ লৌহ দ্বারা "শমসের" তলওয়ার প্রস্তুত হয় আবার ঐ লৌহ দ্বারাই "বখতর" বর্ম্ম প্রস্তুত করা হয়॥ "যিনি আমাকে মারিয়াছেন তিনিই আমাকে দুগ্ধ পান করাইতেছেন" শ্রীরামকৃষ্ণ কথা মৃত। "সাপ হয়ে কাট তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়" ॥ ৩ ॥

কালকো অঙ্গ ॥ ১৮ ॥

"কালঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ"।

"মালী আবত দেখিকৈ, কলিয়াঁ করে পুকার।
ফুলী ফুলী চুনি গাই, কাল্‌থি হামারী বার"॥ ১ ॥

ফুলের বাগানের মধ্যে মালীকে আসিতে দেখিয়া ফুলের কলিগুলি ভয়ে চীৎকার করিতেছে। যে ফুলগুলি ফুটিয়াছে মালী তাহাদিগকে তুলিয়া লইল। কাল আমাদের "বার" বা পালা—অর্থাৎ মালীকাল আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া যাইবে ॥ ১ ॥

"ফাগন আবত দেখিকে, বন রোতা মন মাহিঁ।
ঊঁচী ডারীপাত থা, পীরা হো হো জাহিঁ" ॥ ২ ॥

ফাল্গুন মাস আসিতেছে দেখিয়া বন সকল মনে মনে রোদন করিতেছে—"আমাদের ডাল ও পত্র সকল উচ্চ ছিল, এখন সকলই ক্রমে ঝরিয়া পড়িবে ॥ ২ ॥

"তরুবর পাতসো কহৈ, শুন পাত এক বাত।
ইয়া ঘর ইয়াহী রীতি হ্যায়, ইক আবত ইক জাত" ॥ ৩ ॥

তরুবর পত্রদিগকে বলিতেছেন হে পত্র সকল ? আমার একটী কথা শ্রবণ কর, আমার এই ঘরের এই রীতি একটী পত্র আসিতেছে আর একটী যাইতেছে ॥ ৩ ॥

"কবীরা গাফিল ক্যা ফিরৈ; আয়া কাল নজদীক্।
কান পকরিকৈ লেচলা, জ্যোঁ অজাকো খটীক্" ॥ ৪ ॥

হে কবীর তুমি "গাফিল" অসাবধান ভাবে কেন ফিরিতেছ ? তোমার কাল নিকটে আসিতেছে। ছাগদিগকে বলিদান করিবার জন্ত "খটীক" যেমন লইয়া যায়। ছাগের ন্তায় তোমাকেও কান ধরিয়া সেইরূপ কালে লইয়া যাইবে· হিন্দুস্থানে "খটীক" বলিয়া এক জাতি আছে তাহারা ছাগ বলি দেয় ॥ ৪ ॥

"হাম জানেথে খাহিংগে, বহুত জমী বহু মাল।
জ্যোঁকা ত্যোঁহিরহা, পাক্ড়িলে গয়া কাল" ॥ ৫ ॥

আমি মনে করিয়াছিলাম যে বহু জমি ও বহু দ্রব্য আমি উপভোগ করিব, যেমন দ্রব্য তেমনই রহিয়া গেল আমাকে কাল ধরিয়া লইয়া গেল ॥ ৫ ॥

"চলতী চাকী দেখিকৈ, দিয়া কবীরা রোয়।
দো পাটন বিচ আয়কৈ, সাবত গয়া ন কোয়" ॥ ৬ ॥

শ্রীকবীরজী একদিন জাতা ঘুরিতেছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে আকাশ মণ্ডল জাতার একখানি পাট ও ভূমণ্ডল জাতার অপর খানি পাট। জাতার এই দুই পাটের ভিতর আসিয়া কোন প্রাণীই স্থির থাকিতে পারিল না। সকলই পিষিত হইয়া গেল। কাল সকল প্রাণীকেই শস্যের ন্যায় পেষন করিয়া গুড়া করিয়া ফেলিল ॥ ৬ ॥

"আসৈ পাসৈ জো ফিরৈ, নিপট পিসাবৈ সোয়।
কীলাসো লাগারহৈ, তাকোবিঘ্ন ন হোয়" ॥ ৭ ॥

শ্রীকবীরজী পুনঃরায় চিন্তা করিয়া বলিলেন যে এই জাতার আসে পাশে যে সকল শস্য রহিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই পিষিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যে সকল শস্যরূপ প্রাণী সংসাররূপ জাতার "কীল" খিলরূপ ঈশ্বরের সহিত লাগিয়া থাকে তাহার কোন বিঘ্ন হয় না। জাতার খিলের নিকট যে সকল শস্য থাকে তাহা গুড়া হয় না। যে সকল প্রাণী ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে কালরূপ জাতা পেষন করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

"চাকী চলী গুপালকী, সব জগ পীসা ঝারি।
রূঢ়া শব্দ কবীরকা, ডারা পাট উখারি" ॥ ৮ ॥

"গুপালকী" ভগবানের "চাকী" অর্থাৎ জাতা কালরূপ জাতা

চলিতেছে। কাল এই জগতের সকল প্রাণীকেই পেষন করিয়া ফেলিল। শ্রীকবীরজী বলেন যে আমার এমনই "রূঢ়া শব্দ" উৎকৃষ্ট শব্দ অর্থাৎ রাম নামরূপ শব্দ যে এই কালরূপ জাতার পাট উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছি। আমার এই রাম নাম শব্দ জীব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে—কাল আর তাহাকে পেষন করিতে পারিবে না ॥ ৮ ॥

"জো পহরা সো ফাটিয়া, জো খায়া সো জায়।
কবীরা রামানন্দকা, দীয়া হী রহিজায়" ॥ ৯ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি যে বস্ত্রাদি পরিধান করিতাম তাহা কালে "ফাটিয়া" অর্থাৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যাহা ভোজন করিয়াছি তাহাও কালে ক্ষয় হইয়াছে। হে কবীর শ্রীগুরু রামানন্দ আমাকে যাহা দিয়া ছিলেন। তাহাই রহিয়া গিয়াছে। সেই রাম নাম মন্ত্র যাহা রামানন্দের নিকট পাইয়াছি তাহা কালে ক্ষয় করিতে পারিবে না ॥ ৯ ॥

শূরতানকো অঙ্গ ॥ ১৯ ॥

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

শ্রুতি বলিতেছেন যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম বলে বলবান নহেন তিনি—পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারিবেন না। সাধক ও বীর পুরুষ বা সৈনিক একই সমান। সাধন ক্ষেত্র ও সংগ্রাম ক্ষেত্র উভয়ই

তুল্য শ্রীকবীরজী তাহা "শূরতানকো অঙ্গ" নামক বাণীতে দর্শাইয়াছেন।

"কোনে পরা ন ছুটি হ্যায় শুনুরে জীব অবুঝ।
কবীর মাঁড় ময়দানমে, করি ইন্দ্রিন সো জুঝ" ॥ ১ ॥

হে অবোধ জীব! শ্রবণ কর। সংসাররূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রের কোণে পড়িয়া থাকিলে ছুটিতে বা মুক্ত হইতে পারিবে না। কবীর বলেন সাধনরূপ যুদ্ধের ময়দানে হে জীব প্রবেশ কর ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ কর।

"আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে" সাধক রসিক চন্দ্র রায় ॥ ১ ॥

"কবীরা শূর সোই সরাহিয়ে, লড়ৈ ধনীকে হেত।
পুরজা পুরজা ভয় পড়ৈ, তবু না ছাঁড়ৈ ক্ষেত" ॥ ২ ॥

হে কবীর! সেই শূরবীরই প্রশংসার যোগ্য যিনি "ধনীকে হেত্" ভগবান বা প্রভুকে লাভ করিবার জন্য যুদ্ধ করেন। "পুরজা পুরজা" টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে তবুও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যায় না ॥ ২ ॥

"খেত না ছাঁড়ৈ শূরমাঁ, জুঝৈ বৈরদল মাহিঁ।
আশা জীবন মরণকী, মনমে রাখৈ নাহিঁ" ॥ ৩ ॥

বীর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন না। শত্রুদলের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। জীবন মরণের আশা কখনও মনে রাখেন না ॥ ৩ ॥

"সাধু, সতী আউর শূরমা কবহু ন ফেরৈ পীঠ।
তীনো নিকসি জো বাহুরৈ, তাকো মুহী মৎ দীঠ ॥ ৪ ॥

সাধু, সতী এবং শূর তাঁহারা কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না। এই তিন জন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুনঃরায় যদি গৃহে ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তাঁহাদের মুখ কেহ দর্শন করিও না ॥ ৪ ॥

"তীর, তোপ বরছী বহে, বিগসি জায়গা চাম।
শূরাকে ময়দানমে কায়রকা ক্যা কাম" ॥ ৫ ॥

এই সাধনরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বীরের চারি দিকে তীর তোপ, বরসী চলিতে থাকে বীরের শরীরের চর্ম্ম উঠিয়া যায়। এই প্রকার যুদ্ধক্ষেত্র বীর পুরুষেরই যোগ্য—এখানে প্রবেশ করা কি কাপুরুষের কার্য্য ? ॥ ৫ ॥

"জবলগ ধরপর সীস হ্যায়, শূর ন কহাবৈ কোয়।
মাথা টুটে ধর লড়ৈ, কবন্ধ কহাবৈ সোয়" ॥ ৬ ॥

যতক্ষণ যোদ্ধার ধড়ের উপর মস্তক থাকে ততক্ষণ তাহাকে কেহ বীর বলে না। মস্তক কাটিয়া ফেলে, ধড় যুদ্ধ করিতে থাকে। তাহাকে কবন্ধ বলে ॥ ৬ ॥

"তীর তোপসেঁা জো লড়ৈ, সো তো শূর ন হোয়।
মায়া ত্যজি হরিকো ভজৈ, শূর কহাবৈ সোয়" ॥ ৭ ॥

তীর ও তোপ দ্বারা যে যুদ্ধ করে তাহাকে সুর বা বীর বলা

যায় না। মায়া ত্যাগ করিয়া যে ভগবানকে ভজনা করে তাহাকেই বীর বলা যায় ॥ ৭ ॥

"শূরা সোই সরা হিয়ে, অঙ্গে ন পহরে লোহ।
জুঝে সব বন্ধ খোলিকৈ, ছাঁড়ে তনকা মোহ" ॥ ৮ ॥

সেই বীরই প্রশংসার যোগ্য; যিনি অঙ্গে "লোহ" লোহের বর্ম্ম পরিধান করেন না। তিনি শরীরের মোহ ত্যাগ করিয়া সকল বন্ধন খুলিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

"কবীরা তোড়া মান গড়, লুটী পাঁচো খান।
জ্ঞান কুহাড়ী কর্ম্ম বন, কাটি কিয়া মৈদান" ॥ ৯ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি অভিমান (অহঙ্কার) রূপ শত্রুর গড় বা দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। "পাঁচো খান" অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, লোভ এই পাঁচটী খনি লুটিয়াছি। আমি জ্ঞান রূপ কুঠার দ্বারা কর্ম্মরূপ বন কাটিয়া ময়দান করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ৯ ॥

"কবীরা তোড়া মান গড়, মারা পাঁচ গনীম।
সীস নাঁবায়া ধনীকো, সাধী বড়ী মহীম" ॥ ১০ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি—অভিমান রূপ শত্রুর গড় বা দুর্গ ভাঙ্গিয়া—পাঁচটী শত্রু, কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, লোভ মারিয়া ফেলিয়াছি। শত্রুর দুর্গ জয় করিয়া "ধনী" অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের নিকট যাইয়া মস্তক অবনত করিতেছি। "সাধা বড়ী

মহীম" প্রভু আমি বড়ই অসাধ্য সাধন করিয়াছি। "দ্বিজ রসিক চন্দ্রে বলে, তোমারই বলে মা জিনিব তোমায় সমরে" ॥ ১০ ॥

কামকো অঙ্গ ॥ ২০ ॥

"জহি শত্রুং মহাবাহো কাম রূপং দুরা সদম্" ॥
"গায়, রোয় হাঁসি খেলিকৈ, হরত সবনকে প্রাণ্।
কহে কবীর ইয়া ঘাত, সমুঝৈ সন্ত সুজান" ॥ ১ ॥

নারীগণে কখন গান করিয়া, কখন ক্রন্দন করিয়া, কখন হাঁসি খেলা করিয়া সকলের প্রাণ হরণ করে। কবীর বলেন এই আঘাত সুজন সাধুগণ বুঝিতে পারেন। "স্বভাব এষ নারীণাং নরাণা মিহ দূষণম্"। মনু ॥ ১ ॥

"নারী নদী অথাহ জল, বুড়ি মুয়া সংসার।
য্যায়সা সাধু ন মিলৈ, জাসো উতরে পার" ॥ ২ ॥

নারী নদী স্বরূপ, ইহাতে অঠাই জল, এই নদীতে সংসারের লোক ডুবিয়া মরিল। এমন সাধু মিলিল না যাহার সহিত ভব-সাগর পার হইতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে "বিশালক্ষীর দোয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

"গায় ভৈঁস ঘোড়ী, গাধী, নারী নাম হ্যায় তাস।
জা মন্দির মে ইয়ে বসেঁ, তহাঁ ন কীজৈ বাস" ॥ ৩ ॥

শ্রীকবীর জী সাধক দিগকে বলিতেছেন হে সাধুগণ—যে মন্দিরের মধ্যে গাভী, মহিষী, ঘোড়ী, গাধী, বাস করে তোমরা সে মন্দিরে

ও বাস করিও না—কারণ ইহারা সকলেই নারীস্বরূপ॥ ভগবান মনু বলিয়াছেন

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ"

মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই॥ ৩॥

"এক কনক অরু কামিনী, বিষ ফল কিয়া উপায়।
দেখত হীতে বিষ চঢ়ৈ, চাখত হী মরি যায়"॥ ৪॥

কনক ও কামিনী বিষফল উৎপন্ন করে। দর্শন করিলে কাম বিষের উৎপত্তি হয়। চাখিলে মৃত্যু হয়॥ ৪॥

"রজ বীর্য্যকী কোঠরী, তা পর সাজ্যো রূপ।
এক নাম বিন বূড়সী, কনক কামিনী কূপ"॥ ৫॥

নারীর দেহ রজ ও বীর্য্যের কুটির মাত্র, তাহার উপর রূপের সাজ। শ্রীকবীর জী বলিতেছেন হে জীব! ভগবানের নামে তোমার রতি হইল না—তুমি কনক ও কামিনী রূপ কূপে ডুবিয়া মরিলে॥ ৫॥

বুঁদ খিরী নর নারীকী, জ্যায়সী আতম ঘাত্।
অজ্ঞানী মানৈ নাহী, এহি বাত উৎপাৎ"॥ ৬॥

নর ও নারীর বিন্দু ক্ষরণ হইলে উহা আত্মঘাতের তুল্য। অজ্ঞানীগণ ইহা মানে না, ইহা বড়ই উৎপাতের কথা॥ ৬॥

"কেতা বহায় বহি গয়া, কেতা বহি বহি জায়।
য়্যায়সা ভেদ বিচারি কৈ, তুমৎ গোতা খায়" ॥ ৭ ॥

এই নারী রূপ নদীতে পড়িয়া কত লোক ভাসিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন কত ভাসিয়া যাইতেছে, এই রহস্য অবগত হইয়া হে কবীর তুমি এই নদীতে ডুব দিও না ॥ ৭ ॥

"অবিনাশী বিচ ধার তিন, কুল কাঞ্চন আউর নার।
জো কোই ইনতে বাচি চলৈ, সোই উতরে পার" ॥ ৭ ॥

"অবিনাশী" পরমাত্মার ও জীবের মধ্যে তিনটী নদীর ধারা বহিতেছে। সে তিনটী নদীর ধার এই কুলাভিমান, কাঞ্চন ও নারী। যদি কেহ এই তিনটী নদী বাঁচিয়া চলিতে পারে অর্থাৎ পার হইতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই ভগবানকে পাইতে পারিবে।

"Ye cannot serve God and mammon" মহাত্মা ঈশা ॥ ৭ ॥

সাধুকো অঙ্গ ॥ ২১ ॥

"সাধ্ য়্যায়সা চাহিয়ে, দুখৈ দুখাবৈ নাহি।
ফল ফুল ছেরে নহী, বসৈ বগীচা মাহি" ॥ ১ ॥

সাধু এমন হওয়া উচিত, যিনি নিজে দুঃখ অনুভব করেন না পরকেও দুঃখ দেন না। তিনি সংসার রূপ বাগিচার মধ্যে বাস করেন বটে কিন্তু বাগিচার ফল ও ফুল ছিঁড়িয়া ভোগ করেন না। শ্রীরাম কৃষ্ণ এইরূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

"সাধু কহাবন কঠীন হ্যায়, জ্যোঁ লম্বী পেড় খজুর।
চঢ়ে তো চাখৈ প্রেম রস, গিরৈ তো চকনা চুর" ॥ ২ ॥

সাধু হওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য। উহা লম্বা খেজুর গাছের তুল্য। লম্বা খেজুর গাছের উপর চড়িতে পারিলে—"প্রেমরস" "চাখা" বা আস্বাদ লওয়া যাইতে পারে বটে। কিন্তু পতন হইলে চুর চুর হইতে হয় ॥ ২ ॥

"সাধু ভুঁখা ভাব কা, ধন কা ভুঁখা নাহি।
ধনকা ভুঁকা জো ফিরৈ, সোতো সাধু নাহি" ॥ ৩ ॥

সাধুগণ ভক্তিভাবের "ভুঁখা" অর্থাৎ ভক্তি ও প্রেমের ক্ষুধা লইয়া জগতে বিচরণ করেন। সাধুগণের ধনের ক্ষুধা নাই। ধনের ক্ষুধা লইয়া যাহারা জগতে বিচরণ করেন তাঁহারা সাধু নহেন ॥ ৩ ॥

চানককো অঙ্গ ॥ ২২

"নাচৈ গাবৈ পদ কহৈ, নাহী হরিসো হেত।
কহৈ কবীর ক্যোঁ নীপজৈ, বীজ বিহুনা খেত" ॥ ১ ॥

ভগবানের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে—নর্ত্তন, কীর্ত্তন, শ্লোক বা পদ পাঠ করায় কোন ফল নাই। শ্রীকবীর জী বলেন ভক্তিরূপ বীজ ভিন্ন হৃদয় রূপ ক্ষেত্রে কোন ফল বা শস্য উৎপন্ন হইতে পারে না॥ "গুরু রোপন করেছেন বীজ ভক্তিবারি তার সেচনা" ॥ ১ ॥

"শিষ্য শাখা বহুতহি কিয়া, মাধো কিয়া ন মিত।
চালে থে হরি মিলন কোঁ; বীচহি আটকা চিত" ॥ ২ ॥

শ্রীকবীর জী পণ্ডিত দিগকে বলিতেছেন, হে পণ্ডিতগণ, আপনারা শিষ্য, ও শাখা ত অনেক করিয়া মোহন্ত হইয়া বসিলেন! কিন্তু "মাধো" মাধব বা ভগবানের সহিত মিত্রতা করিলেন না। আপনারা ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য চলিয়াছিলেন। কিন্তু আপনাদের চিত্ত "বীচহি" অর্থাৎ মধ্যস্থানে আটকিয়া গেল, ভাব এই যে শিষ্য শাখা বহু মিলিল—"গুরুগিরী" "মোহন্ত গিরী" মিলল ভগবান মিলিলেন না ॥ ২ ॥

"পণ্ডিত আউর মসাল চী, দোনু সুঝে নাহি
আউরণ কো করৈ চান্দনা, আপ আন্ধেরা" মাহি ॥ ৩ ॥

পণ্ডিতগণ ও মসালচীগণ উভয়েরই বোধ শক্তি নাই তাঁহারা অপরকে আলোকিত করেন কিন্তু নিজেরা অন্ধকারের মধ্যে থাকেন ৩ ॥

মনকো অঙ্গ ॥ ২৩ ॥

"কবীরা মন মরকট ভয়া, কহুঁ ন নেক ঠহরায়।
রাম নাম বান্ধে বিনা, জিত ভাবে তিত্ত জায়" ॥ ১ ॥

শ্রীকবীর জী বলিতেছেন যে আমার মন "মরকট" বান্দরের ন্যায় হইয়াছে। কখনও "নেক" উৎকৃষ্ট বা ভাল স্থানে অবস্থান করে না। এই মন রূপ মরকটকে রাম নামে বন্ধন করিতে না পারিলে—এই মন যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়া যাইবে ॥ ১ ॥

"পহিলে ইয়ে মন কাগ থা, জীবন করতা ঘাত।
অব ইয়ে মন হংসা ভয়া, মোতী চুগি চুগি খাত" ॥ ২ ॥

আমার এই মন পূর্ব্বে কাকের ন্যায় ছিল, জীব হত্যা করিত। এখন "হংস" হইয়াছে। "মোতী" বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ করিতেছে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্ম মারগকো অঙ্গ ॥ ২৪ ॥

চ"লূঁ চলূঁ সব কোই কহৈ, পহুঁচৈ বিরলা কোয়।
এক কনক আউর কামিনী, দুর্লভ ঘাটি দোয়" ॥ ১ ॥

ভগবানের পথে যাইবার জন্য সকলেই "চল চল" বলে বটে কিন্তু বিরল দুই এক জন সেই পথে পৌছিতে পারে। এই পথের মধ্যে কামিনী ও কাঞ্চন রূপ দুইটী উচ্চ পর্ব্বতের ঘাটী রহিয়াছে। তাহা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১ ॥

"কবীরা মারগ কঠিন হায়, কোই ন সকই জায়।
গয়ে তো বহুরে নহী, কুশল কহৈ কো আয়" ॥ ২ ॥

শ্রীকবীর জী বলিতেছেন যে সেই "মারগ" পথ বড়ই কঠিন। প্রায় কেহই সেই পথে যাইতে পারে না। যদি কেহ সেই স্থানে গমন করেন তিনি আর ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানের কুশল সংবাদ দিতে পারেন না। ভাব এই যে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব দিলে সে আর ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও কোনও কথা বলিতে পারে না।

"From whose bourne no traveller returns." "নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ করিতে গিয়াছিল যেই সমুদ্রে নামা অমনি গলে গেল—সমুদ্রে কত জল কে আর খবর দিবে ?" শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ ২ ॥

"জো দেখৈ সো কহৈ নহী, কহৈ সো দেখে নাহি ।
শুনৈ সো সমঝাবে নহী"
"জো পকড়ৈ সো চলৈ নহী, চলৈ সো পকড়ৈ নাহি" ॥ ৩ ॥

শ্রীকবীর জী একদিন এক পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন দেখুন—যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিয়াছে—সে বলে না—বা বলিতে পারে না। যে বলে সে দেখে নাই। যে শুনিয়াছে সে অন্ধকে বুঝাইতে পারে না। যে তাঁহাকে ধরিয়াছে সে আর চলিতে পারে না—বা চলে না। যে চলে সে তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই ॥ ৩ ॥

"কহঁাতে তুম জো আইয়া, কোন্ তুমহারা ঠাম্ ।
কৌন তুমহারা জাতি হ্যায়, কোন পুরুষ কো নাম" ॥ ৪ ॥
"কোন তুমহারা জাতিহ্যায়, কোন তুমহারা নাম ।
কোন তুমহারা ইষ্ট হ্যায়, কোন তুমহারা গাঁব" ॥ ৫ ॥

একদিন এক পণ্ডিত শ্রীকবীর জীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? তোমার স্থান কোথায় ? তোমার কি জাত ? তোমার কি নাম ? তোমার ইষ্টদেব কে ? তুমি কোন গ্রামে বাস কর ?" ॥ ৪ ॥ কবীরজী ঐ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর করিয়াছিলেন :—

"অমর লোকতে আইয়া, সুখকে সাগর ঠাঁম।
জাতি হামারী অজাতি হ্যায়, অমর পুরুষ কো নাম" ॥ ৬ ॥
জাতি হামারী আত্মা, প্রাণ হামারা নাম।
অলখ হামারা ইষ্ট হ্যায়, গগন হামারা গ্রাম" ॥ ৭ ॥

আমি অমর লোক হইতে আসিয়াছি, সুখ সাগরে আমার স্থান। অজাতিই আমার জাতি। আমার নাম অমর পুরুষ। আমার আত্মাই জাতি, প্রাণই আমার নাম। অলখ নিরঞ্জন আমার ইষ্টদেব। গগন আমার গ্রাম ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

বিনতীকো অঙ্গ ॥ ২৫ ॥

"ক্যা মুখ লে বিনতী করু, লাজ আবত হ্যায় মোহি
তুম দেখত অবগুন কিয়া, ক্যায়সে ভাউ তোহি" ॥ ১ ॥

শ্রীকবীর জী ইহুদী ভক্ত রাজর্ষি ডেভিড ও কবি বিদ্যাপতির ন্যায় ভগবানের নিকট আত্ম নিবেদন করিতেছেন "হে প্রভু! কোন মুখ লইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিব? তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। তুমি দেখিয়াছ আমি "অবগুণ" বহু পাপ করিয়াছি। কেমন করিয়া তাহা তোমার নিকট গোপন করিব? "মা এবার বড় ভয় হয়েছে।

চিত্র গুপ্ত বড়ই শক্ত যা করেছি তাই লিখেছে।"

"কাঙ্গাল কয় যা করেছি যা ভেবেছি, সব জেনেছে সেই একজনা" ॥ ১ ॥

"সাহব তুম জনি বীস রো, লাখ লোগ মিলি জাহিঁ।
হামসে তুমকু বহুত হ্যায়, তুমসে হামকো নাহিঁ" ॥ ২ ॥

হে প্রভু? তুমি আমাকে বিস্মৃত হইও না। তোমার উপাসক বা সেবক লক্ষ লোক মিলিয়া যাইবে। আমার ন্যায় বহুলোক তোমার আছে। কিন্তু তোমার মত আমার আর কেহই নাই ॥ ২ ॥

"অবগুন মেরা বাপজী, বখশ গরীব নিবাজ।
জো ম্যায় পুত কুপুত হো, তোহি পিতাকো লাজ" ॥ ৩ ॥

হে পিতঃ, হে "গরীব নিবাজ" দীনবন্ধু আমার "অবগুন" পাপ—ক্ষমা কর। আমি কুপুত্র বটে কিন্তু ইহাত পিতার লজ্জার কথা "কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনত" ॥ ৩ ॥

"মেরা মুঝকো কুছ নহী, জো কুছ হ্যায় সব তোর।
"তেরা তুঝকো সোঁপতাহুঁ, ক্যা লাগে গা মোর" ॥ ৪ ॥

শ্রীকবীর জী বলিতেছেন যে "হে প্রভু, "আমি," "আমার" বলিয়া কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে সকলই তোমার। তোমার বস্তু তোমাকেই সমর্পণ করিতেছি। তাহাতে আমার কি লাগিবে? "তজ্জলানীতি" শ্রুতি। "The Lord gave, and the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord" Job. ॥ ৪ ॥

মহাত্মা কবীরের বাণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"ইদং তে নাহতপস্কায় নাহ ভক্তায় কদাচন।" গীতা

"বিন দেখে ওয়াহি দেশকী, বাতেঁ কহৈ সো কুর।
আপৈ খারী খাতা হ্যায়, বেচত ফিরত কফুর ॥ ১ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে "ঐ দেশ না দেখিয়া অর্থাৎ সদ্গুরুর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন না করিয়া যদি উঁহার কথা কেহ বলে অর্থাৎ ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি "কুর" ক্রূর বা কুটিল। সে ব্যক্তি নিজে "খারী" অর্থাৎ খার বা ভষ্ম ভোজন করিয়া অপরের নিকট দ্রব্য গ্রহণ করতঃ কর্পূর বিক্রয় করিয়া থাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলিয়াছিলেন "তুমি কি চাঁপড়াস্ পেয়েছ, যদি চাপড়াস না পেয়ে থাক তবে তোমার উপদেশ কেহ মানবে না"॥ ১ ॥

"চলতে চলতে পগু থকা, নগর রহা নৌ কোশ।
বীচহিমে ডেরা পর্‍্যো, কহো কোন্ কো দোষ্ "॥ ২ ॥

হে জীব! চলিতে চলিতে অর্থাৎ চৌরাশীলক্ষ যোণী ভ্রমণ

করিতে ২ তোমার "পগু" পদ বা চরণ "থকা" ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সেই নগর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ নগর এখনও নয় ক্রোশ দূরে রহিল।

"বীচহিমে ডেরা পর্যো" মধ্য স্থলে তুমি "ডেরা" বা বাসা করিলে—অর্থাৎ সংসারের কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হইলে। বলত এই দোষ কাহার ? ॥ ২ ॥

"কবীরা জাত পুকারিয়া, চঢ়ি চন্দনকী ডার।
বাট লাগায়ে না লগৈ, ফির ক্যা লেত হামার "॥ ৩ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি চন্দন বৃক্ষের ডালের উপর আরোহণ করিয়া "পুকারিয়া" চিৎকার করিয়া জীবদিগকে বলিতেছি হে জীবগণ ! তোমরাও এই ভগবানরূপ চন্দন বৃক্ষে আরোহন কর। আমি "বাট" পথ প্রদর্শন করিতেছি। তবুও সেইপথে লাগিতেছ না। তোমরা 'আমার কি গ্রহণ করিলে ? অর্থাৎ তোমরা আমার কোনও কথা গ্রাহ্য করিলে না ॥ ৩ ॥

জ্ঞান রতন কো যতন করু, মাটীকা শৃঙ্গার।
আয়া কবীরা ফিরি গয়া, ঝুটা হ্যায় হংকার "॥ ৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান, রত্নের তুল্য, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্ন কর। মাটীর বিকার এই অনিত্য শরীর তাহার সহিতই "শৃঙ্গার" বা রমণ করিতেছ। "কবীর" (কায়াকা-বীর = কবীর) হে জীব ! তুমি সংসারে আসিলে কিন্তু ভগবানকে জানিতে পারিলে না। অনর্থক

মিথ্যা অহঙ্কার করিয়া সংসার হইতে ফিরিয়া গেলে। ভাব এই যে মাটীর দেহ লইয়া আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শুদ্র এইরূপ অভিমান করিয়া ফিরিয়া গেলে। মানব জীবন নষ্ট করিলে ॥ ৪ ॥

"সাধু হোনা চাহহুঁ জো, পক্কাকে সঙ্গ খেল।
কাচ্চা সরসো পেরিকে, খরী ভয়া ন তেল "॥ ৫ ॥

তুমি যদি সাধু হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে "পাক্কা" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছে তাঁহার সহিত খেলা কর বা সঙ্গ কর কাঁচা সরিসা পেড়িলে খলিও হইবে না তৈলও হইবে না। ভাব এই যে সংসারাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করিলে ইহ লোক ও পরোলোকের কোনও কার্য্য হইবেনা ॥ ৫ ॥

"সিংহকেরী খালরী, মেঢ়া ওঢ়ে জায়।
বাণীতে পাহি চানিয়া, শব্দহি দেত্ বাতায় "॥ ৬ ॥

সিংহের "খালরী" চর্ম্ম দ্বারা যদি ভেড়াকে "ওঢ়ে" আবৃত করা যায়- তাহা হইলে "বাণী" দ্বারাই ভেড়াকে চিনিয়া লওয়া যায়। "শব্দ"ই বাতাইয়া দেয় যে এই জীবটী ভেড়া, এ সিংহ নহে। ভাব এই যে সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি সাধুর পোষাক পরিধান করে; তাহার বাক্যের দ্বারাই তাহাকে চেনা যায় যে এ ব্যক্তি ঈশ্বরজ্ঞ (সিংহ) নহে। "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন-ভাষতে "॥ ৬ ॥

"আউরনকো সমুঝাবতে, মুখমে পড়েগা রেত।
রাশি বিরাণী রাখতে, খায়া ঘরকা খেত "॥ ৭ ॥

অন্যকে উপদেশ দিতে ২ তোমার মুখে "রেত" ধূলি বা বালুকা পড়িল। "বিরানী" অপরের "রাশি" অর্থাৎ ক্ষেত্রের শস্য কিম্বা দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে যাইয়া তোমার নিজের ঘরের "খেত" কালে খাইয়া ফেলিল। ভাব এই যে তোমার নিজের আত্ম জ্ঞান হইল না কেবল পরকে উপদেশ দিয়া গেলে ॥ ৭ ॥

"লোহে চুম্বক প্রীতি জস, লোহা লেত উঠায়।
য়্যায়সা শব্দ কবীরকা, কালতে লেই ছুড়ায় ॥" ৮ ॥

লোহার সহিত চুম্বকের যেমন প্রীতি, চুম্বক লোহাকে দেখিলেই উঠাইয়া লয়। শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে জীব ? আমার রাম নাম শব্দ এমনই বলবান যে চুম্বকের ন্যায় জীবরূপ লোহার কণিকাকে কালের হাত হইতে ছাড়াইয়া বা উঠাইয়া লইতেছে ॥ ৮ ॥

"বহু বন্ধনতে বাঁধিয়া, এক বিচারা জীব।
ক্যা বল ছুটে আপনে, জোন ছুড়াবৈ পীব ॥" ৯ ॥

এক বেচারা জীব সংসারের নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়াছে। জীব আপন বলে এই বন্ধন কাটিতে পারেনা। যদি "পীব" সেই প্রিয় পরমেশ্বর দয়া করিয়া বন্ধন কাটিয়া বা ছাড়াইয়া না দেন ॥ ৯ ॥

"কাজর কেরী কোঠরী, বূড়ন্তা সংসার।
বলিহারী তেহি পুরুষকী, পৈঠিকৈ নিকসন হার॥" ১০॥

এই সংসার কাজলের কুঠুরী (মায়ারূপ কজ্জল)। সংসারের সকল জীবই এই কাজলের কুঠীতে বুড়িয়া গিয়াছে। ঐ পুরুষকে আমি বলিহারী যাই যিনি এই কাজলের কুঠীর মধ্যে "পৈঠিকে" প্রবেশ করিয়া, "নিকসনহার" শরীরে কাজলের দাগ না লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারেন॥ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "সংসারে থাক্‌বি যেন পাকাল মাছ। পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে থাকে কিন্তু গায়ে কাঁদা লাগে না॥" ১০॥

"যুবা জরা বালাপন বীত্যো, চৌথী অবস্থা আই।
জস মুসবাকো তকৈ বিলৈয়া, তস যম ঘাত লগাই॥" ১১॥

"বালাপন" বাল্যকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল ক্রমে গত হইল। "জস" যেমন "মুসবাকো" মুষিককে "তকৈ" তাকাইয়া থাকে "বিলৈয়া" বিড়ালে "তস" সেইরূপ হে জীব "যম ঘাত লগাই" যমরাজ সেইরূপ তোমাকে আঘাত লাগাইবেন। "ঐ যে ডাকে সমন বিড়াল, ভয় পেয়ে ডাকিছে কাঙ্গাল" কাঙ্গাল হরিনাথ॥ ১১॥

"সবহী তরুতল জায়কৈ, সব ফল লীহ্নো চাখি।
ফিরিফিরি মাঙ্গত কবীর হ্যায়, দর্শন হী কী ভীখি॥" ১২॥

সকল "তরুতল" সকল বৃক্ষের তলে যাইয়া, সকল ফল "লীহ্নো চাখি" চাখিয়া অর্থাৎ আস্বাদ লইয়াছি। ভাব এই যে নানাপ্রকার

শরীর ধারণ করিয়া সুখ দুঃখ রূপ নানাফল ভোগ করিয়াছি। শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে প্রভু! আমি আর যোণী ভ্রমণ করিতে পারিনা—"ফিরি ফিরি মাঙ্গত দর্শন হী কী ভীখি' এখন পুনঃ পুনঃ তোমার দর্শনের ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥"

"বহবোঽপি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহিমাং মধুসূদন॥" ১২॥

"মানুষ তেরা গুণ বড়া মাস আবৈ কাজ।
হাড় ন হোতে আভরণ, ত্বচা ন বাজন বাজ॥" ১৩॥

হে মানব! তুমি তোমার দেহের বড়ই অভিমান কর বাস্তবিক তোমার দেহ কোন কর্ম্মের নহে। শ্রীকবীরজী তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা দর্শাইতেছেন যথা—"মাস ন আবৈ কাজ" তোমার মাংস কোন কাজে লাগিবে না পশু পক্ষীর মাংসের মূল্য আছে তোমার মাংসের কোনও মূল্য নাই। তোমার হাড় দ্বারা কোন আভরণ প্রস্তুত হইবে না। হাতী, হরিণ প্রভৃতি পশুর হাড়দ্বারা নানাপ্রকার আভরণ প্রস্তুত হয়। "ত্বচা ন বাজন বাজ"—তোমার চর্ম্ম দ্বারাও কোন বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইবে না, কিন্তু "তেরা গুণ বড়া" একটী গুণ তোমার বড় আছে তাহা এই যে তুমি জ্ঞান ও ভক্তি বলে ভগবানকে লাভ করিতে পার॥ ১৩॥

হীরা পড়া বাজার মে, রহা ছার লপটায়।
বহুতক মুরখ চলি গয়ে, পারিখ লিয়া উঠায় ॥" ১৪ ॥

জ্ঞান ও ভক্তিরূপ "হীরা" সংসাররূপ বাজারে পড়িয়া আছে। "রহা ছার লপটায়" ছাই বা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া আছে অর্থাৎ বিষয় বাসনা অথবা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত আছে। বহু মূর্খলোক এই বাজার দিয়া চলিয়া যাইতেছে কিন্তু "পারিখলিয়া উঠায়" পরীক্ষক expert অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই হীরা উঠাইয়া লয় ॥

"তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিত মক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তোন বিন্দেয়ু" ছান্দোগ্যোপনিষৎ ॥ ১৪ ॥

"ভঁবর বিলম্বে বাগমে, বহু ফুলনকী আশ।
জীব বিলম্বৈ বিষয়মে, অন্তহু চলৈ নিরাশ" ॥ ১৫ ॥

ভ্রমর বাগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া "বিলম্বে" নানা প্রকার ফুলের মধু পান করিবার জন্য বিলম্ব করিতে থাকে। বহু ফুলের মধুপান করিয়াও ভ্রমর তৃপ্তি লাভ করে না। মানবও সেইরূপ সংসার রূপ বাগে-নানা বিষয়ের রস বা মধু পান করিবার জন্য বিলম্ব করিতে থাকে কিন্তু অন্তে মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে নিরাশ হইয়া যায় ॥ ১৫ ॥

"লোহে কেরী নাবরী, পাহন গরুয়া ভার।
শিরমে বিষয়কী মোটরী, উতরণ চা হৈ পার" ॥ ১৬ ॥

শ্রীকবীর জী বলিতেছেন—হে জীব! তোমার এই দেহ লোহার

"নাবরী" নৌকার তুল্য। তোমার মন রূপ "পাহন" প্রস্তর সেই গুরুতর ভার এই নৌকায় বোঝাই করিয়াছ। তোমার মস্তকের উপর বিষয়ের "মোটরী" গাইট বা বোঝা লইয়াছ। "উতরণ চাহৈ পার"—তুমি আবার ভব সমুদ্র পার হইতে চাও ॥ ১৬॥

"য়্যায়সী গতি সংসারকী, জ্যোঁ গাড়র কী ঠাট।
এক পড়া জ্যো গাড়মে, সবৈ জাত তেহি বাট" ॥ ১৭ ॥

এই সংসারের এমনই গতি—"জ্যোঁ গাড়র কী ঠাট" যেমন ভেড়ার দল—বা গাড্ডালিকা প্রবাহ—"এক পড়া জো গাড়মে" একটা ভেড়া যদি গর্ত্তে পতিত হয়—"সবৈ জাত তেহি বাট" সকল ভেড়া গুলিই সেই "বাট" সেই রাস্তায় চলিতে থাকে। শ্রীকবীরজী বলিতেছেন—সংসারের লোক এমনই "ভেড়িয়া ধসন" বা ভেড়ার দল যে যখন এক ব্যক্তি কোন একটা মত অবলম্বন করে—সকল লোকেই ভেড়ার ন্যায় সেই দিকে দৌড়াইতে থাকে সেই মত ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করে না ঐ মতেই সকলে লাগিয়া যায় ॥ ১৭ ॥

"রহী এক কী ভই অনেক কী, বেশ্যা বহুত ভতারী।
কহ কবীর কাকে সঙ্গ জরি হ্যায়, বহুত পুরুষ কী নারী" ॥১৮॥

শ্রীভগবান একমাত্র পুরুষ আর সকল প্রকৃতি বা নারী, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। শ্রীকবীর জী তাঁহার অনেক বাণীতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বাণী দ্বারা কবীরজী বলিতেছেন হে জীব; "রহী এককী" তুমি একজনের ছিলে, অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ বা পত্নী ছিলে। "ভাই অনেককী" এই সংসারে আসিয়া তুমি অনেকের

হইয়াছ। "বেশ্যা বহুত ভাতারী" বেশ্যার যেমন বহুত ভাতার বা স্বামী, হে জীব ; তুমিও বেশ্যার ন্যায় অনেক ভাতার বা স্বামী সংগ্রহ করিয়াছ। "কাবে° সঙ্গ জরি হ্যায় বহুত পুরুষকী নারী" শ্রীকবীরজী বলিতেছেন বহু পুরুষের নারী যে বেশ্যা সে কাহার সহিত "জরি হ্যায়" পুড়িয়া মরিবে অর্থাৎ সহমরণ যাইবে, ভাব এই যে নানা দেবতার উপাসক এবং বেশ্যা একই প্রকার। পরমাত্মার বা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সহিত প্রেম কর—বেশ্যার ন্যায় নানা পুরুষে আসক্ত হইও না ॥ ১৮ ॥

"রাম কহত জগবীতে সিগরে, কোই ভয়ে ন রাম।
কহ কবীর জিন রামহি জানা, তিনকে ভয়ে সব কাম ॥"

শ্রীকবীরজী এই বাণী দ্বারা অদ্বৈতবাদীদের ভুল প্রদর্শন করিতেছেন যথা :—আমি রাম, আমি রাম, "সোহং" "শিবোহং" এই প্রকার বলিতে বলিতে জগতের লোক নাশ প্রাপ্ত হইল। "কোই ভয়ে ন রাম" কেহই রাম হইতে পারিলনা। সকল জীব শিব হইতে পারে না। কবীরজী বলেন যিনি রামকে প্রভু অথবা মালিক বলিয়া জানেন বা উপাসনা করেন তাহারই সর্ব্বকামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

"রাজা রায়ত ভয় রহা, রায়ত লীন্হী রাজ।
রায়ত চাহে সব লিয়া, তাতে ভয়া অকাজ" ॥ ২০ ॥

শ্রীকবীরজী এই বাণী দ্বারা পুনঃরায় অদ্বৈত বাদীদের ভুল প্রদর্শন করিতেছেন :—"রাজা" ভগবান "রায়ত" হইয়া রহিয়াছেন।

"রায়ত লীন্ধীরাজ" "সোহং" শিবোহং" বলিতে বলিতে রায়তরাজার রাজত্ব অধিকার করিয়া বসিল। "রায়ত চাহে সব লিয়া" জীবরূপ রায়ত সামান্য ধ্যান ধারণা করিয়া মনে করে যে সে ভগবানের সকল বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। "তাতে ভয়া-অকাজ" তাহাতে অকাজ হয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না বরং জীবরূপ রায়তের উপর রাজা রূপ ভগবানের ক্রোধ হয়॥ "রাজ-গৃহ ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ।" নারদ ভক্তিসূত্রম্॥ ২০॥

"ইয়া দুনিয়া ভয়ে বাবরী, অদৃশ্যসে বাঁধে নেহ।
দৃশ্যমান কো ছোড়িকে, সেবে পুরুষ বিদেহ" ॥ ২১ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে এই পৃথিবীর মানবগণ পাগল হইয়াছে। তাহারা "অদৃশ্য সে বাঁধে নেহ" অদৃশ্যের নিরাকারের সহিত "নেহ" স্নেহ বা প্রেমে আবদ্ধ হয়। দৃশ্যমান-সাকার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া "সেবে পুরুষ বিদেহ" বিদেহ বা নিরাকার পুরুষের সেবা করে। এই বাণী দ্বারা কবীরজী নিরাকার বাদীদের ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্॥ ২১॥

"খালী দেখিকৈ ভরম ভয়া, ঢ়ুঢ়ত ফিরৈ চহুঁ দেশ।
ঢ়ুঢ়ত ঢ়ুঢ়ত মর গয়া, মিলা ন নির্গুণ ভেশ॥" ২২॥

"খালী দেখিকৈ" শূন্য দেখিয়া অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া "ভরম ভয়া" ভ্রম হয় ও অবিশ্বাসও হইতে পারে। "ঢ়ুঢ়ত

ফিরৈ চহুঁ দেশ" চারিদিগে অনুসন্ধান করিতে থাকে। "ঢূঢ়ত ঢূঢ়ত মর গয়া" অনুসন্ধান করিতে করিতে মরিয়া যায়। "মিলান নির্গুণ ভেশ্" নির্গুণ বা নিরাকার ব্রহ্ম মিলে না ॥ ২২ ॥

"সুত নহিঁ মানৈ বাত পিতাকী, সেবে পুরুষ বিদেহ।
কহৈ কবীর অবহুঁ কিন চেতৌ, ছাড়ো ঝুঠ সনেহ" ॥ ২৩ ॥

শ্রীকবীরজী এই বাণীদ্বারা পুনঃরায় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা মিথ্যা তাহা বলিতেছেন :—পরমপুরুষ ভগবান সগুণব্রহ্ম তিনিই সকলের পিতা—তাঁহার কথা কেহই মানে না অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরের সেবায় কেহই রত হয় না। "সেবে পুরুষ বিদেহ" যাহার দেহ নাই এমন পুরুষের সেবা করে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে। কবীরজী বলেন হে জীব ; এখনও তোমাদের কেন চৈতন্য হয় না। "ছাড়ো ঝুঠসনেহ" নিরাকার ব্রহ্মের মিথ্যা স্নেহ ত্যাগ কর ॥ ২৩ ॥

"বেচুনৈ জগ রচিয়া, সাঁই নুর নিনার।
তব আখিরকে বখতমে, কিসকা করৌ দিদার" ॥ ২৪ ॥

শ্রীকবীরজী এই বাণী দ্বারা মুসলমানদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন :—

হে মুসলমানগণ ? তোমরা বল—ঈশ্বর নিরাকার, ঈশ্বর যদি "বেচুন" নিরাকার হইতেন তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া জগত রচনা করিলেন ? "সাঁইনুর নিনার" অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্যোতি সাকার। "তব আখিরকে বখতমে, কিসকা করৌ দিদার"—যদি তিনি নিরাকার হন তাহা হইলে শেষ সময়ে অর্থাৎ আখিরের ওকতে

কেমন করিয়া তোমাদের "ইনসাফ" বা বিচার করিবেন ? মুসলমান শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে মৃত্যুর পর অর্থাৎ "ক্যামত" বা মহাপ্রলয়ের পর "হাসের ময়দানে" ঈশ্বর সকল মানবের "ইনসাফ্" বা বিচার করিবেন। কবীরজী মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে যদি ঈশ্বর নিরাকার হইবেন তাহা হইলে কেমন করিয়াই বা তিনি জগত রচনা করিলেন এবং কেমন করিয়াইবা তিনি "হাসের ময়দানে" তোমাদের "হিসাব" লইবেন ? বা ইন্সাফ্" বা বিচার করিবেন ? ॥ ২৪ ॥

দ্বারে তেরে রামজী, মিলা কবীরা মোহি঳ ।
তু তো সবমে মিলি রহা ম্যায় ন মিলোঙ্গা তোহি঳" ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান জীবদিগকে ডাকিতেছেন হে জীব; আমি রামজী তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি হে জীব ; তুমি আমার সহিত আসিয়া মিলিত হও। "তু তো সবমে মিলি রহা"তুমিত সকলের সহিত মিলিয়া রহিয়াছ অর্থাৎ বিষয় বাসনায় আবদ্ধ হইয়া আছ। "ম্যায় ন মিলোঙ্গা তোহি঳"—এরূপ হইলে তোমার সহিত আমার মিলন হইবে না।

"পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়।
আমি না গেলে সে কেঁন্দে কেঁন্দে চলে যাবে মান ভ'রে ॥"

"We have piped unto you, and ye have not danced;
We have mourned to you. and ye have not wept!"

St Luke. ॥ ২৫ ॥

"জো তুম চাহো মুঝকো, ছাড় সকলকী আশ।
মেরা য়্যায়সা ভয় রহো, সব কুছ তেরে পাস" ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন হে জীব ;—তুমি যদি আমাকে চাও তাহা হইলে আর সকলের আশা ছাড়িয়া দাও। তুমি আমার দাস হইয়া থাক—তোমার কিছুরই অভাব হইবে না। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ তোমার নিকট আসিবে।

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ॥ ২৬ ॥

"জিহ্বা কো দৈ বন্ধনৈ বহু বোলনা নিবারি ॥
সো পরখীসোঁ সঙ্গ করু, গুরু মুখ শব্দ বিচারি ॥" ২৭ ॥

তোমার জিহ্বাকে বন্ধন কর—বহু বাক্য ব্যয় নিবারণ কর। "সো পরখী সোঁ সঙ্গ করু" পরখী অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন বা পরখ করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গ কর। সদগুরু মুখ নিসৃত "শব্দ" বা রামনাম শব্দ তাহার বিচার কর॥ ২৭ ॥

"সাঁপ বীছিকা মন্ত্র হ্যায়, মাহুর ঝারে জায়।
বিকট নারিকে পালে পরা, কাটি কলেজা খায়" ॥ ২৮ ॥

—সর্প ও বিশ্চিকে দংশক করিলে তাহার মন্ত্র আছে। সে বিষ ঝাড়া যায় (মাহুর অর্থ বিষ) কিন্তু বিকট মায়ারূপ নারীর পালে পড়িলে হে জীব ; তোমার কলিজা অর্থাৎ হৃদপিণ্ড কাটিয়া খাইবে। কামিনীতে আসক্ত হইলে তোমার হৃদয় শূন্য হইয়া যাইবে জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না॥ ২৮ ॥

"মন গজন্দ মানৈ নহীঁ, চলৈ সুরতিকে সাথ।
দীন মহাবত ক্যা করৈ, অঙ্কুশ নাহী হাথ॥" ২৯॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে জীবের মনই মত্ত মাতঙ্গের তুল্য। এই মন কখনও প্রবোধ মানে না সে কামিনীকাঞ্চনরূপ হস্তিনীর পশ্চাৎ দৌড়াইতেছে। দীন বেচারা মাহুত অর্থাৎ জীবরূপ মাহুত কি করিবে? তাহার হস্তে রামনামরূপ অঙ্কুশ নাই। রামনামরূপ অঙ্কুশদ্বারা মনরূপ মত্ত মাতঙ্গের মস্তকে আঘাত করিল সে আর হস্তিনীর পশ্চাতে দৌড়াবে না॥ ২৯॥

"সেমর সুবনা সেইয়ে, দুই ঢেটীকী আশ।
ঢেটী ফুটী চটাক দৈ, সুবনা চলে নিরাশ॥" ৩০॥

শুকপক্ষীরূপ জীব সিমুলবৃক্ষরূপ বিষয়ের সেবা করে। "দুই ঢেটীকী আশ" দুই ঢেটী অর্থাৎ ফুল ও ফলের আশায়। সংসার সুখ ও পরোলোকের সুখের আশায়। শুক পক্ষী সিমুল ফল ভক্ষণ করিবার জন্য সিমুল বৃক্ষে উড়িয়া পড়ে এবং সিমুল ফলের খোশলার উপর চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে তখন "ঢেটী ফুটী চটক দৈ"— অর্থাৎ সিমুল ফলের "ঢেটী" খোশলা চট করিয়া ফাটিয়া যায় তখন তুলা বাহির হইয়া শুক পক্ষীর চঞ্চুতে লাগিয়া যায়, শুক পক্ষী নিরাশ হইয়া যায়। বিষয় সুখে নিরাশ হইয়া জীব উপরোক্ত শুক পক্ষীর ন্যায় পরিতাপ করিতে থাকে॥ ৩০॥

"লিখা পঢ়ীমে পরে সব, ইয়া গুণ তজৈ ন কোই।
সবৈ পরে ভ্রমজালমে, ডারাইয়া জিয় খোই" ॥ ৩১॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন জগতের লোকসকল লেখাপড়া করিয়া অর্থাৎ বেদ, পুরাণ, কোরাণ নানাপ্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ লিখন পঠন করিয়া, সকলে পড়িয়া রহিল। "ইয়া গুণ তজৈ ন কোই" এইগুণ কেহই ত্যাগ করিল না অর্থাৎ লেখা পড়া শাস্ত্র বিচার কেহই ত্যাগ করিল না। "সবৈ পরে ভ্রমজালমে ডারাইয়া জিয় খোই" সকলেই ভ্রমজালে পড়িয়া জীবন খোয়াইল ॥ ৩১ ॥

"কাঞ্চন ভো পারস পরসি বহুরি ন লোহা হোই।
চন্দন বাস পলাশ বিধি, ঢাক কহৈ নহিঁ কোই" ॥ ৩২ ॥

পরশমণি স্পর্শ করিলে লৌহ কাঞ্চণ হইয়া যায়, সে আর পূনঃ-রায় লোহা হয় না। চন্দনের সুগন্ধ বায়ু পলাশ বা সিমুল বৃক্ষে লাগিলে—সেই অসার বৃক্ষও চন্দন বৃক্ষে পরিণত হয়। "ঢাক কহৈ নহিঁ কোই" ঐ বৃক্ষকে তখন আর কেহ "ঢাক" বা সিমুল বৃক্ষ বলে না তাহাকে চন্দন বৃক্ষই বলে। ভাব এই যে জীব ভগবানের সেবা করিতে ২ ভগবানের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয় এবংভগবানের নিত্যদাস ও পার্ষদ হইয়া ভগবৎ সন্নিধানে বাস করে—তখন তাহাকে আর জীব বলা যায় না ॥ ৩২ ॥

"কবীর দিন গবাইয়া ছুনিয়া সিউঁ, ছুনিয়া না চালী সাথ।
পায় কুল হাড়া মারিয়া, গাফল্ আপনে হাত ॥" ৩৩ ॥

শিখদিগের আদিগুরুগ্রন্থে এই সকল বাণী লিখিত হইয়াছে। শ্রীকবীরজী বলিতেছেন—হে জীব; "ছুনিয়া সিউঁ" এই সংসারের সহিত অর্থাৎ পুত্র কলত্রাদিগের পালন পোষনের জন্ম তুমি দিন গত

করিলে। এই সংসার তোমার মৃত্যুর পর সঙ্গে যাইবে না। হে গাফিল; অর্থাৎ অলস বা প্রমাদী জীব; তোমার আপন পায়ে আপন হাতেই কুড়াল মারিলে॥ ৩৩॥

"কবীর সন্ত মুয়ে কিয়া রোইয়ে, জো আপনে গৃহ জায়।
রোবহু সাকত বাপুরে জো হাটে হাট বিকায়॥" ৩৪॥

কোন এক সাধুর দেহ ত্যাগ হইয়াছে সেই জন্য সকল লোক সেই সাধুর জন্য রোদন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে কবীর! সাধুর মৃত্যু হইয়াছে সেজন্য তোমরা কেন রোদন করিতেছ; সেই সাধু আপনার গৃহে গমন করিতেছেন অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য যাইতেছেন। তোমরা মনমুখ বিষয়াসক্ত বদ্ধজীবের জন্যই রোদন কর যে হাটে হাটে বিক্রিত হয় অর্থাৎ নানাযোনী যে ভ্রমণ করিবে তাহার জন্য রোদন কর সাধুর জন্য রোদন করিও না॥ ৩৪॥

"কবীর জাত জোলহা কিয়া করে, হিরদে বসহ গোপাল।
কবীর রমইয়া কণ্ঠ মিল, চুকহ সরব জঞ্জাল" ॥ ৩৫॥

কোন এক ব্যক্তি শ্রীকবীরজী জাতিতে জোলা ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল ঐ ব্যক্তিকে শ্রীকবীরজী এই বাণী বলিয়াছিলেন ' আমি জাতিতে জোলা হইলে কি হইবে? আমার হৃদয়ে গোপাল বাস করিতেছেন। আমি ভগবানের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসারের যাবতীয় জঞ্জাল দূর করিয়া দিয়াছি" ॥ ৩৫॥

"কবীর সাধুকী সঙ্গত রহই যবকী ভুসী খাউ।
হোন হার সো হোয় হ্যায় সাকত্ত সঙ্গ ন যাউ" ॥ ৩৬ ॥

হে কবীর! সাধু সঙ্গে থাকিয়া যবের ভুসি খাও বরং তাহাও ভাল কিন্তু উৎকৃষ্ট ভোজন কিম্বা বস্ত্রের জন্য দুষ্ট লোকের সঙ্গে যাইও না ॥ ৩৬ ॥

"কবীর কুকুর ভউক না করঙ্গ পিছে উঠ ধায়।
করমী সদ গুরু পাইয়া জিন হউ লিয়া ছুড়ায়" ॥ ৩৭ ॥

হে কবীর! মৃত পশুর শুষ্ক হাড় চর্ব্বন করিবার জন্য যেমন কুকুর চিৎকার করিতে করিতে সেই দিকে ধাবমান হয়। আমিও কুকুরবৎ পরস্ত্রী ও পরধন হরণের জন্য ঐরূপ দৌড়াইতাম কিন্তু আমার পূর্ব্ব জন্মের শুভকর্ম্মহেতু আমি সদগুরু প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমাকে ছাড়াইয়া লইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

"কবীর লাগী প্রীত্ সুজান সিউ, বরজৈ লোক অজান।
তা সিউ টুটী কিউ বনৈ, জাকে জীয় পরাণ" ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে কবীর; সেই "সুজান" পুরুষোত্তমের সহিত তোমার "প্রীত" লাগিয়াছে সেই জন্য "অজান লোক" অজ্ঞানী লোকগণ তোমাকে বর্জ্জন (boy cott) করিয়াছে। তাঁহার সহিত প্রীত্ টুটিয়া বা ভঙ্গ হইয়া গেলে কেমন করিয়া থাকিব। যিনি আমার দেহের মধ্যে জীবন ও প্রাণ দিয়াছেন, এমন উপকারী-বন্ধুকে কেমন করিয়া ভুলিব? "(সই) খলের বচনে ছাড়িতে নারিব, এহেন গুণের নিধি ॥" ৩৮ ॥

"কবীর সারী সিরজনহারকী, জানৈ নাহী কোয়।
কৈ জানৈ আপন ধনী কৈ দাস দিবানা হোয়॥" ৩৯॥

হে কবীর সৃষ্টি কর্ত্তা "সারী" সকল সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। অজ্ঞানী ব্যক্তি তাহা জানে না। "কৈ জানৈ আপন ধনী" পরমেশ্বর স্বয়ং জানেন। "কৈ দাস" ভগবানের দাস বা ভক্তগণ জানেন। "দিবা না হোয়" এই সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে পারিলে সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পাগল হইয়া যায়॥ ৩৯॥

"কবীর থোরৈ জল মাছলী ধীবর মেলিউ জাল।
টৌ ঘনৈ ন ছুট সহ, ফির কর সমুদ্র সমাল॥" ৪০॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে জীবরূপ মৎস্য; অল্প জলে বাস করিলে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপসনা করিলে তোমার প্রাণ বাঁচিবে না। ধীবররূপ যমরাজ যখন তোমার উপর মৃত্যুরূপ জাল ফেলিবেন তখন "টৌ ঘনৈ" ক্ষুদ্র পুকুর বা ডোবার মধ্যে থাকিলে "নছুটসহ" ছুটিতে বা পলায়ন করিতে পারিবে না। "ফির কর সমুদ্র সামাল" সমুদ্রের আশ্রয় লও অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনা কর॥ ৪০॥

"কবীর সমুদ্র ন ছোড়িয়ৈ, জো অতি খারা হোয়।
পোখর পোখর ঢূড়তে ভলো ন কহি হায় কোয়॥" ৪১॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে জীবরূপ মৎস্য! ঐ সমুদ্র ছাড়িওনা —যদিও সমুদ্রের জল অতিশয় "খারা" লবণাক্ত তবুও সমুদ্র ত্যাগ করিও না। ভাব এই যে পরমাত্মার উপাসনা কঠিন হইলেও তাহা ত্যাগের যোগ্য নহে। "পোখর পোখর ঢূড়তে" যদি ক্ষুদ্র২

পুকুর অনুসন্ধান কর তাহা হইলে "ভলো ন কহি হ্যায় কোয়" তোমাকে কেহ ভাল বা বুদ্ধিমান বলিবে না ॥ ৪১ ॥

"কবীর গরব ন কী জিয়ে দেহী দেখ সুরঙ্গ।
আজ কাল ত্যজি জাহু গে জিউ কাঁচুরী ভুজঙ্গ ॥" ৪২ ॥

হে কবীর! তোমার দেহ "সুরঙ্গ" সুশ্রী দেখিয়া গর্ব্ব করিও না। সর্প যেমন তাহার "কাঁচুরী" খোশা ফেলিয়া চলিয়া যায় আর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। আজ হউক কাল হউক তুমিও সর্পবৎ তোমার এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ॥ ৪২ ॥

"কবীর তা সিউ প্রীত্ কর জাকা ঠাকুর রাম।
পণ্ডিত রাজা ভুপতি আবে কৌনে কাম ॥" ৪৩ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন "জাকা ঠাকুর রাম" ভগবানই যাহার আরাধ্য দেবতা অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বর ভক্ত তাঁহার সহিত "প্রীত্" কর। ভগবানের উপর যাহাদের ভক্তি নাই—এমন পণ্ডিত, রাজা, ভুপতি তাহাদের সহিত মিত্রতা করিলে কি কাজ হইবে? ॥ ৪৩ ॥

"কবীর সুখ ন ইহ জগ করহ জো বহুত মিত্।
জো চিত রাখহ এক সিউ তো সুখ পাবহ নিত্" ॥ ৪৪ ॥

হে কবীর! এই জগতে বহু লোকের সহিত মিত্রতা করিয়া সুখ পাইবে না। যদি চিত্ত সেই এক পরমেশ্বরের উপর রাখিতে পার তাহা হইলেই নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইবে। ॥ ৪৪ ॥

"কবীর দুনিয়াকে দোখে মুয়া, চালত কুলকী কান।
তব কুল কিসকা লাজসী জব লে ধরহ মসান" ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকবীর জী এক দিবস এক ব্যক্তিকে হরি ভক্তির উপদেশ দিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি কবীর জীকে বলিলেন যে "দেখুন কুলের রীতি অনুসারে চলা কর্ত্তব্য।" এই কথা শুনিয়া কবীর জী বলিলেন—তুমি "দুনিয়াকে দোখে মুয়া" এই সংসারের কর্ম্ম মার্গ অবলম্বন করিয়াই সেই দোষে মরিলে। তুমি কুল লজ্জা রক্ষা করিয়া চলিতেছ। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—যে দিন তোমাকে "মসান" অর্থাৎ শ্মশানে লইয়া যাইবে তখন ঐস্থান অপবিত্র বলিয়া—জাত্যাভিমান কিম্বা কুল লজ্জা করিয়া ঐ স্থান হইতে কি তুমি উঠিয়া আসতে পারিবে ? ॥৪৫॥

"কবীর হজ কাবা হাম জায় থা আগৈ মিলিয়া খোদায়।
সাঁই মুঝ সো লড় পড়িয়া তুঝৈ কিন করমায়ী গায়" ॥ ৪৬ ॥

কয়েকজন মুসলমান মক্কায় হজ করিতে যাইতে ছিলেন—তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ চ্ছলে শ্রীকবীর জী ভজনের উপদেশ দিতেছেনঃ—

হে কাজীগণ ! আমি হজ যাত্রা করিয়া কাবায় (মক্কায়) যাইতে-ছিলাম "আগৈ মিলিয়া খোদায়" পথে খোদার সহিত আমার দেখা বা মিলন হইল। মিলন হওয়ার পরেই "সাঁই মুঝ সো লড় পড়িয়া" সাঁই অর্থাৎ খোদা আমার সহিত লড়াই করিতে লাগিলেন এবং রাগ করিয়া বলিলেন "তুঝৈ কিন ফরমায়ী গায়" তোমাকে হজ করিতে যাওয়ার কথা কে বলিল ? ভাব এই যে ভক্তি ত্যাগ করিয়া মক্কার ধূলা উড়াইতে যাইতেছ কেন ? ॥ ৪৬ ॥

"কবীরা ঘানী পীড়তে সদগুরু লিয়ে ছুড়ায়।
পড়া পুর বলা ভাবনী প্রগট হোয়ী আয়" ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকবীর জী বলিতেছেন—যে আমি যদি উত্তম গুরু প্রাপ্ত না হইতাম তাহা হইলে সংসাররূপ কলুর ঘানীর মধ্যে তিলবৎ পিষিত হইতাম অর্থাৎ নরকে পতিত হইতাম। সদগুরু আমাকে ছাড়াইয়া লইয়াছেন। আমার পূর্ব্ব জন্মের শুভ কর্ম্মের ফল ইহ জন্মে প্রগট হইয়াছে তদনুসারে এইরূপ সদগুরু প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥

"জিন ঢূড়া তিন পাইয়া, গহরে পানী পৈঠ।
হাম বৌরা ঢূড়ন গয়া, রহা কিনারেবৈঠ" ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে এই ভক্তি রত্ন যিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন, গভীর জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও তিনি তাহা লাভ করিয়াছেন। আমি মূর্খ, সেই রত্ন অনুসন্ধান করিতেছিলাম। কিন্তু সেই সমুদ্রের গভীর জলে আমি ডুব দিলাম না কেবল কিনারায় বসিয়া রহিলাম। সাধক রাম প্রসাদ বলিয়াছেন :—

"রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
রাম প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে।"

"Seek, and ye shall find ? Knock, and it shall be opened unto you" মহাত্মা ঈশা ॥ ৪৮ ॥

"ইয় মন তো শীতল ভয়া জব উপজা ব্রহ্মজ্ঞান।
জেহি বৈ সন্দর জগ জরৈ সো পুনি উদক সমান" ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকবীর জী বলিতেছেন যে যখন আমার ব্রহ্মজ্ঞান "উপজা" উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ আমার মনের সঙ্কল্প, বিকল্প সকলই দূর

হইয়া গিয়াছে। আমার সংস্কারের তাপ "ত্রিতাপ দুঃখত্রয়" মিটিয়া গিয়াছে। "জেহি বৈ সঙ্কর" অর্থাৎ যে অগ্নি অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নি জগৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে তাহা এক্ষণ আমার নিকট "উদক" জলের সমান হইয়াছে। ভাব এই যে ব্রহ্মাগ্নিতে আমার বিষয়বাসনা দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে। এখন সেই ব্রহ্মাগ্নি আমাকে তাপ প্রদান না করিয়া—আমার মনকে শীতল করিয়াছে।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" ॥ ৪৯ ॥

"পৈঠা হ্যায় ঘর ভিতরে, বৈঠা হ্যায় সাচেত।
জব জ্যায়সী গতি চাহতা, তব ত্যায়সী মতিদেত্" ॥ ৫০ ॥

ভগবান জীবের দেহের মধ্যে "পৈঠা হ্যায়" প্রবেশ করিয়াছেন। "বৈঠা হ্যায় সাচেত" বিভু চৈতন্য রূপে জীবের হৃদয়ে বসিয়া আছেন। জীব যখন তাঁহার নিকট যে গতি প্রার্থনা করিতেছে। তিনি তাহাকে সেইরূপ মতি প্রদান করিতেছেন। জীব অণু চৈতন্য ভগবান বিভু চৈতন্য। জীব যখন যে কর্ম্মের সম্মুখ হয় তখন ভগবান চৈতন্য শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহার মতি ও বুদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানের বিনা ইচ্ছায় জীব কিছুই করিতে পারে না। "কর্ত্তৃত্বং করণত্বং চ স্বভাব শ্চেতনা ধৃতিঃ। যৎপ্রসাদাদিমে সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া" ॥ ইতিশ্রুতি ॥ ৫০ ॥

"সাঁচ বরোবর তপ নহী, ঝুঠ বরোবর পাপ।
জাকে ভীতর সাঁচ হ্যায়, তাকে ভীতর আপ" ॥ ৫১ ॥

সত্যের "বরোবর" ন্যায় তপস্যা নাই। মিথ্যার ন্যায় পাপও নাই। যাহার ভিতর সত্য রহিয়াছে—ভগবান তাহার ভিতর আছেন। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।" "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেব যানঃ" ॥ ৫১ ॥

"দ্বার ধনীকে পড়ি রহৈ, ধক্কা ধনীকা খায়।
কবহুক ধনী নিবাজি হ্যায়, জো দ্বার ছাড়ি ন জায়" ॥ ৫২ ॥

সেবক বা সাধক যদি "ধনী" অর্থাৎ প্রভুর দ্বারে পড়িয়া থাকেন ও সর্ব্বদা প্রভুর ধাক্কা খাইতে থাকেন। তিনি যদি দ্বার ছাড়িয়া না যান তাহা হইলে প্রভু কখনও না কখনও এক দিন তাঁহাকে দয়া করিবেনই ॥ ৫২ ॥

ইতি মহাত্মা কবীরের বাণী সমাপ্ত ॥